বিজয় কুমারী

নাটক।

—০০০—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিবিড় বন।

(বিজয়কুমার ও মন্মোহনের প্রবেশ)

বিজয়। বয়স্য! তবে এস বনশোভা দর্শন করে চিত্ত বিনোদন করি।

মন্মো। তা বটে, কামিনী আর উপবন দর্শনে এ দুয়েতেই অন্তঃকরণ পুলকিত হয়।

বিজয়। উপবন দর্শনে অন্তর্বৃত্তি পুলকিত হয় বটে, কিন্তু, সখে! কামিনীর রূপ লাবণ্য দেখিলে যে অন্তঃকরণে কিরূপ সুখানুভব হয়, তা আমরা আজও বিশেষ জানি না।

মন্মো। সত্য, আমরা এ পর্য্যন্তও সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কিন্তু তা বলে কি? যেমন পুষ্পসৌরভ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলে চিত্তবৃত্তি পুলকিত হয়, তেমনি কামিনীগণের মুখ-লাবণ্য নিরীক্ষণ করিলেও পরম প্রীতি জন্মিয়া থাকে।

বিজয়। (স্বগত) সখে! কামিনীগণের মুখ লাবণ্য যে কিরূপ চিন্তাপহারক পদার্থ! তা আমি বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি। (নিশ্বাস

ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে) সখে ! এই দেখ জগৎস্রষ্টার নির্ম্মাণকৌশল কেমন আশ্চর্য্য। একে বৃক্ষ সকল শ্রেণিবদ্ধ, তাহাতে আবার নব পল্লব ও কুসুম স্তবকে আচ্ছাদিত হয়ে কেমন শোভা বিস্তার কর্‌ছে।

মন্মো। আমিও বনের আশ্চর্য্য শোভা দেখে চমৎকৃত হইতেছি। ঐ যে, শ্রেণিবদ্ধ বৃক্ষ সকল কত শোভা ধারণ করেছে; পুষ্প-পরিমলে বনরাজী আমোদিত ও মন মোহিত হইতেছে; ষট্‌পদগণ মধুপানে বিভোর হয়ে, এক পুষ্প হতে অন্য পুষ্পে, কেমন মনোহর গুণ্‌ গুণ স্বরে গমন করিতেছে। ঐ দেখ, বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত হইয়া যেন জগৎস্রষ্টাকে নমস্কার করিতেছে। ঐ যে বৃক্ষশাখায় কোকিলাদি বিহঙ্গমেরা সুললিত গান করিতেছে। ঐ দেখ, ময়ূর ময়ূরীগণ পুচ্ছ হেলাইয়া কি সুন্দর নৃত্য করিতেছে। দূর হইতে বার-ম্বার চাতকগণের কণ্ঠরব শুনা যাইতেছে। সখে! এই সকল দেখে আমার বোধ হইতেছে যেন, ঋতুরাজ ত্রৈলোক্য বিজয় বাসনায় বন-মধ্যে আগমন করিয়া প্রভাব বৃদ্ধি করার নানা উপায় করিতেছেন।

বিজয়। (মন্মোহনের হস্ত ধরিয়া চতুর্দ্দিক দর্শন করিতে করিতে) আহা! আজি কতই আশ্চর্য্য দেখিলাম। পরাৎপরা দৈবতা কি, নির্জ্জন প্রদেশ দেখে এমন মনোরম্য বস্তু সমুদায়ের সৃজন করেছেন। (ইতস্ততঃ ভ্রমণ)

মন্মো। যেমন কোন গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠ না করে, একটা অংশ দেখিয়াই তাহার মর্ম্ম ও রস অনুভব করা কঠিন, সেইরূপ এই বনের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ না করিলে, কোথায় কি আশ্চর্য্য আছে দেখিতে পাইব না।

বিজয়। তার সন্দেহ কি, সম্পূর্ণ না দেখে কোন্‌ রসিক, সুন্দরী রমণীর কোমল বদনের একাংশ দেখে সুখী হয় ?

মন্মো। তবে না বলিলে যে, সুন্দরীর বদনের গুণ জান না।

বিজয়। যথার্থই জানিনা, যা বল্লেম ইহাও তোমারি মুখে শুনেছি।

মন্মো। (ঈষৎ হাস্যে) যাহোক্। (অন্য দিকে) যুবরাজ! ঐ দক্ষিণে দেখ, ঐ যে সারস, রাজহংস, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষীর কলরব শুনা যায়, ঐ দিকে নয়ন নিক্ষেপ কর।

বিজয়। দিব্য এক সরোবর যে! চল নিকটে যাই। (গমন করিতে করিতে) সখে! এ তো সরোবর নয়, এ যে পদ্মবন দেখিতেছি। আহা! রক্ত, নীল ও শ্বেত বর্ণের উৎপল সকল এরূপ ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, কৃষকেরা বহু পরিশ্রমে কর্দ্দম-ভূমিতে ধান্য রোপণ করিলে, ঐ ধান্যের বৃক্ষ সকল যৌবনাবস্থায় যেমন দর্শকগণের নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করে, সেইরূপ ইহার রক্ষকও বহুতর আয়াস স্বীকার করে, ক্ষৌণিজন্ম পদ্মবন প্রস্তুত করিয়াছে। (স্বগত) আহা! কমলিনী দর্শনে কমলমুখীরে স্মরণ হলো। হায়! বিরহ কি বিষম! ক্ষণেকেই আমাকে ব্যাকুলিত করে তুলিল।

মন্মো। (স্বগত) পদ্মবন দেখে প্রিয় বয়স্যের মুখ-পদ্ম ওরূপ হলো কেন? বোধ হয় যেন, চিন্তা সাগরে নিমগ্ন; সহসা এমন চিন্তাই বা কি উপস্থিত হলো। যাহোক, বয়স্যকে এখান হতে অন্য দিকে লয়ে যাই, তা হলে মনের ভাব জান্‌তে পার্‌ব। (প্রকাশ্যে) বয়স্য! এই দিকে চল. এক স্থান অধিক ক্ষণ আর ভাল লাগে না।

বিজয়। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) চল যাই, এই পূর্ব্ব দিক্ দিয়া পূর্ব্ব-উত্তরাংশে গমন করি।

মন্মো। (গমন করিতে করিতে) প্রিয় বয়স্য! দেখ দেখ পূর্ব্বদিকে কেমন শোভা-সম্পন্ন একটী ধবল পর্ব্বত দেখা যাইতেছে। উহার নিম্ন-ভাগ ধবল ও উপরি ভাগে নীল, লোহিত, ধূসর, হরিৎ ও সুবর্ণ বর্ণ পাঁচটী শিখর পরিশোভিত। শিখরে শিখরে এক একটী বিচিত্র পতাকা উড্ডীন হইয়া যেন আমাদিগের (অর্থাৎ দর্শকদিগের) চিত্তোল্লাস জন্মাইতেছে।

বিজয়। চিত্তের উল্লাস না হবে কেন? দেখ, আমরা বনের কত অংশ পরিভ্রমণ করে এলাম, একটী মনুষ্যের সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎ হলো না; তা এই স্থানে যখন পতাকা দেখা যাইতেছে, তখন অবশ্যই মনুষ্যের বসতি আছে। বয়স্য! ইহার তথ্যানুসন্ধান করিতে আমার কৌতুক জন্মিতেছে।

মন্মো। কৌতুক হইতেছে বটে, কিন্তু অদ্য বেলা অপরাহ্ণ হয়েছে, সুতরাং অন্য এক দিন এখানে এসে, এ সকল দেখা যাইবে। রাজপুত্র! ঘোটক দুটা কোথায়? অনুসন্ধান করা উচিত হইতেছে।

বিজয়। চল, এই অশোক বৃক্ষ সকল বামে রেখে পশ্চিম মুখে গমন করি। (স্বগত) হে অশোক বৃক্ষ! আমি তোমার নাম সশোক রাখিলাম, কারণ, আমি তোমাকে দেখে প্রিয়াশোক সম্বরণে অসমর্থ হয়েছি।

মন্মো। প্রিয়সখে! দেখ, কেমন মনোহর লতা-মণ্ডপ।

বিজয়। দেখিতেছি সখে দেখিতেছি। যেমন মহাশ্বেতা-হীন লতা-মণ্ডপ দেখিয়া বৈশম্পায়ন ক্ষণেক কাল স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, আমিও শূন্য লতামণ্ডপ দেখে এখন সেইরূপ অসুখী হইতেছি।

মন্মো। (সহাস্যে) বয়স্য! তোমার মহাশ্বেতা কে?

বিজয়। (সলাজে, স্বগত) আমি যে একেবারে চঞ্চল হয়ে উঠিলাম। (প্রকাশ্যে, সহাস্যে) সে একজন দেবতা।

মন্মো। আমি বলি অপদেবতা বুঝি!।

বিজয়। বড় মিথ্যা নয়।

মন্মো। তবে যে বল্যে, কামিনীগণের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করে কোন দিনই আনন্দানুভব করি নাই।

বিজয়। পরের রমণীর বদন-কান্তি দেখে যে সুখানুভব করা, ইহা আমার জ্ঞান-গোচরে ত হয় নাই।

মন্মো। তবে অজ্ঞানকৃত হয়ে থাকবে। (ঈষৎ হাস্য)

বিজয়। সখে! আজ তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই এ সকল বাক্য ব্যয় করেছি, তা বুঝ্‌লাম যে কন্টকের অগ্রভাগ স্বাভাবিকই সূক্ষ্ম হইয়া থাকে।

মন্মো। (স্বগত) প্রিয় বয়স্য এখনও কথাটা চেপে গেলেন। আমি ইহাঁর মনের কথা জান্‌বার জন্যই ছল করে এরূপ হারিণ স্বীকারে প্রবৃত্ত করেছি, তা এ পর্য্যন্তও বয়স্যের চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ অবগত হইবার প্রকৃত অবসর পেলেম না। (প্রকাশ্যে) সখে! যদি এই লতাবিতান দর্শনে অন্তঃকরণ প্রফুল্লিত না হয়, তবে চল, কামিনীগণের সুকোমল সুস্নিগ্ধ অঙ্গ স্বরূপ ঐ হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাদলক্ষেত্রে গমন করি।

বিজয়। চল, (গমন করিতে করিতে) তবে সেই কামিনীগণের সুস্নিগ্ধ অঙ্গেই বিশ্রাম লাভ করি।

মন্মো। (সহাস্যে) আজ যে বড়, কামিনীর বাধিত হয়েছ?

বিজয়। কেন তুমি কি নও?।

মন্মো। আমি যদি একবার রমণীদিগের মায়াজাল অবগত হতাম, তাহলে কি আর তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তাম, তোমার আকার ইঙ্গিত দেখেই ভাব পরীক্ষা কর্‌তে পার্‌তাম।

বিজয়। (স্বগত) বয়স্য আমার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ অবগত হইতে তৎপর হয়েছেন, তা পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছি। (প্রকাশ্যে) যাহোক্, এ কথা আমি অন্য কাহাকেও বলি নাই, তুমি আমার প্রাণতুল্য। সখে! একথা তুমিই জানিতে পারিবে, কিন্তু এখন নয়। (বয়স্যের হস্ত ধরিয়া গমন)

মন্মো। (গমন করিতে করিতে) হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাদল-ক্ষেত্রের এই উত্তর সীমা, ইহার উত্তরে ঐ কেতকী-বন, কেতকী-বনের পশ্চিম পার্শ্বে কুমুদ-সরোবর, তাহার উত্তর ও দক্ষিণ তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকল নানা বর্ণের পুষ্পে ভূষিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ দেখ, সরো-

বরের পশ্চিম তীরে ফলবান বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত হইয়াছে। ঐ স্থানেই আমরা ফল ভক্ষণ ও জল পান করিয়া শ্রান্তিদূর করিয়াছিলাম।

বিজয়। হাঁ, এই তো সেই এক সময়ের পরিচিত স্থানে পুনঃ আগমন করিলাম, ইহার ঈশান কোণে খর্জ্জূর বন। আমরা যে মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হয়ে এই স্থানে এসেছি, সে মৃগশাবকটী ঐ খর্জ্জূর বনেই আমাদের নয়ন-পথের দূরে গমন করিয়া লুক্কায়িত হইয়াছিল। আমাদের ঘোটক দুটী এই স্থানেই জল পান করিয়া বনের নবীন তৃণ ভক্ষণ কর্‌তেছিল।

মন্মো। নবীন তৃণের অন্বেষণে ঘোটক দুটী এই দক্ষিণ দিকেই গিয়াছে, এই দেখ তাহাদিগের পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে।

বিজয়। চল, তাহাদিগের অনুসন্ধানে যাই। (উভয়ের গমন)

মন্মো। বয়স্য! ঐ দেখ সূর্য্যমুখী পুষ্প সকল কেমন অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করেছে। সমস্ত দিন আবশ্যকীয় কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করে এখন বিশ্রামার্থে, অথবা ঈশ্বরনিয়োজিত কার্য্যে বদলী হইয়াই যেন দিনমণি অস্তাচল-শিখর অবলম্বন করিতেছেন। প্রিয়তমের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতেই যেন সূর্য্যমুখী ম্লানবদনে তাঁহাকে প্রণাম কচ্ছে, অথবা দুঃখসন্তপ্ত-মনে অধোবদনে রোদন কচ্ছে।

বিজয়। এ সকল দেখিয়া আমারও অন্তঃকরণ সন্তপ্ত হইয়া উঠিল।

মন্মো। (সবিস্ময়ে) সূর্য্যমুখীর মত তোমারও বিচ্ছেদ সম্ভাবনা আছে না কি ?

বিজয়। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সকলি সময়ের গুণ।

মন্মো। (স্বগত) বোধ হয় আমার কথায় বয়স্যের কিছু বিরক্তি জন্মিল। যাহোক, এখন এরূপ প্রকাশ্য ব্যজ্য পরিত্যাগ করে, কৌশল পূর্ব্বক কথা বলি। (প্রকাশ্যে) বয়স্য! এখন যাই কোথায় ?

বিজয়। আমার মন নিতান্ত অধীর, এখন তুমি যেখানে যাইবে আমিও সেই খানেই যাইব।

মন্মো। বয়স্য! আমি তোমার মুখে এরূপ কাতরোক্তি কোনদিনই শুনি নাই, কিন্তু আজ তোমার এরূপ অবস্থা দেখে আমার বড় বিষাদ জন্মিতেছে।

বিজয়। চল বয়স্য! আমরা হর্ষ-বিষাদে এখন এস্থান পরিত্যাগ করি।

মন্মো। তাই হোক্, যদি স্থান পরিত্যাগ কল্লে মনের উল্লাস জন্মে, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিজয়। স্থানের দোষ কি? দেখ, কতশত সুখাসীন ব্যক্তি যেরূপ স্থান কামনা করেও প্রাপ্ত হন না, আমরা এমন স্থান অনায়াসে পরিত্যাগ করি—(অর্দ্ধোক্তি)

মন্মো। (সব্যস্তে) যুবরাজ! ঐ দেখ আমাদের ঘোটক দুটী আসিতেছে। বোধ হয়, উহারা জল পান করিবেক।

বিজয়। তাইত! ঐ দেখ উহারা আমাদিগকে অতিক্রম করে ঐ প্রস্রবণাভিমুখে গমন করিতেছে।

মন্মো। আহা! এ বনটী যেন কোন রাজার ক্রীড়া-কানন ছিল। সখে! দেখ দেখ, ঐ জলপ্রণালী দ্বারায় জল এসে একবার ঐ কূপমধ্যে গমন করিতেছে, পুনরায় ঐ জল পিত্তল-নির্ম্মিত মনুষ্য-মূর্ত্তির গ্রীবাদেশ ভেদ করে উর্দ্ধে উত্থিত হয়ে, বৃষ্টিধারার ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়িতেছে।

বিজয়। আহা! অতি মনোহর।

মন্মো। কুঞ্জ-কক্ষে একটী কামিনী না থাকায় এই স্থানটা ততদূর মনোহর হয় নাই।

বিজয়। তা যদি আমার সেই কামিনী উপস্থিত থাক্‌তো তবে চক্ষের সার্থকতা হতো।

মন্মো। সখে! তোমার কামিনী কে?

বিজয়। তুমিই তো বলেছ “অপদেবতা”।

মন্মো। আর কেন গোপন কচ্ছো? প্রিয়সখে! পাছে আমার দ্বারায় তোমার মনে কোনরূপ অসন্তোষ জন্মে, আমি এই ভয়েই এতক্ষণ তোমার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করি নাই।

বিজয়। সখে! তুমি ও আমি, আমরা উভয়ে অভিন্নাত্মা, কেবল কায় মাত্রই আমাদের বিভিন্ন। বয়স্য তোমার নিকটে গোপনীয় কথা ব্যক্ত করিতে আমি কখনই সঙ্কোচ করি না, তবে এই কথাটী যে এতক্ষণ তোমাকে বলি নাই ইহার কোন কারণ আছে।

মন্মো। যে কারণই থাকুক, সুখেরি হউক বা দুঃখেরি হউক, প্রিয় বয়স্যের নিকট ক্ষণকালের নিমিত্তও কোন কথা গোপন করা উচিত নহে। যা হোক প্রিয়সখে! বল তুমি এত চিন্তিত হয়েছ কেন?

বিজয়। একটী স্বপ্ন দেখে।

মন্মো। সে কি ভাই! সুমেরু-শিখর কি প্রবল পবনবেগে কম্পিত হন? স্বপ্ন দেখে তোমার চিত্তচাঞ্চল্য! এ তো অতি আশ্চর্য্য।

বিজয়। স্বপ্নটীও অতি আশ্চর্য্য; শুন্‌লে চমৎকার জ্ঞান কর্‌বে। সখে!

যামিনীর শেষে অদ্য স্বপ্নাগত যদা,
কি আশ্চর্য্য প্রিয়সখে! হেরিলাম, নারি
বর্ণাইতে তাহা। হেরেছি শরদে শশি,
জলদে ঝলকে ঝলে কাদম্বিনী মালা।
সূক্ষ্ম দৃষ্টে দেখ, বিমল অম্বর পথে,
পৌর্ণমাসী শুভ্রাংশুর সুখদ মূরতি,
কলঙ্ক মলিন চিহ্ন হবে বিলোকন।

কিম্বা জলদ-মণ্ডলে, চপলা প্রকাশি—
অমনি ঝলিলে নিশি—দিশি ভ্রমে মতি।
অতি তীক্ষ্ণ বিদ্যুদ্রূপ অথবা চঞ্চলা,
তাই বা কিরূপে, সেরূপ-সদৃশী বলিব ?।
বদন—কোমল-কান্তি, অতি মনোহর।
যথা গুঞ্জা-ফল, শোভা পায় বর্ণদ্বয়ে,
তদ্রূপ শিরেতে মসীবর্ণ কেশ-জালে,—
ঈষৎ কুঞ্চিত সূক্ষ্ম বিনাইত বেণী,
তায় কত আভরণে করেছে উজ্জ্বল।
ললাট ফলকে অলকা রঞ্জিত, আঁখি
অঞ্জিত, যেমতি ইন্দীবর-দল-প্রভা।
সহসা দেখিলে সেই নয়ন ভঙ্গিমা,
পুষ্পময় শরে, করে সহসা পীড়িত।
তদুপরে কত যে শোভিছে, ভ্রূ যুগল।
আহা! কত বিভূষণে শ্রুতিযুগ শোভে।
হইলাম আহ্লাদিত দন্ত-পাঁক্তি হেরি,
অতিশোভাশালী যথা, মুক্তাহার গাঁথা।
কমনীয় কান্তি, রক্ত সরসিজ দলে,—
কিম্বা যথা রক্তবর্ণ পক্ক বিম্ববরে,—
মৃদু হাসনীর তথা অধরোষ্ঠ শোভা।
তরুণ, কঠিন অতি উচ্চ কুচযুগ,
দাড়িম্ব কদম্ব যথা সরসিজ কলি।
দরশনে মোহে অটল-মতি যোগী।
সরল মৃণাল-লতা জিনি বাহু-লতা।

"মধ্যদেশ ক্ষীণ যথা করি-অরি মধ্য,"
এ তুলনা ভ্রমময় নহে সুসদৃশ।
"রম্ভা তরু সম উরু" প্রায় তুল্য বটে,
কিন্তু তত স্থূল, ইহা সম্ভবিবে কেন?
হস্ত-পদতল যথা শতদল শোভা,—
সরসী অঙ্গেতে সদা হয়েছে উজ্জ্বল।
চম্পক কলিকা প্রায়, শোভিছে অঙ্গুলি।
আহা! কত যে ভূষণে, কত যে শোভায়,
সজ্জিত সে অঙ্গ আর কত রূপ রাশি!
কেমনে হে বন্ধুবর বাক্যেতে বর্ণিব,
কিন্তু আমি কহিবারে পারি মনে মনে।
প্রিয়সখে! মন-তুলি, নয়ন-রঙ্গেতে,—
যত্নে চিত্ত-চিত্রপটে করিলে অঙ্কন;
প্রকাশের যদি থাকে উপায় কিঞ্চিৎ,
সে ছবির রবি তবে পারি প্রকাশিতে।
যূথনাথ গতি কি এ তুলনার স্থান?
কলহংস গমনে কি মধুরতা আছে?
বল বল সখে! পরকীয়া রমণীর
মিলন আশয়ে যবে, নিদেশিত স্থানে
লম্পট দুর্ম্মতি বসি গণয়ে সঙ্কট;
মনোহরা চিত্তভ্রমা সহসা উদিলে,—
প্রেমিক নয়নে—(ভেবে দেখ প্রিয়তম!)
—সে পদ-বিক্ষেপে, কত মন হরে। হায়!
তেমতি রে! সেই অলোক-সামান্যা ধনী,

আগমিল পদে পদে হরি মম চিত।
হাসিল ঈষৎ—বসিল নিকটে, পুনঃ
ধীরে ধীরে কহে নাথ ! তব দাসী আমি।
লাজে বিসর্জ্জিয়া এসেছি নিকটে তব।
যদি পুরাতে বাসনা, হও সবাসনা,
যাও শালিনী নগরে, হবে সিদ্ধ কাম।
আমি কুমারী কুমারী ভূপাল-কুমারী।
কোকিলের রব, বীণা বেণু ধ্বনি,
রসহীন হলো বোধ সে বাক্য শ্রবণে।
অকস্মাৎ নব রস উদয়িল মনে,
ইচ্ছা হলো ছবি হেরি অসংখ্য লোচনে।
উৎসাহ প্রবল কর বাড়াই হরিবে।
ধরিবার আশে নব প্রমদার কর।
অসীম-সম্পত্তি ক্ষিতি-আধিপত্য সুখ,
তুচ্ছ জ্ঞান হলো ধরি কর যুবতীর ;—
অমনি চুমিলাম সে অধর, অধীরে।
দেখিতে দেখিতে ধনী হল অদর্শন,—
গন্ধর্ব্ব-নগর যথা কিম্বা ভোজ-বাজী।
হায় ! হায় ! জীবনেতে হয়ে মৃতবৎ,
নিদ্রা ভঙ্গ হল মম অসুখ শরীরে !
হইলাম জ্ঞান হারা উন্মাদের প্রায়।
সে চন্দ্র-আননী বিনা রক্ষিবে কে প্রাণ ?।
শোণিত পুরেতে, দৈত্যরাজ-বালা উষা,
ক্ষপা কোলে নিদ্রা যোগে লভিল যাদব—

অনিরুদ্ধে যথা ; সহসা সুষুপ্তি ভঙ্গে,
হইয়া অধীরা বালা, পাগলিনী মত—
কত আক্ষেপিল, স্মরিল্লে বিদরে হৃদি।
(যথা দীন হীনে, নিধি পেয়ে হারাইলে)
বিরহ-বিধুরা বামা, কান্দিল নীরবে।
দুর্য্যোধন-কারারুদ্ধে যথা শাম্ব বীর,
লক্ষ্মণা বিরহানলে শরীর বিকল।
তাদৃশ বিচ্ছেদানলে, দগ্ধ হই আমি।
সেই আস্য সেই হাস্য সুমিষ্ট বচন,
আর সেই নয়ন-ভঙ্গিমা, মনোহর,—
সতত অন্তরে মম হইছে উদয়।
প্রিয় সখে! প্রাণ যায় সে ধনী বিহনে।

মন্মো। স্বপ্নটী অতি চমৎকার বটে, কিন্তু বয়স্য! একটী কামিনীর নিমিত্ত এত ব্যাকুল হওয়া কি আপনার কর্ত্তব্য ?

বিজয়। সখে! তুমি জান না, কন্দর্প-শর যার অন্তরে বিদ্ধ হয়েছে, সেই ইহার শক্তি অনুভব করিতে সমর্থ ; কাম-শরাহত ব্যক্তির হিতাহিত বিবেচনা থাকে না। বয়স্য! তুমি এ বেদনা জাননা বলেই, সুখে উপদেশ দিতেছ। যাহোক ভাই! আমি সেই কামিনীকে কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারি না, অপরন্তু তাহার অদর্শনে দশ দিক্ শূন্যময় দেখিতেছি।

মন্মো। বয়স্য! তুমি অতি বুদ্ধি-বিশারদ, ও ধীরপ্রকৃতি, একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করে দেখ যে, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল, সত্য কি অলীক।

বিজয়। সত্য। যদিচ স্বপ্নীয় বস্তু সমুদায় প্রাকৃত পদার্থের অনুরূপ দৃষ্ট হয়, তথাচ সকলই অলীক বটে ; আমিও মনকে ইহাই প্রবোধ প্রদান করি।

মন্মো। হাঁ, মনকে ইহাই প্রবোধ দিয়া চিন্তা পরিত্যাগ কর। সখে! ঐ দেখ, দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ন গত, ও সন্ধ্যার আগমনে সূর্য্যদেব কিরণ-জাল প্রশমিত করে অস্তাচল-শিখর অবলম্বন কল্লেন। অন্ধকার আগত দর্শনে বিহঙ্গমেরা কলরব করিতে করিতে আপন আপন বাসায় গমন কর্‌ছে; ঐ দেখ নবোদিত চন্দ্রের আলোকে, কি নভোমণ্ডল, কি পৃথিবী, কি বৃক্ষ লতাদি; নব-রূপ-যৌবন-সম্পন্না ললনার ন্যায়, চক্ষের প্রীতিজনক শোভা ধারণ করেছে।

বিজয়। (উপবেশনপূর্ব্বক) আহা! সুশীতল সন্ধ্যা-সমীরণ গাত্রে লাগিয়া পরম আরাম বোধ হইতেছে।

মন্মো। (উপবেশনান্তে) স্নিগ্ধ বায়ুতে বোধ হইতেছে যেন নীরে অবগাহন করিলাম।

বিজয়। (অনন্যমনা হইয়া সবিস্ময়ে, আকাশে কর্ণ দিয়া) সখে! এমন সুন্দর বিপিনে মুনিদিগের সন্ধ্যা-বন্দনাদি তো কিছুই শুনিতে পাই না? সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হলো; কৈ, মুনিগণের বেদধ্বনি ত শুনা যায় না?

মন্মো। তাই ত! এ যে, ঋষিদিগের আশ্রম স্থান ছিল; ইহা বিলক্ষণ অনুমান হচ্ছে। ঐ যে, কোন কোন স্থানে বেদি, কোন কোন স্থানে যজ্ঞীয় ভস্ম ও কোন কোন স্থানে ভগ্ন পর্ণকুটীর সকল দেখা যাচ্ছে; বোধ হয়, এস্থান পূর্ব্বে ঋষিদিগের আশ্রম ছিল, এখন নাই।

বিজয়। হবে, তার আশ্চর্য্য কি, কিন্তু বোধ হয় যে, কোনরূপ একটী ঘটনা ব্যতীত, মুনিগণেরা এমন সুরম্য কানন পরিত্যাগ করেন নাই।

মন্মো। ঘটনাও অন্যপ্রকার নহে, কোনরূপ ভয়ানক ঘটনাতেই এস্থানের এমন অবস্থা হয়েছে সন্দেহ নাই।

বিজয়। সে যা হোক্ সখে! এখন একটী যুক্তি স্থির কর। একে এই জনশূন্য অরণ্য, তাহাতে আবার রজনী আগত; সুতরাং

যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে এই রাত্রি-কালটা উত্তীর্ণ হতে পারি এমন একটী উপায় অবলম্বন করা আমাদের উচিত হইতেছে।

মন্ত্রো। হাঁ সত্য, আমরা কোন দিনই ঈদৃশ স্থানে যামিনী যাপন করি নাই, তা সে জন্যে চিন্তা কি? হস্তে ধনুর্ব্বাণ থাকতে কোন হিংস্র জন্তুকেই ভয় করি না; বিশেষতঃ চন্দ্রালোকে দিক্ সকল উল্লাসিত হয়েছে। অতএব এস আমরা কিয়ৎকাল পরম পিতা পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই।

বিজয়। (স্বগত) বয়স্যের সাহস দেখে ত সন্তোষ হলেম। (প্রকাশ্যে) বেস যুক্তি করেছ।

(মনোনিবেশ পূর্ব্বক উভয়ে ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত)

নেপথ্যে। মহাশয়! একবার দেখুন, পাদচারী কতকগুলী মনুষ্য গমন করিতেছে, উহাদের সকলের হস্তে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র, দীপের আলোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। একি কোন রাজসৈন্য, শত্রুপক্ষীয় দেশ আক্রমণ করিতে, এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিতেছে? উহারা এত সাবধানে চলিতেছে কেন?। না, রাজসৈন্য হইলে উহাদিগের অশ্ব ও গজ সৈন্য থাকিত, আর তাহারা এরূপ কালীসাধন ও অলীসাধনই বা করিবে কেন? বোধ হয় ইহারা দস্যুই হবে। ঐ যে সারি সারি মশাল জ্বালিয়াছে। আরও দেখুন, উহারা সকলে ইতর লোকও নয়, দিব্য দিব্য ভদ্র লোকের মত দেখা যায়। যদি বলেন ভদ্র লোকে এমন গর্হিত কাজ করে না। পরের অর্থের কাছে কি আবার ইতর বিশেষ আছে? স্বোদর পূরণ যে একপ্রকার স্বর্গ সুখ। দিবসে যাহারা বাবুর বেটা বাবু, পায়ের উপর পা দিয়া শত শত বার সেলাম নিচ্ছেন, তাঁহারাও যো পেলে এ কার্য্যকে গর্হিত বিবেচনা করেন না। (দেখিলে পরের ধন, কেমন যে করে মন।) পরের ধনে রাত আর দিন বিচার নাই, সুযোগ হইলেই সর্ব্বগ্রাস হইয়া থাকে। এমন মনুষ্য অতি বিরল, যে পরের অর্থ

দেখিয়া রাহু হইতে ইচ্ছা না করেন। পরের অর্থ, আর পরের রমণী, ইহা দেখিলে সাধু, অসাধুর ন্যায়, ইন্দ্রিয়-জিত, কামাকুলিতের ন্যায়, দূরদর্শি, অদূরদর্শির ন্যায়, ও বৃদ্ধ, তরুণের ন্যায়, ব্যবহার করিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য! মহাশয়! পরবধূর রূপ লাবণ্য কি এত মধুর? পরের নিকটেও যে তাদের স্ত্রী পরবধূ রূপে গণনীয়া, ইহা বুঝি তারা জানে না? আ মরণ! এমন গর্হিত কার্য্যেও যদি ঘৃণা না জন্মে, ধর্ম্মভয় যদি দোষকার্য্যানুষ্ঠানের বাধকতা না জন্মায়, তবে যে লোকে ধনে, মানে, কুলে, শীলে, প্রতারিত হইবে তাহার সন্দেহ কি?।

পুন র্নেপথ্যে। (অন্য দিকে) ওহে! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

বিজয়। (সচকিতে) বয়স্য! ও কি?

পুনর্নেপথ্যে। প্রাণ যায়? রক্ষা কর! উঃ কি যাতনা!; তোমার পায়ে ধরি; রক্ষা কর, আর সহ্য হয় না।

বিজয়। (সতেজে) এ কি? কোন্ দুরাত্মা এমন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছে? সখে! এমন আর্ত্ত রবে আমি আর নিরস্ত থাকিতে পারি না; দেখি কোন্ পাপাত্মার শমন নিকটে আগমন করেছে।

মন্ত্রী। শীঘ্র চল, শীঘ্র চল, দুষ্ট দুরাচারের সমুচিত প্রতিফল দিতে হইবে।

উভয়ের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(মেঘমালার শয়ন-মন্দির)

মেঘ। (শয়ন করতঃ নেপথ্যে কর্ণ দিয়া, মনে মনে) এই মাত্র একবার দুয়োর খোলার শব্দ হলো, আর যে কিছুই শুনিতে পাই না। এ বাড়ীতে আমি ভিন্ন দ্বিতীয় লোক নাই, আমার সখীও আজ কয়েক

দিন অবধি মুনিপত্নীগণের নিকটে গিয়াছেন। তবে দ্বারোৎঘাটনের শব্দ হলো কেন! (চতুর্দ্দিক দেখিয়া) আ! সকল দীপগুলিই, যে নির্ব্বাণ হয়েছে; কি করি, তবে কি একবার চারিদিক্ দেখে আসব? (চক্ষে নিদ্রাকর্ষণ; মনে মনে) আমার বোধ হয় ও, শব্দ ভ্রম বশতই শুনে থাকব, যাহোক্। (পুনর্ব্বার দ্বারোৎঘাটনের শব্দ) এই তো, কে যেন ধীরে ধীরে দুয়োর খুল্‌ছে; যাই একবার দেখে আসি। অলসেই দুঃখ ঘটে; (নিঃশব্দে প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ) না, কিছুই তো ঠিক্ ঠাক্ পেলেম না। (শয্যাতে শয়ন করিয়া, মনে মনে) আহা! পতি বিনা যে অবস্থান করা, ইহা নিতান্ত পাপের ফল সন্দেহ নাই; কেননা রমণীদিগের অন্যান্য সকল যন্ত্রণাই সহ্য হয়, কিন্তু পতি-বিচ্ছেদ যাতনা এক দণ্ডও সহ্য হয় না। দম্পতীর মধ্যে স্ত্রীই অপেক্ষাকৃত স্পর্শসুখাভিলাষী; সুতরাং রমণী মাত্রেই, সতত পুরুষ-সহবাস ইচ্ছা করে। পতি যার নিকটে থাকে; সে, কি তরুগহনে, কি লতাকুঞ্জে, কি পর্ণকুটীরে, কি দ্বীপান্তরে, কি নির্ঝর-বারি সম্পন্ন শৈল প্রদেশে, সকল স্থানেই পরমসুখে কালযাপন করিতে পারে। আর, আমি যে রাজোপভোগে এই অট্টালিকায় বাস কচ্ছি, খাদ্য ও আভরণের অভাব নাই; তথাপি এক মাত্র পতি ভিন্ন কিছু-তেই আমার সুখ হচ্ছে না। আমার সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন সূচি দ্বারায় বিদ্ধ হচ্ছে। অহরহঃ কান্তের নিমিত্ত প্রাণ কান্‌ছে। (নেপথ্যে মনুষ্যের পদশব্দ) এ, আবার কি! অলক্ষ্য ভাবে কে আমার গৃহে প্রবেশ কল্লে। এ যে মনুষ্যের পদ শব্দ, তার ভুল নাই; হয় দস্যু, আর নয় লম্পট; যেই হোক্, আর যে দুরভিসন্ধিতেই আসুক্, আমি একবার দেখে আসি। (এক খানা অস্ত্র হস্তে করিয়া ধীরে ধীরে গমন ও পুনঃ প্রবেশ) দুশ্চিন্তাই এ ভ্রমের কারণ। (শয়ন করিয়া) কান্তের নিকটে গমন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হচ্ছে। কিন্তু আমার কি দুরদৃষ্ট; পতি কে, কি নাম, কোথায় ধাম, ও তাঁহার

রূপখানি কেমন, ইহা কিছুই আমার স্মরণ হয় না ; অধিক কি, আমার বিবাহ হয়েছে কি না, ও পিতা মাতাই বা কোথায় আছেন, তাও জানি না ; কিন্তু বিবাহের চিহ্ন সকলও অঙ্গে আছে ; তবে কি আমি বিধবা হয়েছি ! না, তাও নয়, ওকথায় যে আমার অন্তরে (দ্বারোদ্ঘাটন শব্দ) আমি গৃহের দুয়ার বন্ধ করি নাই ; বোধ হয়, কে যেন আমার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ কল্লে। (একখানা অস্ত্র লইয়া নিঃশব্দে গমন ও চতুর্দ্দিক্ দর্শন) কই কিছুই তো দেখি না। আমার কি এতই ভ্রান্তি হলো। (নেপথ্যে কর্ণ দিয়া) কই কিসের শব্দ হলো ! একে এই নিশীথ সময়, এই সময়ে জগতের জীব মাত্রেই শ্রমাপনোদনের উপযুক্ত শয্যা গ্রহণ করিয়া বিশ্রামসুখে নিমগ্ন, সকলেই নিদ্রিত, কেহই আর জাগ্রত নাই, কেবল একমাত্র এই অভাগিনী মেঘমালাই জাগিয়া রহিয়াছে। (পুনর্নেপথ্যে কর্ণ দিয়া) এইত নিশীথ সময় প্রযুক্ত জগৎ গভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, ক্ষুদ্র২ কীটগণের রবে দশ দিক্ ঝিল্লী-রবময় হইতেছে, মনুষ্য পক্ষ্যাদির শব্দ মাত্রও নাই, ঐ যে নিশীর শিশিরবিন্দু সকল এক পত্র হতে অন্য পত্রে পড়িতেছে ; সেই শব্দ আর মধ্যে২ হিংস্র জন্তুগণের ভয়ানক চীৎকার ঐ শুনা যাইতেছে। ইহা ভিন্ন নূতন কিছুই তো শুনি না, তবে ও কিসের শব্দ হলো ! (চিন্তা করিয়া) ভ্রমই ইহার কারণ। (পুনঃচিন্তা) ছাতের কবাট বন্ধ আছে কি না দেখে আসি। (ছাতে গমন) এই যে, ছাতের কবাটও বন্ধ ছিল, তবে কি ভ্রম, মনোভ্রম, ভ্রমের কি এমনি মোহিনী শক্তি ! (অস্ত্রখানি বামহস্তে, অঙ্গ কিঞ্চিৎ হেলাইয়া, ছাতের আলিসা আশ্রয় করতঃ চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া)

রাগিণী বসন্ত বাহার,—তাল খেমটা।

ভ্রমের এম্নি কার্য্য বটে, এম্নি মহত্ত্ব।
ক্ষণেকে ভুলায় যোগী, জ্ঞানী হয় উন্মত্ত॥

ভ্রমে সতী ত্যজি পতি, যবে ভজে উপপতি,
পতিস্নেহ পতিভক্তি করে বিসর্জ্জন;
ভাবে উপপতির কিসে যোগাইব মন,
জানে না যে স্বর্ণ ছাড়ি, ভস্মে হচ্ছি অনুরক্ত॥

আমি আর স্থির হতে পারিনে, আমার মন চিন্তায় কলুষিত হলো। আর চিন্তা করেই বা কি করি, বিধি-লিপি কে খণ্ডাবে।

(নেপথ্যে মনুষ্যের পদশব্দ)

মেঘ। আমি মনে করি যে, আর চিন্তা কর্‌বো না, চিন্তাতেই আমার এ ভ্রম জন্মেছে। তা চিন্তা যে আমাকে পরিত্যাগ করে না। আমি যার জন্যে, আর কার জন্যে—প্রাণনাথের জন্যে। কি জন্যে তা কে জানে। কেন এমন হলো, কেমন করে বল্‌বো। আমার মন কেন এমন হলো।

রাগিণী ললিত,—তাল আড়া।

অকস্মাৎ কেন আমার, মন এমন হইল।
চিন্তাতাপে তাপিতাঙ্গ, ক্রমে সে তাপ বাড়িল॥
ধাতুখণ্ড শূন্য পানে, ক্ষিতি আকর্ষণে টানে,
সেইরূপ মম মন, সহসা কে আকর্ষিল॥

(নেপথ্যে দ্বারোদ্‌ঘাটনের সহিত গীত)।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

ভাবনা কি বিধুমুখি, আর তব চিন্তা নাই।
চিন্তা নিবারিব আজি, এসেছি দেখ সবাই॥
রূপসি তোমারি তরে, যে কষ্ট স্বীকার করে,
এসেছি তব মন্দিরে, কেমনে বর্ণিব তাই॥

বহু দিন আছে মনে, বিলাসিব তোমা সনে,
বিলাসিনি! প্রীতমনে, ভজ আমা সবে।
নতুবা হইবা নষ্ট, পাইবা বিষম কষ্ট,
সুন্দরি হয়োনা রুষ্ট, এই ভিক্ষা চাই॥

মেঘ। ও কি! (দেখিয়া সশঙ্কিত, মনেমনে) কেমন করে এরা আজ আমার ছাদে এল! সর্ব্বনাশ হয়েছে, এত দিন প্রতারণা করে রক্ষা পেয়েছি, কিন্তু আজ বুঝি আমার সতীত্ব-ধর্ম্ম আর রক্ষা পায় না। বড় বিপদ দেখ্‌ছি, এখন উপায় করি কি?

প্রথম লম্পট। সুন্দরি! নিস্তব্ধ হয়েছ যে? ভয় পেয়েছ? আমরা তোমাকে বধ কর্‌তে আসিনি। অর্থশঙ্কাও করো না, আমরা তোমার অর্থ হরণ কর্‌তে আসিনি। তুমি যে আমাদের মন হরণ করে এতদিন পর্য্যন্ত প্রতারণা কর্ল্লো, তাই আজ শোধ নিতে এসেছি।

দ্বি, ল। ধনি! তা কি তুমি জান না যে ঋণ কর্‌লেই পরিশোধ কর্‌তে হয়। তা আজ আমাদের মনের পরিবর্ত্তে তোমার—

তৃ, ল। তা নয়, আগে যৌবন পরে মন।

চ, ল। (হাসিতে২) দিলে হবে জ্বালাতন।

মেঘ। (স্বগত, চিন্তা করিয়া) এই এক উপায়।

(প্রকাশ্যে)

অনেকের সঙ্গে প্রেম,
সে কেবল মনোভ্রম,
একের সঙ্গেতে মন, মিলে বৈ মিলে না।
একের রাখিলে মন,
অন্য হয় জ্বালাতন,

(তাই বলি)

কেহ যেন অনেকের প্রেমেতে মজে না॥

প্র, ল। দেখ, অনেক বন্ধু যার আছে সে পরম সুখী।

প, ল। ভেবেছ বুঝি, একের সঙ্গে কর্‌বে প্রেম, আর কারো মন রাখ্‌বে না?

তৃ, ল। যা ভেবেছ মনে, তাতো হবে না হবে না।

চ, ল। আগে সুখ পাবে, শেষ রবে না রবে না।

অনেকের সঙ্গে প্রেম, যাতনা যাতনা॥

ষ, ল। আঃ, তুমি আবার ও কি বল্‌ছ হে! (মেঘমালার প্রতি) বিধুমুখি! এখন অভিপ্রায় কি?

স, ল। আজ্‌ কি আবার অভিপ্রায় নিতে হবে?

মেঘ। (অতি সশঙ্কিত মনে, মনে মনে) মনে যা ভেবেছিলাম, তার কিছুই হলো না। বিপদের সময় কি আর কোন উপায় মনে হয়। (অন্তর্গত রোদনের সহিত) অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগই এক মাত্র উপায়।

প্র, ল,। বিধুমুখি! আর চিন্তা কর কেন? আর রোদনই বা কর কেন? আপত্তি চল্‌বে না, যাতে হোক্‌, আজ্‌ তোমাকে সম্মত হতেই হবে।

অন্য দিকে। দেখ, তথাপি কথার উত্তর দিচ্ছে না।

তৃ, ল,। ধিক্‌ বোকা, মনের ভাব বুঝ্‌তে পাচ্ছনা। লম্পটের মুখ হাসালে? কথা কয় কি-না, এই দেখ।

(নেপথ্যে হুহুঙ্কার শব্দ)

সকলে। (সভয়ে) ও কি?

(ভয়ানক-কায় এক রাক্ষসের প্রবেশ ও সকলের পলায়ন)

রাক্ষস। (হাসিতে হাসিতে) কোথায় পালাও। (এই বলিয়া মেঘমালার দুই কর ধরিয়া, শূন্যমার্গে উত্তোলন করতঃ প্রস্থান)

(বাটীর বহির্দ্দিকে দস্যুগণের প্রবেশ)

প্রথম, দস্যু। কি হে! ওটা কিসের শব্দ হলো?

দ্বি, দ। বোধ হচ্ছে, এই বাটীরক্ষক আমাদের বিপক্ষতাচরণের জন্য গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে অস্ত্রালয়ে গমন কর্‌ছে।

তৃ, দ। ছোড় মৎ, উস্‌কা শির লাও।

সকলে। আগে ওকেই দমন করা যাক্।

(বেগে দস্যু সকলের প্রস্থান)

(ছাতে পুনঃ লম্পটগণের প্রবেশ)

প্র, ল। ওহে ভাই! সর্ব্বনাশ হলো। ঐ দেখ, উহারা ক্রোধান্ধ হয়ে, রাক্ষসকে আক্রমণ কর্‌তে গমন কচ্ছে।

দ্বি, ল। শীঘ্র চল, ওদের নিবারণ করা যাক্।

চ, ল। যম যাদের টেনেছে, তাদের কি নিবারণ কর্‌তে পার্‌বো! চল শীঘ্র চল, চেষ্টা করে দেখা যাক্।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিজয়কুমার ও মন্মোহনের প্রবেশ)

বিজয়। সখে! সংবাদ বল?।

মন্মো। রাক্ষস ভিন্ন আর সকলেই নিহত।

বিজয়। (সাহ্লাদে) এত শত্রু; তা, কিরূপে সংহার কর্‌লে?

মন্মো। এই যে মহিষ-মর্দ্দন খড়্গ দেখিতেছ, ইহার দ্বারাই আজ সকল শত্রুর শিরশ্ছেদন।

বিজয়। (আলিঙ্গন করিয়া) সাবাশ ভাই! বড় সন্তোষ হলেম। আজ তোমার দ্বারাই এ প্রদেশটা নিষ্কণ্টক হলো; পথিকেরা আজ অবধি স্বচ্ছন্দে এ পথে গমনাগমন কর্‌বে।

মন্মো। বয়স্য! আজ তুমিও অসম সাহস প্রকাশ করেছ।

বিজয়। মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করা আমাদের ক্ষত্রিয় জাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কিন্তু তুমি যে ব্রহ্মকুলে জাত হইয়া এতদূর সাহসের কার্য্য করিলে ইহাতেই আমি তোমাকে বারম্বার প্রশংসা করিতেছি।

মন্মো। তোমার সঙ্গে ছিলাম বলেই আমি এত সাহস প্রকাশ করেছি। সে যাহোক্ যুবরাজ! আজ তুমি বীরবংশের সমুচিত কার্য্য করেছ। সত্যই ভাই! তোমার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বল্‌ছি না। যে সময়ে তুমি রাক্ষসের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ কর্‌তেছিলে; আমি সেই সময়ে দস্যুগণকে সংহার করে তোমার দিকে আস্‌ছি; তাই দেখ্‌তে পেলাম, তোমার অস্ত্র-তেজে দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস যেন এক এক বার কাঁপ্‌তেছিল।

বিজয়। সে দুর্ম্মতি রাক্ষস এখন কোথায়?

মন্মো। কোন্ দিকে গেল, তা আমিও দেখ্‌তে পেলাম না। কিন্তু এই মাত্র জানি যে, যে সময়ে রাক্ষস তোমার শরে কম্পিত হতে লাগ্‌ল, কিন্তু একবারে বিক্রমহীন হলোনা; ইহা দেখে, আমি রাক্ষসকে মধ্যে রেখে, তোমার অপর দিক্ হতে তাকে বিদ্ধ করবার মানসে দৌড়িলাম।

বিজয়। তবে কি তুমিও তাকে আঘাত করেছ? ছি ছি বয়স্য! এমন অন্যায় যুদ্ধ কর্‌লে কেন?

মন্মো। না, আমি তো তাকে প্রহার করি নাই। আমি যখন সেই দিকে ধাবিত হই; তখনি তোমার বাণ-বেগে তাড়িত হয়ে সে রাক্ষস পলায়ন করেছে।

বিজয়। এই কারণেই মহর্ষিগণ এ বন পরিত্যাগ করেছেন।

মন্মো। তা তো বিলক্ষণই জানা গেল। কিন্তু বয়স্য! ঐ রাক্ষসটা নিহত না হওয়ায় এ জনস্থানটার ভালরূপ উপদ্রব শান্তি হলো না।

বিজয়। তা বটে (দূরে অবলোকন করিয়া) প্রিয়সখে! ঐ দেখ, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাচ্ছাদিত একটী নবীনা সুরূপা কামিনী আমাদের দিকে আগমন কচ্চে।

মন্মো। (সবিস্ময়ে) একে এই ভয়ঙ্কর বন, দ্বিতীয়তঃ নিশীথ সময়, তৃতীয়তঃ এই রণক্ষেত্র; এমন স্থানে যে রূপলাবণ্যবতী নবযুবতীর সঙ্ঘটন, ইহা কি তুমি ভাল বিবেচনা কচ্চো?

বিজয়। হাঁ, বিপদ হওয়ারি অধিকাংশ সম্ভাবনা বটে। কিন্তু ইহার তথ্য জানিতে আমার নিতান্ত কৌতুক জন্মিতেছে; অতএব কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করে পরে যা ভাল বিবেচনা হয়, করা যাবে।

(মেঘমালার প্রবেশ)

মেঘ। কুমারদ্বয়! তোমরা আমাকে রক্ষা করিলে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমাদের মঙ্গল হোক্।

বিজয়। দেবি! আপনি কে? কোথা হতেই বা আগমন কল্লেন?

মেঘ। যুবরাজ! আমার যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বর্ণনা করি শ্রবণ কর। আমি গন্ধর্ব্বপুত্রী। আমার পিতার নাম বীরসেন। তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত গন্ধর্ব্ব-গণের সাহায্যে অবনীর অতুল ঐশ্বর্য্য সমুদয় হস্তগত করিয়াছিলেন। এ অভাগিনী তাঁহারই একমাত্র কন্যা, আমার নাম মেঘমালা। আমি ভিন্ন পিতার দ্বিতীয় সন্তানাদি ছিল না। সুতরাং আমি পিতা মাতার নিতান্ত স্নেহপাত্রী ছিলাম। রাজকুমার! বিবেচনা করিয়া দেখুন, পিতার অতুল আদর প্রাপ্ত হইলে সন্তানেরা কেমন অহঙ্কারী হইয়া উঠে, দর্পে ত্রিলোক তুচ্ছতর জ্ঞান

করে, কাহারও সহিত বৃথা বাক্যব্যয় মাত্রও করে না। গম্ভীর প্রকৃতি অবলম্বন করে। কিন্তু গম্ভীর প্রকৃতি যে কাহাকে বলে, আর সুশীলতার যে কি গুণ, তাহা অণুমাত্রও তাহারা জানে না। যুবরাজ! এইরূপ অবস্থার লোকে, অর্থাভিমানে বন্ধু বান্ধব গণকে যে কতদূর দুঃখিত করে, তাহা আমার ইতিবৃত্তেই বুঝিতে পার্‌বেন।

আমি বাল্যকালে যে কেমন দুর্ব্বিনীতস্বভাবা ছিলাম তাহা শ্রবণ করুন্‌। ক্রমে পিতা মাতার আদরে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, বাল্য কাল গত ও যৌবনের প্রারম্ভেই আমি ভর্ত্তার হস্তে সমর্পিতা হই। আমার ভর্ত্তার অর্থ সম্পত্তি তাদৃক্‌ ছিল না। আমার বয়ঃক্রম যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কার-বশীভূত হইয়া আমিও ততই পতির বিপ্রিয়াচরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সর্ব্বদাই আমি গর্ব্বিত ভাবায় আলাপ করিতাম। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক গুণ-নিচয় অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি নিরন্তর আমার নিকট তিরস্কৃত হইয়াও আমার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত চতুরতা প্রকাশ পূর্ব্বক রসালাপ করিতেন, কিন্তু তাহাতে আমি অনুমোদিতা হইতাম না, প্রত্যুত সময়ে সময়ে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিতাম। রাজপুত্র! প্রিয়তম আমার এমন গর্ব্বিত চপল স্বভাব নিরীক্ষণ করিয়াও কিছু মাত্র দুঃখিত হইতেন না, সতত হাস্য বদনে আমার মনঃপ্রীতি জন্মানের উপায় চিন্তা করিতেন।

এক দিবস সন্ধ্যার পর ক্ষণে, আমি কোন একটা বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে, অন্তঃপুর-সন্নিকট আমোদ-বনে গমন করিতেছি। চিন্তা-নিবিষ্ট মনের ভ্রান্তি বশতই হউক, কি ভবিষ্যৎ দুঃখের প্রাক্‌কাল আগত জন্য দুর্দ্দৈব বশতই হউক, আমি ভ্রমে আমার পুষ্পোদ্যানের পথে না গিয়া, যে দিকে পিতার ক্রীড়াকানন-প্রবেশের পথ, সেই পথে গমন করিতে করিতে ক্রমে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যদিচ তখনও সম্যক রূপ রজনী আগত হয় নাই, তথাপি কৃষ্ণ পক্ষের নিশী-

প্রযুক্ত দশ দিক্ বিলক্ষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল। আমিও গমন কর্‌তে কর্‌তে ক্রমে ক্রমে একটী লতা জাল জড়িত লতামণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ কর্‌লাম। কিঞ্চিৎ গমন করিতেই তন্মধ্যে অস্পষ্ট স্বরের কথা শুন্‌তে পেয়ে বিবেচনা কর্‌লাম, আমার রসিক চূড়ামণি কান্ত বুঝি চতুরতা প্রকাশ বাসনায় এই স্থানে লুক্কায়িত আছেন। যাহা-হউক, আমি আর এস্থানে গমন কর্‌ব না। এই বিবেচনা করে গর্ব্বিত স্বরে বল্‌লাম, অহে অবোধ কান্ত! যদিও তুমি কুবেরের দাস হয়ে শত বৎসর তাঁর পদসেবা করে বিপুল সম্পত্তি লাভ কর, তথাপি এ মেঘমালা আর তোমার বশীভূতা হবে না। নিরর্থক (চতুরতা) শঠতা আর প্রকাশ করো না।

আমার মুখে এইরূপ দুর্ব্বিনীত বাক্য শ্রবণ করে, ক্রোধে কম্পিত কলেবরে আরক্ত নেত্রে কর্কশ বচনে কে যেন, আমার বাক্যের উত্তর দিলে; ঊর্দ্ধ দিকে শুনিলাম, "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল"। সম্মুখে শুনিলাম, রে পাপীয়সি পিশাচি মেঘমালা তুমি এস্থানে থাকিবার যোগ্যা নহ, যাও ত্বরায় অবনীতে গমন কর, নিবিড় বন অসভ্যদিগের বাস স্থানে তোমার বসতি হউক, সতত জ্বালাতন হও, গর্ব্বাভিমান চূর্ণ হউক। স্বরে বুঝিলাম আমার পিতার স্বর। ভয়ে কলেবর কম্পিত হতে লাগ্‌ল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পিতার বাক্য বজ্রেই হউক্, কি ভয়ের আধিক্য প্রযুক্তই হউক্, বোধ হলো যেন, আমার শিরে প্রচণ্ড একটী আঘাত হলো। অমনি আমি ছিন্না লতার ন্যায়, মূর্চ্ছিতা হয়েও জ্ঞান-হারা ও ভূমিতে পতিত হলেম। তৎপরে যে কি কি ঘটনা হয়, তাহা জানি না। কিঞ্চিৎ বিলম্বে যখন চৈতন্য প্রাপ্ত হই, তখনি দেখিলাম উপবন-মধ্যস্থ কেলী-গৃহে নীত হয়েছি। পিতা বিষন্ন বদনে দাঁড়িয়ে জননীকে প্রবোধ দিচ্ছেন, জননী আমায় ক্রোড়ে লয়ে সম্মুখস্থিত জলপাত্রের জল এক একবার আমার চক্ষে মুখে দিচ্ছেন, আর নিঃশব্দে অধোমুখী

হয়ে এত রোদন কচ্ছেন যে, তাঁর চক্ষের জল পিতার চরণে পড়ে চরণতল প্লাবিত কচ্ছে। এই দেখে আমিও চক্ষের জল নিবারণ কত্তে পাল্লেম না; কেবল জনকের দিকে দৃষ্টিপাত করে এই একটী কথা বল্লেম, “পিতঃ! আমি সন্তান, বিশেষতঃ জ্ঞানহীনা; আমাকে এরূপ কঠিন অভিশাপ দেওয়া কি আপনার উচিত?” এই কথা শেষ না হতে হতেই শোকবেগে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। পিতা আমার তাদৃক্ অবস্থা দেখে, দয়ার্দ্র চিত্তে কহিলেন, পুত্রি! সময়ানুসারে যা হবার তা হয়ে গিয়াছে, আর রোদন করিও না, আমি যা বলেছি তা কথনই অন্যথা হবে না। তবে এক্ষণে পুনরায় এই বর দিতেছি যে, যত দিন তোমাকে আমার শাপ ভোগ করতে হবে, তত দিন সেই ভয়াবহ স্থানেও তোমার কোন দুঃখ জন্মিবে না। কিন্তু যে দিন আমার শাপ শান্তি হবে, সেই দিনই কোন এক রাজপুত্র এসে তোমাকে মুক্ত কর্‌বেন। এই কথা বলবা মাত্রই তাঁর চক্ষু দিয়া ঝরঝর করে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো।

যুবরাজ! সেই অবধি এই ভয়ঙ্কর বনে আমার বসতি হয়েছে। নিশাচর, আমাকেই প্রহার কর্‌তেছিল; আমিই উচ্চৈঃস্বরে রোদন কর্‌তেছিলাম। তুমিই ঐ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী রাক্ষসের হস্ত হতে দুঃসহ যন্ত্রণা সময়ে আমাকে রক্ষা কর্‌লে। যা হোক্, রাজপুত্র! এখন তোমাদের পরিচয় বল।

মন্ত্রো। দেবি! ইনি বিজয়পুরের সম্রাট্ মহারাজ শক্রজিত সেনের পুত্র। ইহাঁর নাম বিজয়কুমার। আমি ইহাঁর বয়স্য। আমরা উভয় বন্ধুতে অদ্য মৃগ স্বীকারে এসেছিলাম। একটা মৃগ দৌড়িতেছে দেখে, ধর্‌বার জন্য, দুই বন্ধুই তার পশ্চাৎ ঘোটক ধাবিত কর্‌-লাম; কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে মৃগটা কোথায় লুক্কায়িত হলো, আর দেখা গেল না। তৎপরে আমরা ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে এই স্থানে উপস্থিত হয়েছিলাম।

বিজয়। (মেঘমালার প্রতি) এ বনে রাক্ষস কত কাল পর্য্যন্ত বাস করে?

মেঘ। এ বনে উহার বাস নয়। কোথায় থাকে তাও জানি না! কিন্তু পূর্ব্বে কোন২ সময়ে উহার চীৎকার শুন্‌তে পেতাম, এই মাত্র জানি।

বিজয়। দুষ্ট নিশাচর কি পূর্ব্বেও আপনার প্রতি এইরূপ অত্যাচার কর্‌ত?

মেঘ। না, রাক্ষস আর উৎপাত করে নাই, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি দস্যুগণেই সময়ে২ আমার মহা অনিষ্ট করিত। যুবরাজ! আজ আমার সে সকল দুঃখেরই অবসান হলো, আজ তুমি আমাকে অসহ্য যন্ত্রণা হতে উদ্ধার কর্‌লে, কালের করাল কবল স্বরূপ রাক্ষসের হস্ত হতে আজ আমার জাতি ও প্রাণ রক্ষা করে যে উপকার কর্‌লে, ইহা চিরস্মরণীয় হলো, ইহাতে তোমার নিকটে যেরূপ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত, স্ত্রীস্বভাব, লজ্জাবশীভূত, সুতরাং আমার দ্বারায় তাহার কিছুই হলো না। সে যাহোক কুমার! আমার যথাসাধ্য, অদ্যাবধি তোমার মঙ্গল সাধনে রত হলেম।

বিজয়। দেবি! স্তুতিবাক্য মহা অনিষ্ট-কারক; অতএব অধিক কৃতজ্ঞতা স্বীকারের আর প্রয়োজন নাই। আপনি যে নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত হলেন ইহাতেই আমি যথেষ্ট সন্তোষলাভ কর্‌লাম।

মন্ত্রী। (সহাস্যে) বয়স্য! এত ভয় কেন? স্তুতিবাক্যই কি প্রধান মহাশয়দিগের গর্ব্বিত হওয়ার কারণ?

মেঘ। ব্যক্তিবিশেষে বটে। সে যাহোক্ রাজকুমার! আমি তোমাকে সময়ান্তরে গন্ধর্ব্বকুলের গৌরব স্বরূপ মায়া-বিদ্যা প্রদান করিব, তাহাতে তোমার শৌর্য্য বীর্য্যের আরও সুদৃঢ়তা জন্মিবে। ঈপ্সিত রূপ ধারণ, কি অলক্ষিত রূপে গমন, ইত্যাদি বিবিধ প্রকার কার্য্য এই বিদ্যা দ্বারায় কর্‌তে পারিবে। আর একটী সুরূপা,

রূপ গুণ যৌবন সম্পন্না কামিনীর সহিত তোমার পরিণয় সম্পাদন করিব।

মন্মো। কামিনীর পরিচয় বলুন?

মেঘ। শাল্ব দ্বীপের রাজা বীরসেনের এক কন্যা আছে। তার নাম কুমারী। কুমারীকে দেখ্‌লে বোধ হয় যেন স্বর্ণময়ী প্রতিমা। একাধারে সমুদায় গুণের সংযোগ হয় না, এই বাক্যের অন্যথা কর্‌বার জন্য বুঝি সমস্ত গুণ একস্থানে নিয়োজিত করে, স্থিরচিত্তে বিধাতা তাকে নির্ম্মাণ করে থাক্‌বেন। যাই হোক যুবরাজ! তুমি তথায় গমন কর, আমি সেই কুমারীর সহিত তোমার বিবাহ দিব।

মন্মো। তা হলে সম্পূর্ণরূপ প্রত্যুপকার করাও হইবে।

মেঘ। কুমার! শাপ বিমোচন হওয়াতে, পূর্ব্বের ন্যায় আমার শূন্যে গমনাগমনের শক্তি জন্মেছে। অতএব উভয়ের নিকটে এক্ষণে বিদায় হই। যখন আমাকে স্মরণ কর্‌বে, তৎক্ষণাৎ এসে দেখা দিব।

(এই বলিয়া অন্তর্ধান)

বিজয়। (সবিস্ময়ে) বয়স্য! দেখ্‌তে দেখ্‌তেই মেঘমালা দর্শন-পথের দূরে গমন করিল।

মন্মো। হাঁ, সিদ্ধলোকদিগের ক্ষমতাই অলৌকিক। বয়স্য! তুমি এখন কুমারীর উদ্দেশ করার কি উপায় কর্‌বে?

বিজয়। প্রিয়তমার উদ্দেশে আমি এই অবস্থাতেই গমন কর্‌বো।

মন্মো। তবে কি, মহারাজ ও রাজ্ঞীর অনুমতি অপেক্ষা কর্‌বে না?

বিজয়। বয়স্য! এবিষয় পিতা মাতাকে জানাতে গেলে যে, সে বিধুবদনীকে শীঘ্র পাব, আমার এমন বোধ হয় না। আর তত দীর্ঘকাল, পঞ্চশরের বশবর্ত্তী হয়েই বা কিরূপে জীবন ধারণ কর্‌বো। অতএব সখে! আমি এই অবস্থাতেই শাল্ব দ্বীপে গমন কর্‌তে ইচ্ছা করি। তা এবিষয়ে কি কর্ত্তব্য? তুমিও আমাকে উপদেশ দাও।

মন্মো। তুমি যদি এত উৎকণ্ঠিত হয়ে থাক, তবে যেরূপ মনে কর্ছ সেই যুক্তিই উত্তম। আশাতেই তো মনুষ্যের সুখ ও জীবন রক্ষা হয়।

বিজয়। তবে রজনী থাক্‌তে থাক্‌তেই সৈন্যগণ আমাদের উদ্দেশে না আস্‌তে আস্‌তেই, আমরা এই বন পরিত্যাগ করি।

মন্মো। বয়স্য! তুমি যেখানে গমন কর্‌বে, শরীরের ছায়ার ন্যায় আমিও তোমার পশ্চাৎ গমন করিব।

বিজয়। তা হলে আমার জনক জননী বড় ব্যাকুল হবেন।

মন্মো। আমি না গেলে তোমারও যাওয়া ঘটবে না, মহারাজ আমার দ্বারায় অনুসন্ধান পেলে, অমনি তোমাকে আটক করে ফেল্‌বেন। আর এরূপ অবস্থায় কখনই তোমাকে একা যেতে দিব না, অবশ্যই আমি সঙ্গে যাব।

বিজয়। (স্বগত) আমার কষ্ট নিবারণ জন্য, ও অধৈর্য্য সময়ে উপদেশ দিবার জন্যই বন্ধু আমার সঙ্গে চল্লেন। কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে ওঁর যেরূপ ক্লেশ জন্মিবে, তাহা আমি কিরূপে দেখ্‌বো। যাহোক এখন তো একত্রই যাওয়া যাক, পরে যেমন হয় কর্‌বো। (প্রকাশ্যে) প্রিয়সখে! তবে এস, আর বিলম্ব করো না।

মন্মো। চল ঘোটক তো প্রস্তুত।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

কাঞ্চননগর, রাজপথ।

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।)

প্রথম, না। মহাশয়! দেখুন দেখি, আমাদের রাজকুমারীর বিবাহোপলক্ষে কাঞ্চন নগর কত উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করেছে। না হবে কেন, পতির সন্তোষ বৃদ্ধি কর্‌বার জন্য কোন্ সাধ্বী বেশ বিন্যাস না করে থাকে।

দ্বি, না। তার আর কথা কি! পূর্ণচন্দ্র দর্শনের নিমিত্তই কুমুদি-নীর নেত্র প্রফুল্লিত হয়।

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

জয়ঃ শ্রীমহারাজার।
সর্ব্বগুণ যুক্ত পতি হোক্ হেমলতার॥
ভক্ষ্য ভোজ্য আদি যত, কব কত নানা মত,
খাও লও অবিরত, রাজাজ্ঞা প্রচার॥
রসগোল্লা গজা খাজা, ক্ষীরতক্তি শর ভাজা।
ছাড়ি তণ্ডুলুচি এই, করিব আহার॥
ত্যজিয়া রাঘব সই, কে খাবে মণ্ডা মিঠাই,
লালমন খেতে হর্ষ, জন্মিবে অপার॥

(বিদূষকের প্রবেশ)

প্র, না,। কেও? বিদূষক মহাশয় যে! এত ব্যস্ত ভাবে কোথায় যেতে তৎপর হয়েছেন।

বিদূ। আর বাপু! মাথামুণ্ডু কি বলবো, ব্যস্ত তৎপর কি আর আমাতে আছে।

দ্বি, না। কেন? কেন?।

বিদূ। আবার কেন! যা সমুদ্রে কুলোয়নি, তাতে আর কূপের ক্ষমতায় কি হতে পারে।

তৃ, না। সে কি! অল্প হলে ও যে কূপের জলে পিপাসা শান্তি করে থাকে, সমুদ্র হতে কি তা হয়?

বিদূ। এমন রাজার রাজ্যে বাস করা নিতান্ত অনুচিত।

প্র, না। রাজার তো ত্রুটি কিছুই দেখি না।

বিদূ। বরং রামরাজার বানর হয়ে থাকাও ভাল, বরং কৃষ্ণের গোধন হওয়াও শ্রেয়ঃ; জঠর যন্ত্রণা ঘুচেনা এমন রাজার আশ্রয়ে থাকা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

দ্বি, না। (ঈষদ্ধাস্যে) ভোজনের আয়োজন টা বুঝি ভাল হয় নাই।

প্র, না। এখনি না মহারাজার আশীর্ব্বাদ করা হচ্ছিল।

বিদূ। নৃত্য গীত বাদ্য রোসনাই আমোদ আহ্লাদ হলেই হলো, দুজন লোক যে ভাল করে খাবে, সেটা অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য! কি কুমন্ত্রণার যন্ত্রণা।

তৃ, না। একে কন্যার বিবাহ, তাতে রাজসংসার, খাদ্য খাদক কিছুরি তো অভাব নাই।

বিদূ। রেখে দে তোর রাজসংসার। মনে করেছিলাম, লাল-মোন, রসগোল্লা, ক্ষীরতক্তি, শরভাজা, এই সকল জিনিস দিয়েই ব্রহ্মভুজ্জিটা হোক্। খেয়ে খেয়ে আর কেউ হোক্, বা না হোক্, আমি তো পেটে হাত দিয়া "রাজার জয় হোক্, রাজকন্যার জয় হোক্ বলে আশীর্ব্বাদ কর্‌তাম। তা এর একটা ফর্দ্দও রাজনাক্কাতে দাখিল কর্‌লেম; রাজাকে দেখ্‌তেও দিলে না, অমনি মন্ত্রী বেটা ফর্দ্দা

নিয়ে শতখণ্ড করে উড়িয়ে দিলে। আর তিনি কেঙ্গালি ভোজের যে ফর্দ্দ এনেছিলেন, তাই সই দিয়ে নিলেন। ব্রাহ্মণ ছিঁড়ে কেঙ্গালি বজায়, এই বিচার যার সে রাজার রাজ্যে কি ভদ্র লোকে বাস করে? রাজার যথাসর্ব্বস্ব ভার মন্ত্রির প্রতি, সে বেটা মারুক্ বা রাখুক, তা কি রাজার দেখা লাগে না? আর দেখ, রাজকন্যার বিবাহ, এখন সর্ব্বদা রাজসভায় অপ্সরার নাচ চাই, সেই স্থানে কি; ইনি তর্কসিদ্ধান্ত, উনি তর্কলঙ্কার, তিনি তর্কসাগর, ওদিকে বিদ্যাবাচস্পতি সে দিকে ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ী বিদ্যাদিগ্গজ, এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিয়ে হয়েছে সভা। সেই সভা কি আমার বসবার যোগ্য? যাঁদের আদ সের আতব একটা বেগুণ হলে চলে, সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার তুলনা!

প্র, না। যাহোক্, মহাশয়! মহারাজ বুঝতে না পেরে আপনার অপমান করেছেন, আবার এখনি বিনয় করে সেধে নিবেন; তাতে আপনি এত চটেছেন কেন? এখন বলুন দেখি, রাজসভায় কি বিষয়ের মীমাংসা হচ্ছে?

বিদূ। ছাই মাথা মুণ্ডু।

দেখিলাম রাজসভা গুলজার বড়।
গোটা কয় ঘাস্‌রে পণ্ডিত হয়ে জড়॥
দ্রৌপদীবিবাহ লয়ে করেছে সিদ্ধান্ত।
বাক্ যুদ্ধের এম্নি ঘটা করে প্রাণান্ত॥
প্রভাতে উদিলে ঘন ঢাকয়ে অম্বর।
ঋষিদের শ্রাদ্ধেতে যেমন আড়ম্বর॥
কলহেতে আড়ম্বর দম্পতীর স্থানে।
পুব্যা যাত্রী আড়ম্বরে যেন গঙ্গা স্নানে॥
দেখিতে কৌতুক কার্য্য শূন্য আড়ম্বর।
না জন্মে তাহাতে কিন্তু সুখ এ শর্ম্মার॥

হচ্ছে ভাই জনে জনে বাক্যের তরঙ্গ।
রাক্ষসে বানরে যেন লেগে গেছে রঙ্গ ॥
কত তর্ক বিতর্ক হইছে নানা মত।
তুলি হাত কহে কথা অগ্রগণ্য যত ॥
কি শব্দ! শ্রোতা স্তব্ধ বক্তায় তাড়াতাড়ী।
মুখামুখী মন্দ নয়, বাকি মারামারী ॥
দেখিলাম এই সব তামাসা বিস্তর।
যথা পাই জলযোগ তথা যাই সর ॥

ভাই হে! শুন্‌লে তো? এখন যাই, আজ কাল আমার বড় ফলারের ধুম।

(বেগে প্রস্থান)।

তৃ, না। এটা যেন শরৎকালের মেঘ; একবার যখন এল, তখন জগৎ অন্ধকার করে ফেল্ল; তার পরে দেখ্‌তে দেখ্‌তেই যে কোথায় গেল তার ঠিকানা নাই।

প্র, না। যেতে দাও। পেটুক কিষ্কিন্ধ্যাবাসীর কথা আবার বল্‌ছো!

বিদূ। (দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে) বলি, ওহে ও মহাশয়েরা! আপনারা কি আমার দেশে দ্বেষ করেন। অবাক করেছ যে, হা হা!!

(প্রস্থান)।

(ভাটের প্রবেশ)।

ভাট। (স্বগত) আবার কোথা যেতে হয়, তার ঠিকানা নাই। এক রাজকুমারীর জন্যে আমি, কত দিক্ দেশ না পর্য্যটন কর্‌লেম।

প্র, না। ভাট মহাশয়! একবারে যে গঙ্গাধর হয়েছেন?

ভাট। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ভাই হে! পর্য্যটন-শ্রমে কখন গঙ্গাধর, আবার কখন কখন শুষ্কাধরও হয়ে থাকি।

দ্বি, না। রাজকুমারীর জন্যে, আপনি যে পরিশ্রমটা কচ্ছেন,

তা কিছুতেই আর কৃতকার্য্য হতে পাল্লেন না। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় এবার যা হোক্।

ভাট। ভাই হে! আর হলেও এবার, না হলেও এবার। এই তো মহারাজের আজ্ঞায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, চতুর্ব্বর্ণের যুবকগণকে লয়ে এলেম, তা যদি এবারও অক্ষ ক্রীড়ায় রাজনন্দিনী জয়ী হন, তবে তাঁর পতি পাওয়া সুকঠিন।

প্র, না। (চুপে২) ও মহাশয়! আমাদের রাজনন্দিনী এমন পাশা খেলা, কোথা হতে শিখ্লেন, যে তাঁকে কেহই পরাজয় কত্তে পাল্লে না।

ভাট। কি জানি ভাই! কোথা হতে শিখ্লেন, তা কেমন করে বল্‌বো; কিন্তু রাজপুত্রেরা যে, তাঁকে পরাজয় কর্‌তে পারে নাই এই আশ্চর্য্য।

তৃ, না। এই কাঞ্চন নগরের মহারাজ চন্দ্রকেতু সেনের কন্যা হেমলতা, প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যে ব্যক্তি পাশা খেলায় আমাকে পরাজয় করবেন, আমি তাঁর কণ্ঠে মাল্যার্পণ করে তাঁর দাসী হব। কত শত রাজপুত্র, এই প্রতিজ্ঞা শুনে, এসে এসে হেরে গিয়েছেন। এ অতি আশ্চর্য্যের কথা। আবার কন্যা যে ক্ষত্রিয়ের স্বয়ম্বরে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলেই রাজকন্যার পাণিগ্রহণ লালসায় স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হবেন; এও কম আশ্চর্য্য নহে। যাহোক ভাই! এই বিবাহ সম্বন্ধে যে, এক আশ্চর্য্য ঘটনা হবে, তার সন্দেহ নাই।

চ, না। ভাই হে! বড় ঘরের কথা, আমাদের এরূপ সকল স্থানে জনতা করা ভাল নহে; কি জানি কিশে কি হবে। এস এখন যাই, (ভাটের প্রতি) মহাশয়! রাজবাটীতে যাবেন কি?

ভাট। হাঁ, চলুন।

(সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০০০—

(পুষ্পোদ্যানে সুলোচনার প্রবেশ)।

সুলোচনা। (স্বগত) আহা! পুষ্পোদ্যানের পুষ্প সকল বিকসিত হয়ে, কেমন সুন্দর শোভা বিস্তার করেছে।

অতসী রঙ্গন জাতী যূথি শেফালিকা।
করবীর গন্ধরাজ মালতী মল্লিকা॥
প্রস্ফুটিত নানাজাতি গোলাপ ও বেলি।
নানাজাতি গেঁদা জবা শেউতি চামেলী॥
কুটজ রজনীগন্ধা কৃষ্ণকেলি কুন্দ।
অশোক কিংশুক পারিজাত মুচকুন্দ॥
স্থলপদ্ম সূর্য্যমুখী গুলঞ্চ ধাতকী।
নাগেশ্বর নবমল্লী কস্তূরী কেতকী॥
মনোরম্য কাঞ্চন টগর ভূচম্পক।
কামিনী কদম্ব বকুল বান্ধুলী বক॥
বাকস অপরাজিতা ঐ যে নানাবর্ণ।
বন-ফুল ঝুম্‌কা-লতা আর চাঁপা স্বর্ণ।
কুমুদ কুবলয়িণী মাধবী লতিকা।
ইত্যাদি বিবিধ পুষ্প মালঞ্চ-শোভিকা॥

এই সকল ফুল তুলে মালা গাঁথিয়ে, আমার আজকেই প্রস্তুত করে রাখা উচিত। কাল যে হেমলতার স্বয়ম্বর হবে, আমি কি তখন আর অবসর পাব! (পথের দিকে দেখিয়া) আহা! এ কি অপরূপ রূপ!

ইনি কোথা হতে এলেন। মনুষ্যের কি এমন রূপ আছে? এই তো স্বয়ম্বরের জন্যই কত কত মহারাজচক্রবর্ত্তির পুত্রেরা এয়েছেন, ও ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র কুমারগণও এয়েছেন। আমি তো সে সকল-কেই ফুল দিয়েছি, ও সকলকেই দেখেছি।

দেখিয়াছি যত বর্ণ, এবর্ণে না মিলে বর্ণ,
রূপ দেখে সোহাগায় গলে বুঝি স্বর্ণ।
আহা! এই রূপরাশি, হেরি বালা অভিলাষী,
কি আশে ভূতলে আজ ইন্দ্র আর শশী।

সত্যই কি, বিদর্ভ-রাজপুত্রী দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের মত হলো? কি আশ্চর্য্য! হেমলতার জন্যে, ছদ্মবেশে কি যথার্থই দেবতারা আগমন কল্লেন? হতেও বা পারে, অতি মনোরম্য যে পুষ্প, তাহা দেব-পূজার নিমিত্তই চয়িত হয়; তা আমাদের রাজনন্দিনী হেমলতাকে এক আশ্চর্য্য পুষ্প বলিলেও বলা যায়।

(বিজয়কুমার ও মন্মোহনের প্রবেশ)।

বিজয়। বয়স্য! আমরা কত পরিশ্রমে আজ এই প্রদেশে আগমন করেছি। এদেশের ব্যবহার ও রীতি কিরূপ, এবং কাহার রাজত্ব, ইহা আমাদের জ্ঞাত হওয়া উচিত।

মন্মো। হাঁ, অপরিচিত দেশে ও বিপিনে এবং অম্বুরাশিতে প্রবেশ করিতে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

বিজয়। সখে! এস, ঐ যে স্ত্রীলোকটী পুষ্পোদ্যানে রহিয়াছে, উহার নিকটে সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনা যাক্।

(উভয়ে অগ্রসর)

সুলো। (স্বগত) এইত চক্ষের পলক ও শরীরের ছায়া আছে! চরণও মৃত্তিকায় পড়্ছে। আমি যা ভেবেছিলাম তা হলো না।

যাহোক, এঁরা রাজকুমারীর জন্যে যে এয়েছেন তার সন্দেহ নাই। (অগ্রসর হইয়া) আমাদের কি এমন কপাল! ঈশ্বর কি তাই কর্‌বেন? আমার মন যা বল্‌ছে তাই কি হবে? এই যে পরম সুন্দর যুবকদ্বয়; ইহার একের বামে রাজবালা হেমলতাকে দেখে, আমরা কি নয়ন জুড়াতে পার্‌বো? (প্রকাশ্যে সবিনয়ে) কুমার! আমি আপনাদের বিরক্ত কত্তে উদ্যত হয়েছি।

বিজয়। বিরক্ত কেন? কি অভিলাষ, বল।

সুলো। (করযোড়ে) মহাশয়! আপনারা এই বিষম রৌদ্রে একান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আপনাদের কমল-বদন ঘর্ম্মাক্ত দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে। যদি অনুমতি হয় তবে একটুক বাতাস দিই।

বিজয়। এই বুঝি বিরক্ত!

সুলো। (পুষ্পের ডালা হইতে, পুষ্প-নির্ম্মিত একখানি পাখা লইয়া কুমারদ্বয়ের সম্মুখে সঞ্চালন করতঃ) না,—আপনাদের পরিচয় জান্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছি, কিন্তু অবস্থা দেখে সাহস হচ্ছে না।

বিজয়। (জনান্তিকে মন্মোহনের প্রতি) বয়স্য! দেখেছ স্ত্রী-লোকটী কেমন সুশীলা।

মন্মো। (জনান্তিকে) সুশীলতা গুণ যার আছে, সে অনায়াসেই সকলকে বশীভূত কত্তে পারে। দেখ, ইহার সহিত আমাদের স্বপ্নেও আলাপ ছিল না, কিন্তু আজ মুহূর্ত্ত-কালের আলাপেই ইহার সুশীলতার পরিচয় পেয়ে, আমাদের অন্তরে যেন ইহাকে প্রণয়াদর-ভাজন বলে বোধ হচ্ছে।

বিজয়। (মন্মোহনের প্রতি ইঙ্গিত দ্বারা) সখে! আমাদের পরিচয় বল।

মন্মো। (স্বগত) এই বলি, কিন্তু প্রকৃত নয়। (প্রকাশ্যে) ওগো আমরা তোমাদের রাজকুমারীর স্বয়ম্বরে আসি নাই, যে নিমিত্তে তোমা-দের রাজধানীতে এসেছি শ্রবণ কর।

শুনেছ, বিজয় পুর রাজধানী স্থান।
তথায় বসতি, অতি সম্ভ্রান্ত তনয়।
আমরা বান্ধব দ্বয় দিবা কি শর্ব্বরী,
একত্রিত সর্ব্বক্ষণ, কায়া ছায়া যথা।
না জানি বিচ্ছেদ কভু, যাবত জীবন।
কিন্তু এমনি প্রেমের গতি, সুভাষিণি!
একেরে বিস্মৃত মনে তিষ্ঠিতে না পারি;
নাহি জানি কোন্ বা দহনে দহে প্রাণ!
মুহূর্ত্তেক অদর্শনে। হায়! কি মায়ায়,
ঘটিল কুমতি, যবে প্রবেশি অটবে,—
বধিতে কুরঙ্গ-সেনা বন্ধুদ্বয় রঙ্গে।
কত শোভা কত স্থানে কত মত দেখি,
নারি বর্ণাইতে তাহা, যশস্বিনি! আমি।
বহু স্থান অন্বেষিয়া ভ্রমি বন্ধু দ্বয়,
কোন মতে কুরঙ্গের সন্ধান না পাই।
অকস্মাৎ বন-রাজী, পূরিল নিঃস্বনে।
হরিণ-শাবক কলরব, অনুমানি,
না করি বিচার, অমনি ধাইনু অহো!
দুর্গম সন্ধানে। অনুমানি, অমা নিশি
নির্জ্জনে কাননে, শশাঙ্ক ভয়েতে বুঝি,
করিছে বিহার তথা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
কে জানে এমন হবে, সহসা বিপদ,
বর্ণিতে অশক্ত আশঙ্কায়। বরাননি!
না জেনে পড়িনু ঘোর দুর্দ্দৈব বিপাকে।

হর্ষেতে সন্তরে মীন অগাধ সলিলে,
হায়! হায়! বদ্ধ যথা মায়াময় জালে।
সদৃশ শমন.দূত,.ভৈরব হুঙ্কারে,
আগমিল দস্যু-বল বেড়িল অর্ণবে।
ভীষণাস্য, করে ঝলে তীক্ষ্ণ ধার শস্ত্র,
চঞ্চলা খেলায় যথা জলদ-পটলে।
"ঐ ধায় রে! ধর" রবে, ধাইল গর্জ্জিয়া;
রুদ্ধিল দিশ। আর পাইনা যেতে পথ,
চমকিল ভয়ে বালকের প্রাণ, এবে
কাঁপিল হৃদয় কিবা থর থর থর।
প্রবল সমীরে যথা কদলি কানন।
হেরিয়া দোঁহার মুখ দোঁহা খেদান্বিত।
মনোদুঃখে চক্ষে জল ঝরে ঝর ঝর।
এবে, বদনে আর সরে না বচন;
শুখাইল মুখ, হইলাম মৃতপ্রায়।
সহসা অমনি, বিপদ-বন্ধু সাহস
হৃদে উপজিল, অভয়ে ভয় নাশিল।
অমনি প্রতোদে করি সজোরে আঘাত,
ছুটিল ঘোটক দ্বয়, মনোজব গতি।
যথা কুজ্ঝটিকা ভেদি মিহির উদয়;
তদ্রূপ ছাড়ি দস্যু-বল ছাড়ি অটবী,
কতক্ষণে হই নিরাপদে উপনীত।
কিন্তু ভাবিয়া অস্থির আইনু কোথায়?
ভ্রমিয়া বেড়াই নানা দেশ, বন্ধু দ্বয়।

এবে দেখিনু সম্মুখে, দীন ক্ষীণ বেশ,
অস্থি চর্ম্ম সার কায়, দ্বিজবর দ্বয়;
চলিতে অশক্ত পথ বাহে ধীরে ধীরে।
দেখিয়া সদয় বন্ধো নিজ তুরঙ্গম,
একে করি দান, চাহিলেন মম পানে।
বয়স্যের মনোভীষ্ট অনুভবে বুঝি,
তোষিনু ঘোটক দিয়া দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে।
হইনু পদব্রাজক লভি আশীর্ব্বাদ,
"যেন পদ হীনে পদ করিলেহে! দাঁন,
ঈশ্বর করুন, হোক্ পূর্ণ অভিলাষ;
পাইবা হে! অব্যাহত গতি মম বরে।"
আনন্দে বান্ধব দ্বয়, করি পর্য্যটন,
ত্যজি বহু দূর, অদ্য আসি এ নগরে।
জানিতে বাসনা করি, লো শুভে ললনে!
এ রাজ্যের বিবরণ; রীতি, নীতি, ভাষা;
দেহ পরিচয় তব, কে বট আপনি?।

সুলো! কুমার! আমার পরিচয় শ্রবণ করুন—

'কাঞ্চন'নগর ধাম, রাজা চন্দ্রসেন নাম,
আমি হই মালিনী তাঁহার।
যোগাই প্রত্যহ ফুল, রাজা মোর সানুকূল,
নাই পতি, পুত্র হে আমার॥
বিধাতা আমায় বাম, ধরি সুলোচনা নাম,
নিকেতন এ উদ্যান পাশে।

ক্লান্ত তোমাদের মুখ, দেখিয়া জন্মিল দুখ,
দিব বাসা এস যদি বাসে॥
পান্থদ্বয় করি দয়া, যদি দেহ পদ ছায়া,
গৃহ হবে উজ্জ্বলতাময়।
এ রাজ্যের বিবরণ, সবিশেষ নিবেদন,
তখন করিব মহাশয়॥

বিজয়। ওগো! তুমি নামীয় সম্বন্ধে আমার মাতৃষ্বসা হলে। অতএব তোমার আলয়, আমাদের বাসের উপযুক্ত স্থান বটে।

মন্মো। (জনান্তিকে বিজয়কুমারের প্রতি) সম্পর্ক ঘটনা টা ভাল নয়। দেখ সাবধানি, পাছে যেন দ্বিতীয় নম্বরের বিদ্যাসুন্দর হইও না।

বিজয়। (ঈষদ্ধাস্যে জনান্তিকে) সখে! তবে ত তোমারি অগ্রে সাবধান হওয়া উচিত। কারণ, যদি আমার তাদৃক অবস্থাই ঘটনা হয়, তবে শেষ মালিনীর সহিত তোমারও—

সুলো। বাছা! আর বিলম্ব করে, এই প্রচণ্ড রৌদ্র ভোগ করা প্রয়োজন নাই। এস, আমার গৃহে এস। আমি দুঃখিনী, দাসীর তুল্যা নই, আমাকে মাসী বলে সম্বোধন করা এ কেবল আপনার মহৎ গুণ।

মন্মো। হাঁ, চল। (অন্য দিকে) বয়স্য এস।

(সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কাঞ্চন নগর, রাজসভা)।

(নটের প্রবেশ)।

নট। (স্বগত) এই যে স্বয়ম্বরের নিমিত্ত দিব্য সভা প্রস্তুত হয়েছে। (প্রকাশ্যে) ওহে! অদ্য এই সভাতে চতুর্ব্বর্ণীয় যুবকগণ; ধন্য, মান্য, গণ্য, পূজ্য, ভাবজ্ঞ, রসজ্ঞ, গুণজ্ঞ, ও সারজ্ঞ, সকলেই

উপস্থিত হয়ে সভার শোভা বর্দ্ধন করে বসেছেন। ঈদৃশ সভাতে, যদিও উর্ব্বশী, রম্ভা, তিলোত্তমাদি স্বর্গ-নর্ত্তকী ভিন্ন, মাদৃশ মনুষ্যের নাট্য, শোভাবিশিষ্ট হইবে না; তথাপি আমরা সাহসী হইতেছি কেন? না, গুণবান ব্যক্তি, অতিদোষপূর্ণ বস্তুরও গুণ মাত্রই গ্রহণ করে থাকেন; এই সাহসেই আমরা সাহস করেছি। যাহোক, এখন প্রিয়তমাকে এস্থানে আনয়ন করি। (উচ্চৈঃস্বরে) প্রাণেশ্বরি! এস, একবার আগমন করে, বদন-চাঁদে সভা-মণ্ডল উজ্জ্বল কর।

(নটীর প্রবেশ)।

নটী। আহা! যেমন তৃষিত চাতক, কাতর স্বরে বারম্বার কাদম্বিনীর আহ্বান করে, তেমনি, হে প্রিয়তম! আমায়, করুণ স্বরে কি নিমিত্ত এ সভায় আগমন করিতে বলিতেছ?

নট। কি মনোহর! বোধ হচ্ছে যেন, বসন্ত কাল আগত দেখে, কোকিল চম্পক-বৃক্ষের উপরে বসিয়ে, সুমধুর স্বরে, যুবক যুবতী গণের কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ কচ্ছে। হায়! হায়! কি চমৎকার স্বর! এই সভার সভ্য মহোদয়গণ যদি স্থির-চিত্তে আমার কর্ণ লয়ে, তোমার মনোহর ধ্বনি শ্রবণ করে থাকেন, ও আমার চক্ষু লয়ে, যদি রূপমাধুরী দেখে থাকেন, তবে যে মোহিত হয়েছেন তার আর কথা কি?

নটী। ওহে! এখন ওসব কথা রাখ, কি নিমিত্তে আমায় ডাকলে তাই বল?

নট। বা! বা! বা! ইনি যেন কিছুই জানেন না! স্বর্গে থেকে এলেন আর কি। দেবসভায় উর্ব্বশীর আগমন যে কি নিমিত্তে হয়, তা কি জান না? আমায় বলে দিতে হবে? তবে শুন; প্রেয়সি! তুমি এখন একবার জন-মন-বিমোহন নৃত্য করে, এই সভ্য মহাশয়গণকে পরিতুষ্ট কর।

নটী। প্রিয়তম! তুমি আমাকে নৃত্য করিতে বলিতেছ, তোমার

অনুমতি রক্ষা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার নৃত্যে কি, এই দেবসভা তুল্য মহতী সভার মনোরঞ্জন হইবে?

নট। তোমার নৃত্যে যদি মনোরঞ্জন না হয়, তবে আর ভূমণ্ডলে কাহার নৃত্যে হইবে? আর বিলম্ব করো না, নৃত্যারম্ভ কর।

(সভাস্থদিগকে প্রণাম করিয়া, নটীর নৃত্যারম্ভ।)

নট। (বাদ্য করিতে করিতে) সাবাস লো সাবাস!, আহা! এমন অদ্ভুত নৃত্য আমি কোথায়ও দেখি নি। (আবার মুখে, "কেদে-ধ্বাগিনা কেদেধ্বাগিনা ধেটেতে ধেনা তেরেকেটে তাক্ তাক্ তেরেকেটে ধাগিনা ধী তেরেকেটে ধ্রাণ ধা ধা ক্রাণ, তেরেকেটে তাক্ তেরেকেটে তাক্ ধ্বাগিদ্দিগ্নিনা ধা" অল্প অল্প মনোহর স্বরে মান দিচ্ছেন)। কি চমৎকার! সভাস্থিত কুমারগণ সকলেই ধন্যবাদ দিচ্ছেন। এ কি সাধারণ প্রশংসার কথা! (ইঙ্গিত পূর্ব্বক) গান একটী কর।

নটী। (নৃত্য করিতে করিতে গীত)।

রাগিণী বারোঁয়া,—তাল ঠুংরি।

দেখ শরত গগণ।
নক্ষত্র মালায় কিবা হয়েছে শোভন॥
সুখকর সুধাকর, প্রকাশিয়া সুধা-কর,
প্রফুল্ল জীব অন্তর, করিছে রঞ্জন॥
শূন্যে করি বিচরণ, চকোর চকোরীগণ,
করিতেছে সুধাপান, হইয়া মগন॥
ফুটিল কুসুম-বনে, মনোহর পুষ্পগণে,
ছুটিল মন্দ পবন, করি সুবাস হরণ॥
যুবক যুবতীগণ, কেন হও উচাটন,
সুস্থির হইবে মন, কর দরশন॥

নট। আহা! যেন সুধাবর্ষণ হলো। কি চমৎকার! এমন আশ্চর্য্য, ভূ-ভারতে আর দুটী নাই। দেখ প্রেয়সি! এখন হচ্ছে বসন্ত কাল, যে সময়ের যা, তা সেই সময়েই শোভা পায়। কিন্তু তুমি তা না করে, বসন্ত বর্ণন না গেয়ে, শরত-বর্ণন কল্লে। এরূপ বিরূপ আচরণেও কেহ ইহার বিরুদ্ধ পক্ষে একটী বাক্য-ব্যয় কল্লেন না। কি অপরূপ! রমণীকে বিধাতা কি করেই সৃষ্টি করেছেন? ঐ দেখ, সভাস্থ সমস্ত লোকেই বিমোহিত হয়ে এক কালে নিমেষ রহিত হয়েছেন।

নটী। প্রাণকান্ত! ক্ষান্ত হও, আমি আর একটী গান করি।

নট। কুমারগণের মনোরঞ্জন করাই আমাদের উদ্দেশ্য, তা দেখ, এখন যাহাতে মনের অধিক প্রীতি জন্মে, এমন একটী উত্তম সঙ্গীত কর।

(পুনর্ব্বার নৃত্য ও সঙ্গীত)।

রাগিণী সিন্ধু, তাল আড় খেম্‌টা।

"সুখেতে, রাখিতে, জীবে প্রেমের সৃজন।
মনদুখ জীবদের করিতে হরণ॥
দেখ না প্রেমেরি বলে, জীবসব স্থলে জলে,
মিলে থাকে মোহ-জালে, প্রেমে বাঁধা ত্রিভুবন॥
প্রেম যদি না থাকিত, বিশ্বে প্রলয় ঘটিত,
জীব সব না রহিত, অবনী বিজন বন॥"

নেপথ্যে। আহা! কোন্ অন্তঃকরণকে, সঙ্গীতে মুগ্ধ কত্তে না পারে?

নট। বিশেষ সুন্দরী রমণীর কণ্ঠনির্গত।

(বাদ্য করিতে করিতে গীত)

রাগিণী বসন্তবাহার, তাল আড়া।

"সুখ-সরোবর বিধি গড়েছে কামিনী জনে।
অনঙ্গ তাপিত অঙ্গ, জুড়াতে অবগাহনে॥

লাবণ্য হয়েছে জল, শোভিছে মুখ কমল,
অকণ্টক ভুজ মৃণাল, তীর্থ ত্রিবলি বন্ধনে॥
নয়ন যুগল মাধুরী, যেন খেলিছে শফরী,
চক্রবাক চক্রবাকী, শোভিছে যুগল স্তনে॥"

(নেপথ্যে)।

ওহে নটগণ! আর নৃত্য গীতে প্রয়োজন নাই। তোমরা এক্ষণে গমন কর। ঐ দেখ, অগ্রে দ্বারিপাল, পশ্চাৎ সখী-বৃন্দের সহিত নৃপ-নন্দিনী আগমন কচ্ছেন।

(প্রতিহারী, হেমলতা ও সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। ভূপতি-পুত্রি! এই চিক-যুক্ত বারাণ্ডাতে প্রবেশ করুন।

(সখী সমভিব্যাহারে হেমলতার গমন)

রাজা চন্দ্রসেন। ওহে সভ্য আভ্যুদয়িক বর্গ! সকলে আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর; প্রথমে ক্ষত্রিয়, দ্বিতীয়ে ব্রাহ্মণ, তৃতীয়ে বৈশ্য, চতুর্থে শূদ্র কুমারগণ! একে একে অক্ষক্রীড়ায় গমন কর। যে ব্যক্তি জয়ী হইবে, আমি তাহাকে, হেমলতা নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিব।

(ক্রমে অক্ষক্রীড়ারম্ভ)।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(হেমলতার পুষ্পোদ্যান)।

(পত্রলেখা ও বিনোদিনীর প্রবেশ)।

পত্র। সখি বিনোদিনি! রাজপুত্রী হেমলতার বিবাহে, কে না আমোদ আহ্লাদ কচ্ছে? কত স্থানে নৃত্য গীত ও মনোহর বাদ্যধ্বনি

হচ্ছে; অসংখ্য অসংখ্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ সামগ্রী ভোজন করে, পরিতৃপ্ত হচ্ছেন। কোন কোন স্থানে স্বস্ত্যয়নাদি, বিবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান হচ্ছে। আজ পুরবাসীগণ, সকলেই আনন্দ সাগরে মগ্ন। এই কাঞ্চন নগরের প্রজাবৎসল রাজা চন্দ্রসেনই, কেবল এই রাজবংশের বংশধর; আবার তাঁরই এক মাত্র কন্যা হেমলতার বিবাহ; হবে না কেন? এযে পরম সুখের বিষয়। আহা! কন্যা যেমন সুরূপা, জামাইটীও তেমনি রূপবান; যেন রতি আর মদন আজ কাঞ্চন নগরে বিহার কচ্ছেন। ভাই লো! তাঁদের রূপ দেখে কে না সুখী হয়েছে; বিশেষতঃ মহারাণী তো পরম সন্তোষ হয়েছেন।

বিনো। সখি!

উত্তম উত্তমে, মিলান ধাতায়,
অধম অধমে মিলে।
উত্তম অধমে, প্রণয় কোথায়,
শুনেছ কি কোন কালে॥

তাই বলি, সমানে সমানেই প্রণয় জন্মে। পিতা মাতারও উচিত যে, রূপ গুণ সমান দেখে বিবাহ দেন; রূপবানের সহিত কুরূপার, কি গুণহীনের সঙ্গে গুণবতীর বিবাহ দিলে, শেষে প্রণয়ের (ণ) স্থানে (ল) হয়ে উঠে। সে যাহোক্ ভাই! তুমি না মহারাণীর অন্তঃপুরে গিয়েছিলে; তা বল দেখি, ঠাকুর ঝি আর ঠাকুর জামাই এখন কি কচ্ছেন?

পত্র। এখন গ্রাম্য সম্ভ্রান্ত মেয়েরা, তাঁদের দেখ্‌তে এয়েছেন, তাই, ঠাকুরঝি ও রাজজামাই সেখানে বসে আছেন। ভাই বিনোদিনি! এস, আমরা একটুকু শিগ্‌গিরং করে, এই ফুলটী তুলে, ঠাকুরমন্দিরে গিয়া, সেখানকার পূজোর সামগ্রী সকল আয়োজন করে

রাখি গে। ঠাকুরজামাই ও রাজনন্দিনী, দেবদেব বিরূপাক্ষ ও মহামায়া কাত্যায়নীর পূজা কর্‌তে শীঘ্রই আসবেন।

(পুষ্পচয়ন করিতে করিতে উভয়ের গমন)

(দূরে শোণার প্রবেশ)।

শোণা। (স্বগত) রাজকন্যের উদ্যানে আজ্‌ যে বড়ই আশ্চর্য্য দেক্‌ছি। বাগানের আর পূর্ব্বের মতন শোভা নাই, গাছ পাতর সরোবর ঘর দোর অট্টালিকা ইত্যাদি সকলেরই নূতন নূতন শোভা। যেন বেশ পরিবর্ত্ত করে দাঁড়িয়েছে। আহা! আহ্লাদ আমোদ আনন্দোচ্ছব আজ্‌ যেন মানকের গায় ধচ্ছে না। তবে কি, যা শুনে এলেম তা সত্তি? (নেপথ্যে গীত) আহা! কে, এমন গান কচ্ছে গা? (আকাশে কর্ণ দিয়া শ্রবণ)।

(নেপথ্যে গীত)

অতি প্রফুল্লিত মনে, করিলেন মাল্যার্পণ।
হেমলতা বাহু তুলি, (তার গলে) করিলেন মাল্যার্পণ॥

একি কথা! রাজকন্যে এর মধ্যেই আবার কার গলায় মালা চন্দন দিলেন!

(পুন র্নেপথ্যে গীত)।

স্বকরে ব্রাহ্মণ কর, করিলেন ধারণ।
প্রণয়সূচক কর, (যতনেতে) করিলেন ধারণ॥

সে কি? সক কোরে আবার কার হাত চেপে ধল্লেন!

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে গীত)।

নম ব্রহ্মণায় বলি, চরণে দিল চন্দন।
সভা মাঝে রাজবালা, (নত মুখে) চরণে দিল চন্দন॥

তবে তো যা শুনে এলুম তা সত্তিই হলো! আবার ওকি শুনুম্‌?

নম বেহ্মণায়; আ কপাল! ও কপালে কি রাজার ছেলে মেলে নি; বেহ্মণের ছেলের জন্যে বুঝি পিতিজ্ঞা করেছিলে! ভাগ্‌গি তোমার! পাঁজি পুথি শাসতোর আলাপ বেশ কর্‌তে পার্‌বে!

পত্র। (দূর হইতে দেখিয়া) কি লো শোণা যে! এই মাত্র নাম কত্তে কত্তেই এসে পড়েছিস্; তুই অনেক দিন বাঁচ্‌বি।

বিনো। কেন লো! বড় হাঁফি দেখি যে?

শোণা। দিদি ঠাক্‌রুন! ঠাকুরঝিকে যিনি বিয়ে করেছেন, তিনি না কি বেহ্মণ পুত্তুর?

পত্র। হ্যাঁ। তাই কি?

শোণা। (সহাস্যে) তবে তো দিদি ভালই হয়েছে; ঠাকুরঝির আর বেহ্মণ পাদকের জন্যে উদ্বিগ্ন হতে হবে না।

বিনো। শোণা! তা মিথ্যা কি? একে বিপ্রের পা ধোয়া জল, তাতে আবার পতির চরণামৃত; এ যেন চিনির পানায় মধু মিশান হলো।

পত্র। ওলো শোণা! তুই তো বরকে দেখিস্ নি! আহা! কি অলৌকিক রূপ লো! তাঁর মুখখানি দেখে, আজ কত রসবতী অন্তরে পুড়ে মচ্ছে।

বিনো। তবে বুঝি তোমারও তাই হয়েছে?

পত্র। মনে মনে বুঝে দেখ। লোকে বলে নিজের মন দিয়া পরের মন জানা যায়, একথা মিথ্যা নয়।

শোণা। ভাল খাব, ভাল পর্‌বো, এ আশা কার না আছে? ঠাকুরজামাইকে দেখে মেজ দিদি ভুল্লেন, বড় দিদি অমনি থাকুলেন। তাঁর মন্‌টা বড় খাঁটি দুদ্, শীগ্‌গির নষ্ট হয় না, কেন্তো গোচোনার কাছে উজু!

বিনো। (হাসিতে২) ওলো শোণা! তোর হাতে ওকি?

শোণা। পদ্ম-নাল।

পত্র। দেখি!

(আবৃত বস্ত্র খুলিয়া দর্শন)

এ নাল্ নয়, এর নাম্ নীল পদ্ম।

শোনা। তা যাই হোক্, দিব্বি২ দেখে পুষ্প-ফুল গুলিন তুলিছি। তা এখন দেখছি যে ফুল, না, পুষ্প-ফুল গুলিন এনে ভালই করিছি, এ এখন ঠাকুরঝি আর ঠাকুরজামাইকে ভেট দেবো, সুধু ভেটও নয়, শোবার বেলায় পুষ্প-ফুল শয্যা করে দেবো।

পত্রলেখা ও বিনো। (সহাস্যে) পুষ্প আর ফুল এ হলো দুই নাম, তা একবারে বলিস্ কেন?

শোণা। শিখ্লুম, তোমরা আমাকে শিখিয়ে দিও।

পত্র। ঠাকুরজামাইয়ের সঙ্গে কথা বল্‌তে পার্‌বি তো?

শোণা। পার্‌বো বইকি। তাঁর নাম কি?

বিনো। (হাসিতে২) কথা কইতে পার্‌বি! (কর্ণে২) এই তাঁর নাম শুন্‌লি।

শোণা। নামটিওতো বেশ! তা আগে তাঁকে দেখি তো, কথা কইতে পার্‌বো কি না, পাছে বুজ্‌বো। তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই বুজ্‌বো।

(প্রস্থান।)

বিনো। প্রিয়সখি! এস যাই। কত কাজকর্ম্ম পড়ে আছে, সে সকলগুলি সার্‌তে হবে; আর প্রধান কাজই একটা রয়েছে, বাসরসজ্জা। মালা আদি পুষ্পভূষণ তা মালিনীই দেবে, মন্দিরও পুষ্প-দ্বারায় সুসজ্জিত সেই কর্‌বে, তথাপি আমরা উভয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে পছন্দমত কাজ করিয়ে নিতে হবে। তারপরে ঠাকুরজামাইদের লয়ে আমোদ প্রমোদ কর্‌বো।

(নেপথ্যে)। হে সুখাসীন মহাশয়! একবার দাঁড়াইয়া দেখুন,

ঐ জাতি, যূথী, মালতী, মল্লিকা ইত্যাদি পুষ্পবান বৃক্ষ, আর আম্র, নিচু, কুল, পিয়ারা ইত্যাদি ফলবান বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধ সৌরভসম্পন্ন পুষ্পস্তবকাকীর্ণ ও ফলভরে অবনত হইয়া, নয়নের কেমন অপরিসীম প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে। বসন্তকাল; এই সময়ে পুষ্প ও ফলের শোভা যেমন, নব নব পল্লবগুলির শোভাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। আবার বৃক্ষোপরি পক্ষীগণ মধুরস্বরে অবিরত গান করিতেছে। কোন কোন বৃক্ষতলে পক্ষী সকল আহারান্বেষণে পুচ্ছদেশ কম্পন করিয়া কেমন মনোহর নৃত্য করিতেছে। কোন২ স্থানে পক্ষীসকল চঞ্চুপুট দ্বারায় এ উহার বিস্তারিত পক্ষ কণ্ডূয়ন করিতেছে। কোন২ বিহঙ্গম নিবিড় পল্লব মধ্যে, শূন্যে ও ভূমে পরমসুখে কান্তাসহ বিহার করিতেছে। ইহা দেখিলে কোন্ ব্যক্তির অন্তর প্রফুল্লিত না হয়? মহাশয়! একবার এই উপবনের মধ্যে প্রবেশ করুন, গুণে অলঙ্কৃতা, রূপে সজ্জিতা, নবযৌবন সম্পন্না প্রিয়ভাষিণী, সুচারুনয়না এমন অনিন্দিতা একটী ললনাকে সঙ্গে লইবেন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে মানবজাতির সুখ বাসনা কেমন প্রবল? সে যাহা হউক, এখন রাজজামাতা কোথায় আছেন, বিজয়কুমার কি করিতেছেন, তাহাই অবগত হউন। এই যে রাজনন্দিনী হেমলতার উপবন, মন্মোহন এখন ইহারই মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। নবযৌবনা রাজকুমারী হেমলতা তাঁহারই পরিণীতা হইয়াছেন, সুতরাং তিনিও কান্তের বামপার্শ্বে উপবনের শোভা দর্শন করিতেছেন। মহাশয়! মন্মোহনের বদন একবার অবলোকন করুন, এমন সুখে কোথায় উজ্জ্বল হইবে, না বিষাদ-চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বিষাদের কারণ কিছু বুঝিতে পারিলেন? ইহাঁর সখা বিজয়কুমার, মনোহারিণীর উদ্দেশে প্রস্থান করিয়াছেন।

পত্র। ঐ এয়েছেন। সখি! চল আমরা ফুল নিয়ে দেবমন্দিরে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(মন্মোহন হেমলতা ও শোনার প্রবেশ)

মন্মো। (স্বগত) পাইলে দরিদ্র জনে মহারত্ন ধন,
না জন্মায় কোন্ সুখ শরীরে তাহার ?
নবীন-কোমল-কান্তি, অমল বদনী,
পেয়েছি তাহায় সখে! তব গুণে আমি।
যথা দস্যুগণে নৃপদুত, করে করে—
করিলে বন্ধন ;—বাক্‌হীন মুখে সবে,
করয়ে গমন। রাজপুত্র বৃন্দ তথা,—
মলিন বদন লাজে নিরীক্ষে ধরণী।
হারি একে একে, সভাতলে উপনীত।
কি জিনে তাহার অঙ্ক ? কুমারের দলে,—
(আমি অগ্রে) যাই, এ শব্দের বিপর্য্যয়।
দ্বিজবর যারা ছিল অঙ্কে সুশিক্ষিত,
ইরম্মদ বেগে সবে হারি পলাইল।
চমকিল! কেহ আর করে না সাহস,—
খর্ব্বিতে ললনা গর্ব্ব। এবে "জগদীশে"
স্মরি, প্রিয়বর! আমি করিনু সাহস;
গন্ধর্ব্বী প্রদত্ত তব মায়া বিদ্যাবলে,—
অবহেলে তায়, করিলাম পরাজয়।
সমক্ষে সবার, হেমলতা দত্ত হার—
ধরিনু কণ্ঠেতে ; চূর্ণি গর্ব্বিতের গর্ব্ব।
চতুর্দ্দিকে শুনিলাম মঙ্গল বাজনা।
অপূর্ব্ব সুখের সুখী, তব গুণে আমি।
বন্ধো হে! তোমার ঋণ, কেমনে শোধিব ?"

কত দিনে। হায়! হৃদয় ব্যাকুল মম;—
অদর্শনে তব, নির্ম্মল বদন বিধু,
কেমনে ধরিব প্রাণ হইয়া কঠিন।
যে কালে বলিলে সখে! শুধিয়া আমায়,
"প্রিয়তম! হর কাল শ্বশুর আবাসে,
গমন আমার এবে কুমারী নগরে।
পুনঃ পরস্পরে শীঘ্র মিলাবেন বিধি।
ঘনাচ্ছন্ন কতক্ষণ শরত চন্দ্রিমা?
তামসী যামিনী ভ্রাতঃ! স্থায়ী কত কাল?"
সুন্দর এরূপ তব বচন শ্রবণে,
আনন্দ বিহ্বলে কিম্বা সংমোহের মোহে;
না স্মরি উত্তর কাল বিদাইনু তব।
এখন বিচ্ছেদ শরে, হরে কিন্তু প্রাণ।
অবধি আজন্ম হায় না জানি বিচ্ছেদ,
আজি কিসে হই স্থির তব অদর্শনে?

(মৌনভাবে চিন্তা) হায়! আমি কি নৃশংসের মত কার্য্য করেছি। প্রিয়তম! মৃগয়ার দিবস তোমাকে, সেই কামিনীর জন্য অতিশয় ব্যাকুল দেখলাম, কেবল ধৈর্য্য-গুণ ও গম্ভীর স্বভাব বশতই স্ত্রীদিগের ন্যায় মুক্তকণ্ঠে রোদন না করে, তুমি এ পর্য্যন্তও স্থির ভাবাপন্ন ছিলে। কিন্তু অন্তরে তোমার বিষম সন্তাপ ও কামিনীপ্রাপ্তি পক্ষে আগ্রহাতিশয়, যে উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলাম। সখে! অন্তরে যাহার, নির্ব্বেদ ও নির্ব্বিকার উপস্থিত, তাহার আত্মসুখ চেষ্টা রহিত হয়; এ কথা অতি যথার্থ। হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম, কেন তোমার সঙ্গে গেলাম না?

এখন কে তোমার সঙ্গে যাইবে? তুমি কার আশ্রয় লয়ে কোথায় গমন করিবে? কি উপায়ে কামিনীরত্নের অনুসন্ধান পাইবে? আজও তুমি যৌবন সীমায় উত্তীর্ণ হও নাই, যদি তোমার কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, তখন তুমি কি করিবে? ক্ষুধার সময় কে তোমাকে আহার, ও তৃষ্ণার সময় কে তোমাকে পানীয় প্রদান করিবে? যখন তুমি বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে, ক্ষুব্ধচিত্তে ম্লান-বদনে রোদন করিতে থাকিবে তখন কে তোমাকে সান্ত্বনা বা উপদেশ প্রদান করিবে? আর আমাদের উদ্দেশ হইলে যখন আমাকে এই অবস্থায় দেশে লয়ে মহারাজ ও মহারাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিবেন যে মন্মোহন! আমার বৎস বিজয়কুমার তোমার সঙ্গে মৃগয়ায় গিয়াছিল, এখন তুমি তাকে কোথায় রেখে এলে? তখন আমি কি উত্তর দিব? কি বলে তাঁদের প্রবোধ করিব? বিপদকালে একমাত্র বান্ধবই আশ্রয় স্বরূপ হয়ে অগ্রে দণ্ডায়মান হয়, তা, আমি তার কি করিলাম? আমি পাপাত্মা, আমি নরাধম, তোমার সঙ্গে গমন কর্‌বো, সুউপায় কর্‌বো, তোমার পরিণয় সম্পাদন কর্‌বো, ইহা প্রতিশ্রুত হয়েও কার্য্যতঃ কিছুই করিলাম না! আমার মত পাপাত্মা, আত্মসুখে রত, মিথ্যাবাদী, কি আর একটী এ ভূভারতে আছে?

(অন্তর্গত রোদনের সহিত চিন্তা)।

নেপথ্যে। ওহে কুমার! বয়স্যের নিমিত্ত বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ কর। তোমার কি স্মরণ নাই! আমি তোমাদের উভয়েরই হিত-সাধনে রত আছি; এখন তোমার বন্ধুর আহার পানীয় ও সহায়তা আমিই করিব, সেজন্য তুমি আর চিন্তা করিও না।

(পত্রলেখার প্রবেশ)।

পত্র। আসুন২ ঠাকুর জামাই! এই দিকে আসুন।

মন্মো। (অন্য দিকে) এই যে অলক্ষ্য বাক্যে প্রবোধ দিলেন, ইনি কি সেই মেঘমালা!

পত্র। (সহাস্যে) ঠাকুরজামাই! এই দিকে আসুন।

মন্মো। (পত্রলেখার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) হা জগদীশ্বর! প্রাণোপম বান্ধবের কমলবদন, পুনরায় কত্তদিন পরে দেখ্‌তে পাব?

পত্র। (উচ্চৈঃ হাস্যে) বলি, ঠাকুরজামাই! আপনি বধির না কি হে?

শোনা। বালাই, বধি আবার হবেন কেন। নির্জন্‌কালে জায়-গায় হলে, তোমার মত কত দিদিকে কথায় কথায় উনি বেঁধে ফেল্‌তে পার্‌তেন।

হেমলতা। (ঈষদ্ধাস্যে) নাথ! আপনাকে এখন অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি কেন?

মন্মো। হাঁ, কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কই ছিলাম, চল প্রেয়সি! এখন কর্ত্তব্য কার্য্যে যাই।

হেম। অগ্রে চলুন।

(সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(শাল্বদ্বীপের রাজপথ)।

(কুম্ভ কক্ষে, গুণ২ স্বরে গীত গাইতেং এক অবলার প্রবেশ)

(গীত)।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা।

নাথ! নিবেদি চরণে।
বিদেশে যখন, করহে গমন, আমি কেঁদে সারা হই প্রাণে॥
গৃহকর্ম্মে হয় অলস অন্তর, অপূর্ব্ব বহ্নিতে দহে কলেবর,
তুষানল প্রায় সদা জ্বলে কায়, ক্রমে বৃদ্ধি পায় গেলে নির্জ্জনে॥
পতি যে কি ধন, কত প্রয়োজন, জানি না যখন, সুখে কাল হরণ,
জেনেছি এখন, পতির বেদন, সদা জ্বালাতন, তোমা বিনে॥

(স্বগত) আজ আমি প্রাণনাথকে মনের সকল দুঃখ প্রকাশ করে বল্‌বো। আর কখনই তাঁকে বিদেশে যেতে দিব না, তাঁর বিরহে আর আমি জীবন ধারণ কর্‌তে পারবো না।

(অপরদিকে কুম্ভকক্ষে অন্য অবলাগণের প্রবেশ।)

সকলে। ওলো ফুল! গুণ২ করে ও কি বল্‌ছিস্ লো?

প্র, অবলা। (সলাজে) না দিদি! এমন কিছু নয়।

দ্বি, অ,। গোপন কচ্ছো কেন, আমাদের মেয়েজাতির মনের কথা কি আর গোপন থাকে?

তৃ, অ,। ঠিক্ বলিছিস্ ভাই! পুরুষে বলে যে গোপনীয় কথা

স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করা অনুচিত, সে কথা যথার্থ, আমাদের মেয়ে-জাতির পেটে কথা মজে না।

চ, অ। ওদের শোণামণির কথা শুনেছ!

দ্বি, অ,। কি করেছে গা?

চ, অ। তাঁর স্বামী তাকে এক দিন বলেছিল যে, একটী ব্যারাম হওয়ায় আমার মুখের মধ্যে পাখীর ঠোঁটের মত কি একখানা হয়েছে। শোণামণির ভাতার নাকি এই কথা বলেই, অন্যের কাছে প্রকাশ কর্‌তে তাকে বারণ করে দিয়েছিল। তা শোণামণি একদিন কথায় কথায় তার মেজো দিদিকে ঐ কথা বলে দিয়েছে। তার পর মেজো দিদি আবার আর কার কাছে বলেছে যে, শোণামণির ভাতারের মুখ হতে পাখীর ঠোঁট্ একখানি বেরোয়। সে আবার গিয়ে অন্য একটী স্ত্রীকে বলেছে যে, শোণামণির ভাতারের মুখ হতে একটী পাখীর গলা পর্য্যন্ত বেরোয়। কথায় কথায় তোকে বল্লেম্ কিন্তু সে আমায় বারণ করেছে, তুই একথা কারো কাছে প্রকাশ করিস্ না। তার পরে বোন! ও মাগী ঐ কথা শুনেই ঘাটে স্নান কর্‌তে গিয়ে, পা ঘস্‌তে ঘস্‌তে, সকলের কাছে বল্‌ছে, ও লো! তোরা শুনেছিস্, শোণার ভাতারের মুখ হতে, একবার একটা পাখী বেরোয়ে উড়ে যায়, আবার মুখের ভিতরে ঢোকে!!!

এই তো ভাই শুন্‌লে! মেয়েদের কথা এই মতই গোপন থাকে। (হাস্য)

দ্বি, অ,। মাগীদের মন যেন একেবারে খোলা।

তৃ, অ,। (হাঁসিতে হাঁসিতে) এই খোলা মনেই কত নাগর আটক হয়, তা একটুকু বাঁধা বাঁধি হলে তো আর রক্ষা ছিল না।

প্র, অ,। সে কথা যাক্। দিদি! রাজকন্যার বিয়ে হবে শুন্‌তে পাচ্ছি, তোমরা তার কিছু শুনেছ?

দ্বি, অ,। বিয়ে হবে ববরবিতো অনেক দিন ধরেই শুন্‌ছি,

কিন্তু কবে যে হবে তার দিন্‌ক্ষেন কিছুই শুনিনি। এদিকে ধুমধামে সহরশুদ্ধ তোলপাড়।

রাজনন্দিনীর বিয়ে হইবে হইবে।
নগর এ শাল্বদ্বীপ শোভিবে শোভিবে॥
প্রজাগণ মহানন্দে উৎসব করিবে।
প্রতি দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ কদলী শোভিবে॥
নৃত্য গীতে জন মন তোষিবে তোষিবে।
সুখেতে নিমগ্ন সুখে হাসিবে হাসিবে॥
স্থানে স্থানে পট্ট ধ্বজা উঠিবে উঠিবে।
দ্বিজগণ হর্ষে বেদ পঠিবে পঠিবে॥
কত শব্দে সুমধুর বাজিবে বাজিবে।
রাজসৈন্য মহাধুমে সাজিবে সাজিবে॥
যাহার যাহায় শ্রদ্ধা খাইবে খাইবে।
কুমারী মঙ্গল, সবে গাইবে গাইবে॥

নাগরেরা যে, সদাই বল্‌তো; রাজা এবার অকাতরে খরচ কর্‌বেন। প্রজারা রাজকোষ থেকে টাকা এনে এনে মঙ্গলোচ্ছব কর্‌বে। তাই! এ সব আনন্দ উচ্ছব তো, আজ কয় দিন হতে হচ্ছে! তবে রাজকুমারীর বিয়ে যে কবে হবে তার কিছুই শুনি না কেন?

তৃ, অ। না ভাই! এবার রাজকুমারীর বিয়ে হবেই, এই যে, কয় দিন ধরে রাজকুমারেরা সব আস্‌ছেন, ভাটেরা ডাক হরকরার মত দৌড়াদৌড়ী কচ্ছে।

দ্বি, অ। তুই জানিস্! একি স্বয়ম্বর হবে?

তৃ, অ। তা বই আর কি? স্বয়ম্বর বিয়েই তো, সব পক্ষে ভাল।

প্র, অ। ইচ্ছাবর বিয়ে যে সব চেয়ে ভাল, তার আর সন্দেহ কি?

দেখ, তারা মনের মতন পুরুষ বেছে নিয়ে, আহা! কেমন সুখে দিন কাটায়। আর আমাদের বাপ্ মা, যেন সে সময়ে চোক থাক্‌তেও অন্ধ হন! হয় স্বর্ণলতা মেয়েকে এক মূর্খ কি কুচ্ছিতের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বস্‌লেন; আর নয়, ষোল্ল সতের গণ্ডা বয়েস হবে, তার হাতে মেয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তি হলেন। পোড়া কপাল আর কি! তার চেয়ে যে যমের হাতে দেওয়াও ভাল। আরো দেখ, কোন কোন স্থানে এমন হয়, যে কন্যাকেই পুরুষের মনে ধরে না। কিন্তু বোন! "রূপ, গুণ ও বয়েস বিবেচনা না করে, এক জনের গলায় একটা বাঁদর বেঁধে দিলে, তার মনে তা ধরবে কেন? গতিকেই আমাদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অনেক ব্যভিচার দোষ ঘটে উঠে। তাই বলি, যদি আমাদের মধ্যে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত থাক্‌তো, তবে এরূপ বিরূম বিষম কাণ্ড কারখানা প্রায় হতো না।

চ, অ। ইচ্ছাবরেও যদি মনমত পতিলাভে বঞ্চিত হতেম তাতে মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম যে, নিজের বিবেচনা করে আপন হাতেই বিষ খেয়েছি, এতে আর অন্যের দোষ কি? মন্দ হলেও আপন হাতে যে গাছ রোপণ করা যায় তাকে কেহই ছেদন কর্‌তে পারে না। আর এ হচ্চে যে ধরে বেঁধে হরিভক্তি।

দ্বি, অ। হ্যাঁলা! তুইতো লেখা পড়া শিখিছিস্, ভালমন্দ বিবেচনা কর্‌তে পারিস, তা বল্ দেখি এখন কি মনের মত পুরুষ ঠিক করে মা বাপকে বলে বিয়ে করা যায় না?

চ, অ। না লো বোন্! তা যে হয় না, মেয়েদের যখন বিয়ে হয়, তখন কি তারা জানে যে, ভাতার কি প্রয়োজনের বস্তু ও কত আদরের ধন। তখন ওরা লজ্জার বশই থাকে, অনঙ্গের প্রাদুর্ভাব তো জানে না?

প্র, অ। দিদি! চেয়ে দেখ, ঐ বকুলতলায় কে বসে তোমাদের কথা শুনছে।

সকলে। অবাক্ করেছে। ছি ছি কি লজ্জা! আয় লো সিগ্‌গির আয়! আমরা যাই।

প্র, অ। ও ফুলমণি দিদি! ও কি লো? এদিকে যাওয়ার জন্যও তাড়া কচ্ছো, ওদিকে বকুলতলেও এক একবার আড় নয়নে চাচ্ছো, ফাঁদে পা দিয়েছ নাকি? চল চল! আর ওরূপ করো না, পাছে কেউ আবার দেখ্‌বে।

(সকলের প্রস্থান)।

(বিজয়কুমারের প্রবেশ)।

বিজয়। (স্বগত) আমি যার জন্যে স্বরাজ্য ও পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করেছি, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছি, দণ্ডীর মত দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হয়েছি, হায়! এত কষ্টেও তার দর্শন পেলাম না। প্রিয়তমে! আমি তোমার নিমিত্ত কত ভয়ানক বন, নদী ও পর্ব্বত সমাকীর্ণ দেশ সকল অতিক্রম করে, অদ্য তোমার এই পিতৃনগরে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখন কি তোমার দর্শন পাব? তুমি যে আমার পক্ষে অন্ধের আদর্শ স্বরূপ হইলে! আমি কি তোমার ও মধুর বাক্য শুনে আর কর্ণকুহর সার্থক কর্‌তে পার্‌বো না? তুমি কি এতই নিষ্ঠুরা? আর কি তোমার মনে নাই! তুমি যে সেই দিন কান্ত বলে সম্বোধন করে, আমাকে প্রণয়-পথের পথিক করে পলায়ন করেছ, সুন্দরি! চেয়ে দেখ আজ তোমার সেই কান্তের আসন্নকাল উপস্থিত, এই সময়ে একবার দেখা দাও! তাপিত হৃদয়, দগ্ধপ্রাণ, গাত্রজ্বালা নিবারণের জন্য এই বকুলতলে বসেছিলাম, সুস্নিগ্ধ সুরভিযুক্ত মন্দ মন্দ সমীরণ আমার শরীরে লাগিতেছিল, তথাপি আরাম বোধ হলো না, দগ্ধ হৃদয় আরও দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠলো। হায়! হায়! এখন কি করি, কোথায় যাই, কোথায় গেলেই বা আমার এ গাত্রজ্বালা নিবারণ হয়। (মৌনভাবে ইতস্ততঃ গমন ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ

করিয়া) এই যে সম্মুখে একটী পুষ্পোদ্যানের দ্বার দেখা যাচ্ছে, যাই ইহার মধ্যেই যদি প্রিয়তমার দর্শন পাই।

(প্রস্থান।)

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (স্বগত) আর কি, এখন পরমেশ্বরের হাত। আমাদের যতদুর সাধ্য, সকলি কল্লেম। মহারাজ আমায় বলে দিলেন যে, বয়স্য! তুমি গিয়া কুমারীর বিবাহ সংক্রান্ত কয়েকটী নূতন নিয়ম নগরে প্রচার করে এস গে। এক্ষণে আমিতো সে সকল সমাধা করে এলেম। আহা! এ নগরটী একেই উজ্জ্বল, প্রজাগণ কি আবার মঙ্গলোৎসবাদি করে সোণার উপরে রসান কর্‌বে! যাহোক, মহারাজ ভক্ষ্য ভোজ্য দানের যেরূপ হুকুম করেছেন, তাতে আমার বড় সন্তোষ জন্মেছে, বড়ই আনন্দ বেড়েছে। আবার তাও বলি, এই যে সুকোমল-কান্তি রাজকুমারেরা কুমারী লাভ প্রত্যাশায় এসে পড়েছেন, কাল্‌কে যখন মহারাজ, সভায় গিয়া প্রতিজ্ঞা করে বস্‌বেন, তখন যে সকলেরি রাজকন্যা লাভ আশায় জলাঞ্জলি দিতে হবে। মহারাজও যার (তুমি যদি আমায় আক্রমণ কর, তবে তোমায় সমূলে নির্ম্মূল কর্‌বো) এই কথা শুনে ভয়ে মিত্রতা রেখেছেন। উঃ! কি ভয়ানক কথা গো! ঈশ্বরের ইচ্ছায় রাক্ষসটা আজ অবধিও আমাদের এদিকে কোন উৎপাত করে নি। আর মহারাজ বীরসেন একজন অদ্বিতীয় যোদ্ধা, তিনি যার কাছে পরাভব পেয়েছেন, কোন্ বালকের সাধ্য যে, তাকে একক বিনাশ করে! আবার যদিই ক্রোধান্ধ হয়ে সকল রাজকুমার একত্র হয়েই রাক্ষসটাকে মেরে ফেলেন, তবে রাজকুমারীই বা কার প্রাপ্য হবেন! শেষে কি আবার এই নিয়ে একটা গোলযোগ উপস্থিত হবে? এ যে বিষম সঙ্কট উপস্থিত দেখ্‌ছি।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•০০০—

(কুমারীর অন্তঃপুর গৃহ।)

কুমারী। (বিষাদিত বচনে রোদন করিতে করিতে) হায় হায়! আমার অমূল্য নিধি কে অপহরণ করিল, গুণসাগর! রূপনিধে! তুমি কোথায়? আমি নিতান্ত হতভাগিনী, যে চিরবাঞ্ছিত রত্ন প্রাপ্ত হয়েও সুখলাভে বঞ্চিত হলেম।

(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

মায়াবিনী। একি !! রাজকুমারী হঠাৎ যে নিশ্বাস হীন ও জ্ঞান-শূন্যা হয়ে, ছিন্না লতার ন্যায় পৃথিবীকে আশ্রয় করে পতিত হলেন। হা হা! কি হলো; ওরে জয়ে! শীঘ্র আয়, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

জয়া। ওগো! তোমরা অত ব্যস্ত হয়োনা, নিতান্ত দুর্ব্বলতায় ঠাকুরঝির এরূপ মোহ জন্মেছে। যাও, শীঘ্র একটুক জল আন, আমি বাতাস কচ্ছি।

কামিনী। ওরে! এই আমি জল এনেছি, (সহর্ষে) ঐ যে ঠাকুর-ঝিও চৈতন্য পেয়েছেন।

মায়া। ঠাকুরঝি! তোমার কি হয়েছে? নিদ্রা হতে রোদন কত্তে কত্তে উঠেই অচেতন হলে কেন?

কুমারী। সখি! আর কি শুনবে? (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও বস্ত্রাবৃত মুখে রোদন)

জয়া। (সবিস্ময়ে) দেবি! তোমার চক্ষে জল দেখে আমাদেরও বিষাদ হচ্ছে। প্রিয়সখি! তোমার কি হয়েছে? বল না।

কুমারী। (লাজে ও বিষাদে) সখি! আমার যে কি হলো,

তা কেমন করে বল্‌বো! (স্বগত) আহা! সেই নির্ম্মল মুখারবিন্দ কি আর দেখ্‌তে পাব? নয়ন! তুমি ধন্য, যেহেতু তাঁকে ক্ষণমাত্র দর্শন করেছ। কর্ণ! তোমার ক্ষোভ মিটে নাই, তথাপি সুখী হয়েছ। হস্তের কেবল আশা মাত্রই সার, তাঁকে ধরবার জন্য কর প্রসারণ কর্‌লাম, কিন্তু স্পর্শ কর্‌তে পার্‌লাম না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথায় পলায়ন কর্‌লেন, আর দেখ্‌তে পেলাম না। হায়! হায়! তাঁর অদর্শনে আমি এতক্ষণও জীবিত আছি। (অধোদৃষ্টে রোদন)

কামিনী। প্রিয়সখি! তুমি কাঁদছ কেন? তোমার দুঃখ দেখ্‌লে আমরা যে কত কাতর হই, তা কি তুমি জান না। তুমিই তো বল্‌তে যে, আমি অন্যমনস্ক হয়ে আর তোমাদের দুঃখ দিব না। ঠাকুর ঝি! আজ কি সে কথা ভুলেছ। (রোদন)

কুমারী। (অশ্রু পূর্ণ লোচনে, ধীরে ধীরে) তা আমি ভুল্‌বো কেন? সখি! তোমরা যে আমার সুখ দুঃখ ভাগি, তোমরা যে আমার রক্ষা কারিণী, তোমরা যে আমার উপদেশ দায়িনী, তাকি আমি জানি না?

মায়া। ঠাকুরঝি! আমরা তোমার সুখ দেখ্‌লেই সুখী ও দুঃখ দেখ্‌লেই কাতর হই। কিন্তু তোমার কি স্বভাব! সুখের কথাটী জিজ্ঞাসা না কর্‌তেই বলে থাক, কিন্তু দুঃখের কথাটী এত গোপন কর কেন?

কুমারী। প্রিয়সখি! এ যে দুঃখময় সংবাদ, ইহা শুন্‌লে তোমাদের পরিতাপ জন্মিবে বলেই গোপন কর্‌ছি। যা হোক্, তোমাদের যদি এতই অভিলাষ হয়ে থাকে, তবে শ্রবণ কর। সখি! আমি স্বপ্নে অদৃষ্টপূর্ব্ব এক পুরুষের সহিত শাস্ত্র বিচার কর্‌লাম। আহা! তাঁহার কি অসামান্য লাবণ্য; বোধ হয় যেন, প্রহারোদ্যত শত্রুও সে কমল-মুখখানি দেখ্‌লে আহ্লাদিত হইত, এমনি অঙ্গসৌকুমার্য্য ও উজ্জ্বল মূর্ত্তি। (স্বগত) হায়! কি চপলতা প্রকাশ কচ্ছি। স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে কি সহিষ্ণুতা গুণও আমাকে পরিত্যাগ করিল?

ছিছি! লোকে বলে যে, বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষা দিলে, পরিণামে তাহার মহা অনিষ্ট হয়, ইহার প্রথম উপমানই যে আমি হইলাম।

(লজ্জাবনত মুখে চিন্তা)

জয়া। সখি! তোমার এই বিলাপ, আবার এই লজ্জা।

কুমারী। লজ্জা কি সখি! আর কি আমার লজ্জা আছে? আমি যখন অপরিচিত পুরুষের সমক্ষেও অম্লান চিত্তে কথা বল্‌তে পার্‌লাম, তখন আমার আর কি লজ্জা আছে?

মায়া। সে অপরিচিতের সঙ্গে কি কি আলাপ হলো?

কুমারী। তবে শুন। (অধোদৃষ্টে চিন্তা)

কামিনী। প্রিয়সখি! এই আবার যে লজ্জা।

কুমারী। তবে কি তোমরা যথার্থই শুন্‌বে?

সকলে। যথার্থ বই কি অযথার্থ বল্‌বে?

কুমারী। তবে শুন। আমার সেই প্রাণেশ্বর, না, সেই যুবা পুরুষ।

সকলে। (উচ্চৈঃ হাস্য)। যা হোক্ সখি! বিয়ে না হতে তো, আগে ডাক শিখেছ।

বিনোদিনী। দোষ কি? পড়ে পাওয়া যে চোদ্দ আনাও লাভ।

কুমারী। (সলাজে মুখ ফিরাইয়া) যাও সখি! তোমরা বড় খারাপ। (চক্ষু মুদিত করিয়া, স্বগত) প্রাণেশ্বর! আমি মুখেই লজ্জা প্রকাশ কর্‌ছি বটে, কিন্তু অন্তরে তোমার নিমিত্ত মহা ব্যাকুল হচ্ছি। তোমার সেই মনোহর সম্ভাষণ আমার হৃদয় পটে জাগরূক রহিয়াছে। আহা! আমি ইতস্ততঃ যেন তোমাকেই দেখ্‌ছি, তথাপি তুমি এ অধীনাকে অনুগ্রহ কর্‌ছ না; কেন নাথ! এই কি তোমার পরিহাসের উপযুক্ত সময়? (অধোবদনে রোদন)

জয়া। ঠাকুরঝি! তুমি আবার কাঁদছ যে? তোমার কথায় আমরা যে হেসেছি, তাইতে কি তুমি মনে দুঃখ পেয়েছ? দাসীগণ ঠাকুরাণীরই অনুরক্ত, ঠাকুরাণীর গৌরবেই তারা গর্ব্বিত হয়ে থাকে; অতএব প্রিয়সখি! তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর; আর কেঁদনা।

কুমারী। (বিরক্ত ভাবে) তোমরা যে হয় নয় কথাতেই ক্ষমা প্রার্থনা কর, উহাতে আমার বড় দুঃখ হয়।

জয়া। প্রিয়সখি! ও সব কথা পরিত্যাগ কর। এখন সেই স্বপ্নের বৃত্তান্তটী আমাদের কাছে বল।

কুমারী। সখি! শুন। সেই অসামান্য গুণনাগর, না অসামান্য গুণসাগর,—

জয়া। প্রিয়সখি! বিনয় করি, আমাদের কাছে কিছুই গোপন করো না।

কুমারী। সখিরে! সেই গুণনাগর আমার নিকটে আগমন করে,—(স্বগত) প্রাণেশ্বর! আমি তোমাকে যে সকল প্রশ্ন দিয়াছিলাম, তা কি তোমার শ্রুতিকটু হয়েছিল? তাই বুঝি তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর্‌লে।

কামিনী। প্রিয়সখি! বল, মৌন হলে যে?

কুমারী। হাঁ, শ্রবণ কর! তিনি আমাকে সম্বোধিয়া বল্‌লেন, অয়ি সুলোচনে! আমি তোমার বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রেরও পরীক্ষা করিতে এসকল প্রশ্ন তোমাকে দিয়াছিলাম। যা হোক্ সুন্দরি! তুমি সংস্কৃত রঘুবংশ ও শকুন্তলা পড়েছ? রাজকন্যা ইন্দুমতী কি বিচারে মহারাজ রঘুর পুত্র অজকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন? শকুন্তলা মহারাজ দুষ্মন্তের কি কি গুণ দেখে তাঁহার ভার্য্যাত্বে স্বীকৃতা হইলেন? (বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু নিবারণ করতঃ) সখি! এই সমুদায় স্মরণ হওয়াতে আমার চক্ষে অজস্র জলধারা পতিত হইতেছে। (রোদন) অয়ি চঞ্চল-লোচনি! তোমার যদি অভিমত হয়, তবে আমাকে পতিত্বে গ্রহণ

কর। আমি তোমার রূপ, গুণ ও বিদ্যার পরিচয় পেয়ে, মোহিত হয়েছি। হা প্রাণেশ্বর! অমৃত তুল্য তোমার এই কয়েকটী শব্দ আমার জীবনাবশিষ্ট কাল পর্য্যন্তও স্মরণ থাকবে।

(মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত।)

জয়া। (কুমারীকে ক্রোড়ে লইয়া বীজন করিতে২ করিতে অশ্রুপূর্ণ লোচনে) প্রিয়সখী যে একটী স্বপ্ন দেখে এমন হবেন এ মনের অগোচর কথা। যাহোক, তোমরা ইহাকে খুব সান্ত্বনা কর। কাল যার স্বয়ম্বর হবে, আজ সে পতির জন্য এমন হলে লোকে শুনেই বা কি বলবে।

মায়া। হায় হায়! ঠাকুরঝি যে, এতক্ষণেও চেতন হলেন না। (উচ্চৈঃস্বরে) প্রিয়সখি! উঠ উঠ, তোমার এ দশা দেখে আমরা পাগলিনী হলেম।

(মূর্চ্ছাত্যাগ।)

কুমারী। (মুদিত নয়নে) সখিরে! দেখ দেখ, এই যে প্রাণনাথ আমার অগ্রে উপস্থিত। তোমরা অগ্রসর হও, প্রাণেশ্বরকে বসতে সিংহাসন দাও।

কামিনী। রাজনন্দিনি! একি, প্রলাপ বাক্য বলছ কেন? তুমি কোথায়? আর তোমার প্রাণনাথ কোথায়! তুমি কি অবস্থায় আছ একবার চেয়ে দেখ।

কুমারী। আঃ, প্রলাপ কেন? আমি কি কখন মিথ্যা কথা বলে থাকি? এই দেখ না সখি! আমার অগ্রে কে উপস্থিত। (চক্ষু উন্মীলিত করিয়া) হায়! সত্যই যে আমার প্রাণনাথ নাই। হায়! কি হলো? প্রিয়! আমাকে পরিত্যাগ করে কোথায় গেলে? এই কি তোমার উচিত? এই কি (লুক্কায়িত হয়ে) রহস্য করার উচিত সময়? যে সময়ে রুগ্ন ব্যক্তির প্রায় আসন্ন দশা উপস্থিত হয়, সেই সময়ে কি বৈদ্যের নব প্রস্তুত বিষাক্ত ঔষধ পরীক্ষার উপযুক্ত সময়? অতএব মিনতি করে বলি, হে বন্ধু! হে প্রিয়তম! হে কান্ত! দয়া করে অধী-

নীকে একবার দর্শন দাও। (রোদন ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সাহ্লাদে) এই যে, প্রিয়া দুঃখে ব্যথিত কান্ত আমাকে দেখা দিলেন। ওহে বন্ধু! সিংহাসন না পেয়ে অপমান বিবেচনা করে বুঝি তুমি প্রস্থান করেছিলে? ইহা তোমার নিতান্ত অন্যায়! এই অল্প দোষে কি অনুরক্তা কামিনীকে পরিত্যাগ করে যাওয়া উচিত? সখীগণ ভ্রমবশতই আসন প্রদান করে নাই। যাহোক সখে! আমি তোমাকে যৌবনরাজ্যের ঈশ্বরত্ব ও হৃদয় সিংহাসন প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর।

জয়া। প্রিয়সখি! তুমি যে একবারে উন্মাদের ন্যায় হয়ে উঠলে। তুমি বিদ্যাবতী, বিশেষতঃ বুদ্ধিমতী; তুমি যদি সৎ অসৎ বিবেচনা কর্‌তে না পার, তবে তোমায় প্রবোধ কর্‌তে কার ক্ষমতা?

কুমারী। (রোষবশতঃ) ওলো জয়ে! আমি কি উন্মাদ, আমি উন্মত্তের ন্যায় কোন্ কার্য্য করেছি! আমি কি কখন মিথ্যা কথা বলি, সখি! তোমরা ভাল করে দেখ, এই আমার সম্মুখে প্রাণকান্ত যুবরাজ।

মায়া। হায়! এ যে মহা উন্মাদ। দেবি! শান্ত হও। একবার চেয়ে দেখ, তোমার কান্ত কোথায়, আর তুমি কি অবস্থায়।

কুমারী। আঃ, তোমারও যে মহাভ্রম! সখি মায়াবিনি! তুমিই একবার ভাল করে চেয়ে দেখ, আমার সম্মুখে আর কে উপস্থিত?

মায়া। না, সখি! আমার ভ্রম হয় নাই। আমি খুব ভাল করে দেখ্‌লাম, তোমার সম্মুখে আমরা তিন জন ভিন্ন আর কেহই নাই। না হয় তুমিও একবার চেয়ে দেখ।

কুমারী। যখন তোমরা সকলেই এক কথা বল্‌ছ, তখন সত্য হলেও হতে পারে। (চমকিত চিত্তে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চতুর্দ্দিক দর্শন)।

কামিনী। আহা! এবার প্রিয়সখীর মনের দুঃখ মনেই থাকলো, প্রকাশ হতে পথ পেলনা। ঐ দেখ চোক দিয়ে ঝর ঝর করে কেমন বেগে জল পড়্‌ছে।

(কুমারীর মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

জয়া। (কুমারীকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে করিতে) হা সখি! হা রাজনন্দিনি! হা সুকুমারী কুমারী! আজ তোমার সুকোমল অঙ্গ কি একেবারে অবসান হলো? হা সর্ব্বনাশ! আমরা আর কার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বো? কার আশ্রয়ে আর আমাদের এমন সুখ হবে? আরে কপাল! দুঃখিনীর দুঃখ কি সঙ্গে সঙ্গেই গমন করে? (রোদন করতঃ কুমারীর অঙ্গে বারি প্রোক্ষণ ও বসনাঞ্চলে বীজন এবং মূর্চ্ছাত্যাগ।)

কুমারী। (উন্মত্তরূপে উঠিয়া) সখিরে! চল। প্রাণেশ্বর আমার উপবনে গিয়াছেন; আমরা পুষ্পোদ্যানে গিয়া তাঁকে দর্শন করি।

(এই বলিয়া দ্রুত পদে গমন ও হাহাকার করিতে করিতে সখীগণের অনুগমন)

(সকলেরপ্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(সঙ্গীত গৃহে নর্ত্তকীগণ আসীন)

(যন্ত্রাদি বাদ্য করিতে করিতে গীত)

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল একতালা।

অস্তাচলে দিবাকর, যবে করেন গমন।
কি আশ্চর্য্য অবনীতে, ঘটনা ঘটে তখন ॥
দেখ কেহ হরষিত, কেহ হয় বিষাদিত,
কুমুদিনী প্রফুল্লিত, নলিনী মুদে নয়ন ॥
ভাঙ্গিতে মানিনী-মান, প্রিয়গণ যত্নবান,
চক্রবাক্ স্বইচ্ছায়, করে বিচ্ছেদ-ঘটন ॥

নব বধূ পতি ভয়ে, থাকে শঙ্কিত হৃদয়ে,
যুবতী বিন্যাসে বেশ, বিরহি করে রোদন ॥

নেপথ্যে। বেশ! বেশ!

প্রথমা, নর্ত্তকী। (সহর্ষে) এস! এস! আমার প্রিয়সখীর প্রিয়-সখী এস! এই স্থানে উপবেশন কর।

(বিজয়ার প্রবেশ)।

বিজয়া। রাজনন্দিনী এখানে এসেছেন কি?

দ্বি, ন। না, আমরাও তো যন্ত্রের স্বর বেঁধে তাঁরি অপেক্ষা কচ্ছি।

বিজয়া। সময় অমূল্য ধন; ইহা, বৃথা নষ্ট কচ্চো কেন?

প্র, ন। তিনি না কি প্রমোদ বনে গিয়েছেন! কেন, কুমারীর তত্ত্ব যে?

বিজয়া। এমন কিছু নয়, গোটা কতক কথা আছে।

দ্বি, ন। শুনবার যোগ্য যদি হয়, তবে আমাদের কাছে বল।

বিজয়া! হাঁ, অবশ্য বল্‌বো, শ্রবণ কর। আমি আজ রাজ-নন্দিনীর আদেশে শিক্ষক মহাশয়ের কাছে গিয়াছিলাম। আহা! তিনি প্রিয়সখীকে বল্‌বার জন্য যে কএকটী উপদেশ কথা বলে দিয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার! যথা, বৎসে কুমারি! তুমি স্মৃতি-গুণসম্পন্না; অতএব পূর্ব্বে যে সকল উপদেশ পেয়েছ, তাহা সমুদায়ই তোমার স্মরণ আছে, তথাপি আজ আমি যে সকল উপদেশ প্রদান করিব, অথবা তোমার পিতা মাতা ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবেরা, যিনি, যে উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহা তুমি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিও। কেননা, সময়ান্তরে এ উপদেশ কোন কার্য্যকর হইবে না। উপদেশ অমূল্য রত্ন, ইহা যথার্থ; যদি সময় বিশেষে উপদেশ পাওয়া যায়। পুত্রি! একাধারে সর্ব্বগুণ সংযোগ বা বিয়োগ, প্রায়ই দেখা যায় না। ইহার মধ্যে বিবেচনা করা আবশ্যক; রূপবান্ ব্যক্তি

চক্ষের প্রীতি বর্দ্ধন করে; রূপহীন গুণবান্ ব্যক্তি অন্তরের প্রীতি জন্মায়; আর যে ব্যক্তি রূপবান্ ও গুণবান্, সে নয়ন মন উভয়েরই প্রীতি জন্মায়; আর যে ব্যক্তির রূপ নাই, গুণ নাই, অথচ বাচাল স্বভাব, সে আশু শ্রুতিযুগে অমৃত বর্ষণ করে থাকে। বাচালের সহিত যদিও প্রণয় জন্মে, তাহা ক্ষণভঙ্গুর; ক্ষণকাল পরেই লয় প্রাপ্ত হয়। রূপবানের সহিত প্রণয় মধ্যমীয়, যত দিন লালিত্য থাকে তত দিন প্রণয় থাকে, তার পরে প্রণয়ও নয় অপ্রণয়ও নয় এইরূপ অবস্থা জন্মে; কিন্তু যদি কোন কারণ বশতঃ ইহার মধ্যে একবার উভয়ের মনোভঙ্গ হয়, তবে কখনও আর সে মন প্রণয়-পরবশ হয় না। আর গুণবানের সহিত যে প্রণয় জন্মে, তাহা অবিনশ্বর; কখনই তাহার ধ্বংস নাই। অতএব পাত্রাপাত্র নির্দ্ধারণে সূক্ষ্ম বিবেচনার আবশ্যক। যেমন সুবর্ণ-খণ্ড কষণ বিনা নিশ্চয় হয় না; পত্যভিলাষিণী স্ত্রীদিগেরও সেইরূপ পরীক্ষা করিয়া পতি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। জীবন কাল যাহার সহ বাস করিতে হইবে, তাহার সহিত স্বভাবান্তর হইলে দুঃখের সীমা থাকে না। বিবাহবিধির দোষ নিবারণের জন্যই, পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ স্বয়ম্বর বিবাহ বিধান করেছেন; যে হেতু অগ্রে যাহা পরীক্ষা করে গ্রহণ করা যায়, পশ্চাৎ কখনই তাহা শোচনীয় হয় না। শুভে! রাজবালাগণ যেমন সূক্ষ্ম উপায়ে পতি গ্রহণ করেন, তাহা কিছুই তোমার অবিদিত নাই। বিদর্ভরাজ-তনয়া দময়ন্তী যেমন বিচারে নৈষধরাজ নলকে, ও রাজা বীরবাহুর দুহিতা ভদ্রা যেমন উপায়ে মহারাজ শ্রীবৎসকে, পতিত্বে গ্রহণ করেছিলেন, তুমিও সেইরূপ আপন অনুরূপ পাত্রে মাল্য প্রদান করে বিশিষ্ট সমাজে প্রতিষ্ঠা লভি কর। বৎসে কুমারি! এখন আমাকে স্থানান্তরে গমন কর্‌তে হল, অতএব সময়ান্তরে তোমাকে আরও উপদেশ প্রদান কর্‌ব।

শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে যা শুনে এলেম, এই তা সকলি অবিকল বর্ণন কল্লেম।

প্র, ন। এ সকল উপদেশে কি ফল হবে? যিনি মহারাজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌বেন, তিনিই তো রাজকুমারীকে পাবেন। তবে দোষ গুণের বিচার কিরূপে হবে?

তৃ, ন। (সহাস্যে) ঐ যে, ইতর ভাষায় বলে—

রাজার রাণী, কাণার কাণী।
যিনি যেমন ঠাকুর, তার তেম্‌নি ঠাকুরাণী॥

রতন কি কোথাও লৌহে খচিত হয়।

বিজয়া। শিক্ষক মহাশয় ইহাও বল্লেন যে, নিরূপিত সময় হলে, কে কারে রক্ষা কর্‌তে পারে, আর উহার বিপরীত সময়ে, কে কার বিনাশনে কৃতকার্য্য হয়? এই তো ত্রিশ একুশ বৎসর অবধি কত উপায় করা হলো, কই! সে রাক্ষসটাকে কি দমন করা গিয়াছে? আবার এখনি যে রাজনন্দনেরা একত্র হয়ে তাকে বিনাশ কর্‌বেন তারই বা নিশ্চয় কি?

দ্বি, ন। বেশ তো, যদি রাক্ষস টা আর দশ বৎসর না মরে, তবে কি রাজকুমারীর বিয়ে হবে না?

তৃ, ন। সে ও কি একটা কথা! রাক্ষস মলেই কি, বাঁচলেই কি; পূর্ণযৌবনা মেয়ে তো আর ঘরে বসিয়ে রাখা যায় না। এবার রাক্ষসই মরুক্‌, আর স্বয়ম্বরই হোক্‌, একরূপ হবেই হবে।

বিজয়া। ভাই! বোধ করি তোমরা শিক্ষক মহাশয়কে বিশেষ জান না? ইনি শিক্ষকতা কার্য্যে বেশ উপযুক্ত। শিক্ষা সম্বন্ধে ইহাঁর বিশেষ গুণ আছে। সর্ব্বদা আলস্য হীন হয়ে ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দেন। ইনি মনকে শিক্ষা দেওয়ার উত্তম কৌশল জানেন। ইহাঁর ছাত্রীরা সকলেই সুমতি, ধীরপ্রকৃতি ও মিষ্টালাপী এবং সুশিক্ষিতা। অধিক কি বল্‌বো, শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকের যে যে বিষয় জানা আবশ্যক, ইনি সকল বিষয়েই ব্যুৎপন্ন; বিশেষতঃ উৎপন্ন-বুদ্ধি, এই এক গুণে গুণী।

প্র, ন। হাঁ, শিক্ষকের চরিত্র অনুযায়ী যে, ছাত্রের চরিত্র হয় তার সন্দেহ নাই।

দ্বি, ন। তার পরে তুমি কোথায় গেলে?

বিজয়া। তার পরে আমি রাজকুমারী-প্রার্থি রাজকুমারগণকে দেখ্‌তে গিয়াছিলাম।

প্র, ন। কি দেখ্‌লে? সখি! তাঁদের গুণের কিছু পরিচয় পেলে?

বিজয়া। অনেক। ঈশ্বরের সৃষ্টির এমন নিয়ম নয়! যে যার চেষ্টা কর্‌বে সে তাই পাবে।

দ্বি, ন। তবে কি তাঁদের দোষও দেখ্‌লে?

বিজয়া। মুক্তা কি আর ছিদ্র শূন্য হয়ে জন্মে না।

দ্বি, ন। রূপের কথা বল্‌ছিনা, গুণের।

বিজয়া। কোকিলের স্বরে কি আর আমোদ জন্মে না?

দ্বি, ন। তবে হীরামন পাখীর দাম বেশী কেন?

প্র, ন। আ মরণ! এ মাগি কি নূতন রাঁড় হয়েছে নাকি। কথার ভাব টুকু বুঝ্‌তে পাল্লে না!

দ্বি, ন। যে সকল কথা বুঝে সে চোর।

প্র, ন। কথার গুণেই পণ্ডিত, কথার গুণেই বর্ব্বর।

তৃ, ন। সে কথা যাক সখি! তুমি এখন কি দেখ্‌লে? তাঁদের দোষ গুণের কথা কিছু আমাদের কাছে বল।

বিজয়া। সময় নাই। তাঁরা কুমারীর পরীক্ষা কর্‌বার জন্য যে সকল প্রশ্ন লিখেছেন, বোধ করি সে প্রশ্ন-কাগজ এতক্ষণ রাজকন্যার নিকটে গিয়াছে। যাই তাঁকে সংবাদ জানাই গে।

দ্বি, ন। ভাগ্য তোমাদের।

বিজয়া। কেন এমন কুলে গেলে?

প্র, ন। না বুঝে।

বিজয়া। "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"।

দ্বি, ন। তা বটে।

বিজয়া। (ঈষদ্ধাস্যে) তবে ভাই! তোমরা বসো, আমি এখন আসি।

তৃ, ন। প্রিয়সখীকে শীঘ্রই সঙ্গীত গৃহে লয়ে এস, আজ আমরা তাঁর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বিরহ বিষয়ক এক নূতন সঙ্গীত রচনা করেছি।

প্র, ন। (দেখিয়া) ঐ যে, সখী কামিনী আস্‌ছেন।

বিজয়া। কামিনীর আকার ইঙ্গিত দেখে, বড় ভাল বোধ হচ্ছে না।

দ্বি, ন। তাই তো! খঞ্জননয়নী কামিনীকে কখনও আমরা খঞ্জ-নের ন্যায় দ্রুতপদে গমন কর্‌তে তো দেখিনি। তবে উনি এখন এত চঞ্চল গমনে কোথায় যাচ্ছেন! ইহার অবশ্যই কোন কারণ আছে।

বিজয়া। (স্বগত) সর্ব্বনাশ হয়েছে, প্রিয়সখীর কি কিছু হয়েছে নাকি? (প্রকাশ্যে) এই যে কামিনীর চক্ষে জল দেখ্‌ছি, ঘন ঘন নিশ্বাসও ফেল্‌ছে। (দ্রুত বাহিরে গিয়া) কামিনী! কামিনী! ও কামিনী! (কামিনীর প্রবেশ)

কামিনী। (রোদন করিতে করিতে) আর কি সুধাও।

হা নাথ রবেতে ধনী, প্রিয় সহচরি।
ধরাসনে আলিঙ্গন, সংজ্ঞা পরিহরি॥
দেখিতে বাসনা যদি থাকে তাঁর সনে।
ত্বরায় গমন কর, প্রমোদ কাননে॥

(প্রস্থান)।

বিজয়া। হায়! কি দুঃসংবাদ।

নর্ত্তকী গণ। এই যে, রোদন কর্‌তে কর্‌তে, সখী কামিনী মহা-রাণীর অন্তঃপুরে প্রস্থান কল্লো! বোধ হয় এ সামান্য কার্য্য হয় নি।

সখি বিজয়ে! তুমি শীঘ্র গমন কর; রাজনন্দিনীর অবস্থা জেনে, শীঘ্রই আমাদের নিকটে সংবাদ পাঠিও, আমরা নিতান্ত উৎকণ্ঠিত থাক্‌লাম। বিনা আদেশে তথায় যেতে পারিনে, এজন্যই আমরা তোমার সঙ্গে গিয়া তাঁকে দেখতে পাল্লেম না।

(বিজয়ার প্রস্থান)।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(প্রমোদোদ্যান)।

(সখী সহ কুমারীর প্রবেশ)।

কুমারী। (চতুর্দ্দিক্ দেখিতে দেখিতে ক্রমে প্রবেশ ও সন্তাপিত বচনে) হা জীবিতেশ্বর! আমার প্রতি প্রতারণা করে তোমার কি লভ্য হলো? (ভঙ্গিক্রমে) ওহে! ধিক্ ধিক্! পুরুষ কি এত কঠিন!

জানি হে পুরুষ এক জাতি স্বতন্তর।
অমৃত বর্ষণ মুখে, কঠিন অন্তর॥
সে বটে সরল যার, সরলতা মন।
করে, যত্ন করি পর-দুঃখ নিবারণ॥
শঠের চরিত্র হায়! কে বুঝিতে পারে।
সুজনে ডুবায় ক্ষণে, বিপদ সাগরে॥
ধন্য ধন্য ধূর্ত্তরাজ, ধূর্ত্ততা তোমার।
কত লোক মুগ্ধ হয়, বালা কোন ছার॥
ঈষৎ হসিত আস্যে, সুমিষ্ট বচন।
যেন ত্রিদিবেন্দু (রমণীর) করে, করে সমর্পণ॥
সরলা অবলা হায়! কুলবালা ভ্রমে।
না বুঝে শঠের শাঠ্য, বদ্ধ মুগ্ধ প্রেমে॥

রসনা-দন্তেতে দেখ, প্রণয় যেমন।
পাইলে সময় (দন্ত) করে জিহ্বারে দংশন ॥
সুজনের মন প্রাণ, স্নেহেতে নির্ম্মিত।
দেখ তবু দন্ত-শ্রেয়ে রসনা চেষ্টিত ॥
শঠের প্রেমেতে হয়, অমৃতে গরল।
ছাড়িয়া স্বভাব ধূর্ত্ত না হয় সরল ॥
হইতাম সাবধান জানিলে পূর্ব্বেতে।
পাইতে কি পথ তুমি পুরে প্রবেশিতে ॥
প্রবেশ না করে চোর সাবধান ঘরে।
পীড়িত না করে ব্যাধি সাবধান নরে ॥
সাবধান জনে হয় সর্ব্বত্র বিজয়।
অতএব সাবধান সর্ব্ব অগ্রে শ্রেয় ॥

(পুনঃ অনুতাপ করিতে করিতে স্বগত) হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম। হৃদয়-বল্লভকে তিরস্কার করে তাঁহার নির্ম্মল যশে দোষা-রোপ করা কি আমার উচিত হলো? যাঁকে মন প্রাণ ও যৌবন সম্প্র-দান করেছি; যাঁকে অন্তঃকরণে একমাত্র দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করে হৃদয়-সিংহাসনে স্থান প্রদান করেছি; তাঁকে দুর্ব্বাক্য বলে মহা চপ-লতা প্রকাশ কল্লেম। হা প্রাণেশ্বর! আমার এই অপরাধটী ক্ষমা করুন। (অধোমুখে রোদন)

জয়া। প্রিয়সখি! কই তোমার কান্ত কোথায়? আর তুমি এ-সকল তিরস্কার স্তুতি মিনতিই বা কাকে কর্‌ছেছ। একটী স্বপ্ন দেখে যে একবারে ক্ষিপ্তা হয়ে উঠ্‌লে! ছি ছি, বিজ্ঞসমাজে উপহাসাস্পদ হইবার জন্য বুঝি এ প্রকৃতি অবলম্বন কর্‌লে! রাজনন্দিনি! এক-বার সুস্থচিত্তে বিবেচনা করে দেখ; (স্বপ্ন) ইহা সত্য কি অলীক। স্বপ্ন-দৃষ্ট সমুদায় যদি সত্য হতো, তবে এতদিন আমরাও কোন রাজার

পট্টমহিষী হয়ে যেতাম। সখি কুমারি! তুমি স্থির হও, এই তো এতক্ষণ বিলাপ করে দেখ্‌লে, কই তাঁকে কি পেয়েছ? তবে আর বৃথা আক্ষেপ করে কি ফল? আবার এদিকে চেয়ে দেখ, সখীরা তোমায় কাতর দেখে রোদন কচ্ছে।

মায়া। (রোদন করিতে করিতে) প্রিয়সখীর এপ্রকার অসহ্য যন্ত্রণা দেখে, আমি আর ধৈর্য্য ধর্‌তে পারি না। হায়! কমল দল তুল্য কমনীয় শয্যাতেও যাঁর শীঘ্র নিদ্রা হয় নি, সুশীতল শৈবাল-দলেও যাঁর গাত্রজ্বালা নিবারণ হয় নি, আজ তিনি কিরূপে মৃত্তিকা-শয্যাতে ও সুষুপ্তি পাচ্ছেন! হায়! যাঁর নবনীতুল্য কোমল শরীরে রৌদ্রের তাপ সহ্য হয় না; আজ এত কঠিন মর্ম্মভেদি যন্ত্রণা, তাঁহার প্রাণেই বা সহ্য হবে কেন? হা! নির্দ্দয় বিধাতা! তোমার মনে কি এই ছিল?। (রোদন)

কুমারী। (ধীরে) সখি! বিধাতার দোষ কি? এ আমার অদৃষ্টের দোষ।

সখি সুলোচনা, বলনা কি করি,
কেমনে পাইব তায়।
প্রাণেশ্বর বিনা, বুঝি প্রাণে মরি,
কি যন্ত্রণা হায় হায়॥
শীতল চন্দন, দহিছে শরীরে,
যেন দাহক স্ফুলিঙ্গ।
বজ্রাঘাত যেন, মলয় সমীরে,
কাঁপে থর থর অঙ্গ॥
এই পুষ্প হার, যেমন ভুজঙ্গ,
দংশন করে সঘনে।

যেন লাগে শর, পিক আর ভৃঙ্গ,
কুহু কুহু গুণ গুণে ॥
যাতে মোহে মন, নৃত্য বাদ্য গীত,
ঝঞ্ঝা বায়ু সম বোধ।
কর্পূর অঞ্জন, তাম্বূলে অপ্রীত,
কণ্ঠ হলো অবরোধ ॥
অলঙ্কার যত, এপট্ট অম্বর,
বিষে যথা তনু জ্বালা।
শয্যা সুখ হত, বিনা প্রাণেশ্বর,
কেমনে বা বাঁচে বালা ॥

(বিষাদিতান্তঃকরণে, উভয় করে ললাট ধরিয়া উপবেশন)

জয়া। রাজনন্দিনি! ধৈর্য্য ধর। এই দেখ, তোমায় অধীরা দেখে সখীরা দুঃখবেগ ধারণে অসমর্থা হচ্ছে। একবারেই মুক্ত কণ্ঠে রোদন কচ্ছে। সখি কুমারি! স্থির হও; তোমাকে শান্ত দেখে আমরা সন্তোষ লাভ করি। তোমাকে যে বুঝাব, আমাদের এমন শক্তি নাই; দুঃখ-কালে তুমিই আমাদিগকে প্রবোধ দিয়ে থাক। রাজ-কুমারি! একবার বিবেচনা করে দেখ, এ সকল বৃত্তান্ত রাজা ও রাণীর কর্ণগোচর হলে তাঁরা কি মনে কর্‌বেন! কাল তোমার স্বয়ম্বর হবে, আজ যদি পতির জন্যে এরূপ ব্যাকুল হও, তবে যে লোকে তোমাকে দোষের আস্পদ জ্ঞান কর্‌বে। ছি ছি, প্রিয়সখি! ক্ষান্ত হও। তুমি রোদন করে আর অধীনা দাসীদিগকে দুঃখ দিও না। তোমার চক্ষে জল দেখে যে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (রোদন)

কামিনী। (রোদন করিতে করিতে) আমরা পরিবার হতেও যাঁকে অধিক স্নেহ করে থাকি; আপন গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করেও যাঁর পরিচর্য্যা কত্তে সতত ইচ্ছা করি; যিনি আমাদের একমাত্র

অবলম্বন; হায়! সেই রাজনন্দিনীকে এমন ব্যাকুলা দেখে কিরূপে ধৈর্য্য হই। (রোদন)

কুমারী। (ধীরে ধীরে)

সখিরে! ব্যাকুল হইলে সবে।
বল আমায় কে রক্ষিবে তবে? ॥
নিতান্ত কঠিন তুল্য পাষাণ।
ভয় নাই, নাহি যাবে এ প্রাণ ॥
সখীর কার্য্য কর সখীগণ।
এখন কি মানে প্রবোধ মন ॥
প্রবোধের আর সময় নাই।
কর উপায় যাতে কান্ত পাই ॥
ত্বরায় সখি! আন প্রাণকান্ত।
ব্যাকুল হয়েছি প্রাণে নিতান্ত ॥
চতুর্দ্দিক্ দেখি তিমির ময়।
অবশ হইল ইন্দ্রিয় চয় ॥
রসনা জড়িত না সরে বাণী।
ধর প্রিয়সখি,— (মূর্চ্ছা)

জয়া। (কুমারীকে ক্রোড়ে লইয়া বস্ত্রাঞ্চলে বীজন ও বারি প্রদান করিতে করিতে) প্রিয়সখি! তুমি অতি সুখবিলাসিনী রাজকুমারী, কখন দুঃখের লেশ মাত্রও জান না। শৈবাল ও মৃণাল-শয্যায় নিদ্রিতা হলেও তুমি মধুকরের রবে চৈতন্য প্রাপ্ত হতে; আজ এ ধূলিশয্যা কি তোমার তাহতেও সুখকর বোধ হলো? আমরা যে বারম্বার মুক্তকণ্ঠে তোমার কর্ণের নিকটে চীৎকার কচ্ছি; ইহাও কি সে মধুকরের শব্দের মত কঠিন হলো না!

মায়া। (সখেদে) হায়! এ কি ঘোর মোহ? ঠাকুরঝি যে এতক্ষণও নিশ্বাস ফেল্‌ছেন না। (রোদন)

কামিনী। হায়! যে ব্যক্তি প্রণয়ের মর্ম্ম জানে না, ও বিচ্ছেদেরও মর্ম্ম জানে না, এমন অমূঢ়া কামিনীকে শরের বশীভূতা করে, দগ্ধ মদন আজ কি রসিকতাই কল্লেন!

জয়া। (রোদন করিতে করিতে) হায়! হায়! আমরা কি হতভাগ্য, রাজগৃহেও এ অদৃষ্টে সুখ হলো না। হা! প্রিয়সখি! হা! রাজকুললক্ষ্মি! হা! প্রিয়তমে! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কল্লে? আমরা এখন আর, কার আশ্রয়ে থাকিবো? অথবা আশ্রয়ই বা কি, তোমা ভিন্ন কি আর, আমরা এ তাপিত প্রাণ রাখ্‌বো?

মায়া। হায়! আমরা এত জলসেক কল্লেম, বাতাস কল্লেম, কিছুতেই যে কিছু হলো না! ক্রমে ক্রমে প্রিয়সখীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, মুখবর্ণ বিবর্ণ ও চক্ষু স্থির হয়ে উঠ্‌লো। হায় হায়! এখন আমরা কি কর্‌বো, কোথায় যাবো, কি উপায়ে ঠাকুরঝিকে সচেতন কর্‌বো? (মুক্তকণ্ঠে রোদন)

কামিনী। সখি! এ সময়ে আমাদের ওরূপ বিলাপ করা উচিত নয়। অধৈর্য্য হয়েছ বলে, কর্ত্তব্য বিষয়েও তোমাদের বিবেচনা স্থির হচ্ছে না! যাহোক্ এখন শোক পরিত্যাগ করে, যা কল্লে ভাল হয়, এমন একটা যুক্তি কর। (বস্ত্রে বদনাবৃত করিয়া রোদন)

জয়া। (ধীরে২ সখেদে) বিপদ কালে বিজ্ঞ লোকেরও বিবেচনা শক্তি বিপরীত হয়, তা আমরা কোথায়?

মায়া। তুমি কি মনে করেছ বল!

কামিনী। এ বিষয়টা মহারাণীকে জানান উচিত কি না?

জয়া। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তাঁকে না জানায়েই বা কি করি, আর জানাইলেই বা কি হয়; কিছুই স্থির পাচ্ছিনে।

মায়া। এখন তাঁকে জানানই উচিত। তাঁর আদরের ধন আজ ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছেন; তিনি এসে,—(রোদন)

জয়া। তবে সখি! তুমিই এ সংবাদ রাজ্ঞীকে বলে এস, আমরা প্রিয়সখীর শুশ্রূষা করি।

কামিনী। তবে যাই। (প্রস্থান)

কুমারী। (মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে গমন ও করুণ স্বরে)

প্রাণনাথ! আমি হে একান্ত অনুগত।
তোমায় করেছি দান, প্রাণ মান যত॥
তুমি হে সরল অতি, শঠতা না জান।
দয়া করি রাখ নাথ! প্রেমাধীন প্রাণ॥
হয়েছি অধীরা হায়! তোমারি কারণ।
না হেরে বদন বিধু, যায় হে জীবন॥

ওহে প্রিয়বর! আর সহেনা।
বিরহ, এযে দুঃসহ বেদনা॥
বিকল মম করেছে হৃদয়।
বুঝি হে প্রাণ যায় যায় যায়॥
আর এ যন্ত্রণা সহেনা প্রাণে।
রক্ষা কর নাথ! মদন বাণে॥

হায়! না হেরে বদন-রাজীব।
যে করে মন, কারে নিবেদিব॥
করিতেছি সদা হা হা হা রব।
হইয়াছি যেন জীবনে শব॥

দাসী দোষী যদি চরণে তব ।
এসে কর দণ্ড, সব হে সব ॥

যুবতী করিলে সহস্র দোষ ।
পতির কি সাজে, করিতে রোষ ? ॥
রমণীর মান পতির কাছে ।
কান্ত বিনা তার আর কে আছে ? ॥
হা নাথ ! তোমায় করি স্মরণ ।
অসহ দহনে হই দহন ॥

তখন আমার নিকটে বসি ।
কত যে কহিলে হাঁসিয়া হাঁসি ॥
"তোরে যত ভাল বাসিলো প্রাণ ! ।
তত কি আমার আমার প্রাণ ॥"
এখন করিয়া তাহা স্মরণ ।
ঝর ঝর ঝর ঝোরে নয়ন ॥

"আমি শরীর তুমি প্রাণ, প্রিয়া ! ।
বারেক যদি চাহ লো হাঁসিয়া ॥
যে রসেতে মন সুখী হইবে ।
রসিক বিনা কে আর বুঝিবে ? ॥"
এখন তাহা করিয়া স্মরণ ।
ঝর ঝর ঝর ঝোরে নয়ন ॥

করেতে ধরিয়া আমার মুখ ।
কত যে অন্তরে পাইলে সুখ ॥

আর না বদনে সরিল বাণী।
সে যে কি ভাব তা আমিই জানি॥
এখন তাহা করিয়া স্মরণ।
ঝর ঝর ঝর ঝোরে নয়ন॥

নেপথ্যে। হে রসিক-চূড়ামণি মহাশয়! এই পুষ্পোদ্যানে কুমার বিজয় সেন পূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছেন। একে বসন্ত কাল, তাহাতে আবার নব-প্রণয়-পরবশ মন; বৃক্ষশ্রেণীর প্রস্ফুটিত বিবিধ কুসুমরাশির শোভা যতই দর্শন করিতেছিলেন, মনোরমার বিরহানলও ক্রমে তাঁহাকে ততই জর্জ্জরীভূত করিতেছিল। ঐ সময়ে পুষ্পধন্বাও শরাসনে পুষ্পশর সন্ধান করিয়া বিজয়কুমারকে বিদ্ধ করিলেন। তখন কুমার আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। একবারে মুক্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হা প্রিয়ে! আমার গতিরোধ হলো। তোমায় পাব, এ আশ্বাস অঙ্কুরিত অবধি এত দিন আমার অন্তরে প্রবল হইতে-ছিল, এখনও কুসুমিত হয় নাই; আজ বুঝি আমার সেই আশালতা একবারে সমূলে উৎপাটিত হলো? তোমাকে পাব, আমার মনোবাঞ্ছা সুসিদ্ধ হবে, আমার এমন সুকৃত কি আছে; সকলই অদৃষ্ট অপেক্ষা করে। এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে, একে পর্য্যটন-শ্রম, দ্বিতীয়তঃ মনোহারিণীর বিচ্ছেদ-শরে অধৈর্য্য হইয়া মূর্চ্ছিত ও ধরাপতিত হই-লেন। কিয়দ্বিলম্বে, কুমারীর বিলাপ ও দাসীগণের হাহাকার-ধ্বনি শ্রবণে, যেমন চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হইলেন, অমনি, "হায় নাথ! স্বপ্নে দেখা দিয়া এই কর্‌লে?" এইরূপ বিলাপকারিণী কুমারী তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইলেন। তৎক্ষণেই উভয়ের চারি চক্ষু একত্রিত হইল। আর বিলাপ নাই। এখন বুঝি, সন্তোষের আগ-মন দেখিয়া দুঃখ-বেগ বেগে পলায়ন করিল! মহাশয়! এই সময়ে উভয়ের মনে কেমন অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইল?

প্রণয়ের রীতিই এই; যাহার অদর্শনে তিলার্দ্ধ কাল শত যুগের ন্যায় বোধ হয়, প্রাণ ব্যাকুলিত ও বিরহ-যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে; সহসা তাহার দর্শন পাইলে দুঃখ হর্ষ লজ্জা ভয় ও বিস্ময়, এক কালে সকলই উপস্থিত হইয়া, প্রণয়িকে, কিংকর্ত্তব্য-বিবেচনা-শূন্য করিয়া ফেলে। বিজয়কুমার ও কুসুমকুমারী আজ সেই দশায় পড়িয়াছেন। ঐ যে উভয়েই নির্ব্বাক্য হইয়া উভয়ের বদন দর্শন করিতেছেন।

বিজয়। (কিয়দ্বিলম্বে, স্বগত) দুঃসহ বিরহ-যন্ত্রণা আমাকে কত ক্লেশ দিতেছিল, পৃথিবী শূন্যময় দেখ্‌ছিলাম, এবং প্রাণ অস্থির হয়েছিল। আহা! হঠাৎ ইঁহার দেখা পেয়ে মনে এমন শান্তি রসের উদ্রেক হলো কেন? অথবা আর না হওয়ারি বা সম্ভব কি! ইনিই যে আমার চিত্তহারিণী সেই বিলাসিনী; তার আর ভুল নাই। আহা! পিপাসিত হয়ে, বারি অন্বেষণ করিতে করিতে সহসা সরসী তীর হতে নীর সন্দর্শন করিলে যেমন পিপাসুর ক্লেশ অনেক অংশে উপশম বোধ হয়, তদ্বৎ আমার এ যন্ত্রণারও অনেক হ্রাস হয়েছে সন্দেহ নাই। আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, "হায় প্রাণনাথ! স্বপ্নে দাসীরে দর্শন দিয়ে কোথায় লুকাইলে? এখন রহস্যের সময় নয়, ঐ দেখ বসন্ত-সখা দুরাচার কন্দর্প আমায় বধ করিতে উদ্যত, ত্বরায় এস, বিজয় নামের মহিমা রাখ, কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করে আমায় রক্ষা কর।" এ সকল শ্রুতি-মধুর শব্দ কেন শুনিতে পাইলাম! (চিন্তা) তবে কি স্বপ্ন দেখে ইনিও আমারি মত ক্ষিপ্তা হয়েছেন! কি দৈব দুর্ব্বিপাক!

জয়া। (সবিস্ময়ে মায়াবিনীর প্রতি ইঙ্গিতে) সখি! এ কি চমৎকার ভাব দেখ। সখ ঠাকুরঝি পূর্ব্বে ক্ষণেক কাল আমাদের নয়নে নয়ন নিক্ষেপ কর্‌লে লজ্জা পেতেন, আজ তিনি ভিন্ন দেশের যুবা পুরুষ ও তাঁহার বদন-সুধাকর দেখেও কেন সঙ্কুচিতা হচ্ছেন না? আবার ঐ সতৃষ্ণ নয়নে দেখতে লাগ্‌লেন।

মায়া। তাই তো দিদি! ঠাকুরঝি একবার লজ্জায় নিম্ন দিকে

দৃষ্টি কচ্ছেন, আবার কমল-বদনের সৌন্দর্য্য দেখ্‌বার জন্য, আহা! নব প্রণয়ের যেমন মধুর ভাব, সেইরূপ ভঙ্গিতেই যুবকের বদন-কান্তি দেখ্‌ছেন। একবার যেন, কি বল্‌বেন, অধর স্ফুরিত হচ্ছে, আবার লজ্জার বশীভূত হয়ে কিছু বল্‌তে পাচ্ছেন না। ঐ দেখ, মুখের কেমন ভঙ্গিমা!

জয়া। এ সকল ভাব ভঙ্গী দেখে, তোমার কি বিবেচনা হয়?

মায়া। ইনিই বা রাজনন্দিনীর সেই মনচোর হবেন?

জয়া। আমিও তাই বিবেচনা করি। যা হোক্‌, দেখা যাউক, এখন দুই জনে কি করেন।

মায়া। দিদি! একবার ভাল করে দেখ না, কেমন মনোহর রূপ! সহজেই কি প্রিয়সখী প্রণয়-জালে বদ্ধ হয়েছেন?

জয়া। ভাই মায়াবিনি! প্রিয়সখী যদি সত্য সত্যই ইহাঁকে স্বপ্নে দেখে থাকেন, আর ইহাঁর কণ্ঠেই মাল্য অর্পণ করে যদি ইহাঁর পত্নী হন, তবে সকলেরি সন্তোষের সীমা থাকবে না। যাহোক্‌ একবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। (অগ্রসর হইয়া) মহাশয়! আপনার নাম কি? বসতি কোথায়? ও কিরূপেই বা রাজকুমারীর কুসুমোদ্যানে প্রবেশ কল্লেন? প্রহরিরা কি আপনাকে নিবারণ করে নাই?

বিজয়। (সহাস্য) আমি প্রবেশ কালে পুষ্পোদ্যানের দ্বার-রক্ষক দেখি নাই। সুন্দরি! শ্রবণ কর—

বিজয় নগরে বাস সম্রাট-তনয়।
রূপসি! আমার নাম ভুবনবিজয়॥
দেখেছি একদা যাহা নিশীথ-স্বপনে।
বুঝি বা তুলনা তার নাহি ত্রিভুবনে॥
তাহারে সঁপিয়া মন হইয়া অধীর।
হইয়াছি ও গো ধনি! গৃহের বাহির॥

তাহার উদ্দেশে ত্যজি পিতা মাতা আদি।
প্রবেশি কানন লঙ্ঘি কত নদ নদী॥
কত মরু-ভূমি কত বন উপবন।
কত শৈল কত দেশ করি পর্য্যটন॥
পাইব প্রেয়সী আশে আশ্বাসিত মনে।
হয়েছি অতিথি এই কুসুম-কাননে॥
সুন্দরি! বিধাতা বুঝি হইল সদয়।
পুনশ্চ সে কান্তি এই সম্মুখে উদয়॥

কুমারী। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! ইনিও কি স্বপ্ন দেখে, বন্ধু বান্ধবগণ ও স্বরাজ্য পরিত্যাগ করে, এমন দীন বেশে এত দূর দেশে আগমন করেছেন? ইহাঁর ভাব ভঙ্গি দেখে বোধ হচ্চে যেন আমাকেই স্বপ্নে দেখেছেন। আহা! ইনি যখন আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেছেন, এত ক্লেশ পেয়েও আমার উদ্দেশে এয়েছেন, তখন আমার আত্ম-সমর্পণ করাই উচিত। প্রাণেশ্বর! আর চিন্তা নাই; যখন আমি তোমাকে স্বপ্নে নিরীক্ষণ করেই মনে মনে আত্ম সমর্পণ করেছি, তখন আমি তোমারই; (অন্যের নই)। প্রাণনাথ! এখন দাসীকে গ্রহণ কর। (সভয়ে) স্বপ্নে দেখা দিয়া যেমন পালিয়েছিলেন এখনও যদি তাই হয়, তবে কি কর্‌বো? না, আর যেতে দিব না; কান্তের গলায় এই আমার কণ্ঠভূষণ মাল্য দিয়া, সখীদের সমক্ষে প্রকাশ্য রূপেই বরণ করি, তা হলে আর পলাবার যো থাক্‌বে না। (হস্তোত্তোলন করিয়া সলাজে) ঐ যে সখীরা মনে মনে বল্‌ছে, যে, সখি! ও কি? (অধোমুখে চিন্তা)

বিজয়! সখি! এই কি রমণীর রীতি?

স্বভাব সরম ধন্য ধন্যরে অবলা।
যার বশীভূতা হয়ে ধর্ম্মে অবহেলা॥

রাজার কুমারী এত কেন অবিচার।
সরমে অতিথি পূজা কর পরিহার ॥

জয়া। মহাশয়!

লজ্জা রমণীর পক্ষে, পুরুষের শৌর্য্য।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় তপস্বীর ধৈর্য্য ॥
নিন্দনীয় নহে ইহা শ্রেষ্ঠতা লক্ষণ।
অতএব লজ্জা কিসে দোষের কারণ? ॥

কুমারী। সখি! আরো বল।

হাস্য কোমলতা যার পাতিব্রত্য প্রভা।
বাক্যরূপ মনোহর দলে পায় শোভা ॥
(তথাপি) সরম সৌরভ সুধা রমণী-প্রসূনে।
কে আদর করে বল সে সুধা বিহনে ॥

কামিনী। আরো বল।

কুলবালা কান্ত বিনা হইলে কাতর।
কি করে, হইতে নারে গৃহের অন্তর ॥
বরঞ্চ তখন পারে এ প্রাণ ত্যজিতে।
তথাপি সরম রাখে পরম যত্নেতে ॥

বিজয়। আরো বল।

বহুমূল্য অলঙ্কারে শোভাপায় যাকে।
রূপের গৌরব বল কয় দিন থাকে ॥
যেমন কুসুম চয়ে সুবাস স্থাপিত।
(সরম) এই সাজে চিরকাল রমণী-শোভিত ॥
অতএব সরমেরে করিয়া যতন।
বালা গণ করিয়াছে অঙ্গের ভূষণ ॥

কুমারী। সখি ! আরো বল।

সতত অধীর প্রাণ যাঁর অদর্শনে।
জ্বলিতেছি হায় হায় তীব্র হুতাশনে ॥
সহসা দেখিয়া তাঁয় অতি পুলকেতে।
হয়েছি বিস্মৃত আমি সম্মান করিতে ॥
বল সখি ! বিনয়েতে আমার বচন।
অভ্যাগত ! মম দোষ করহ মার্জ্জন ॥

(দূরে বিজয়ার প্রবেশ)।

বিজয়া। (গমন করিতে করিতে, স্বগত) হায় ! এ সকল কি আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হলো ? পুষ্পোদ্যানের দ্বারপালেরা যে কোথায় গেল, তার কি আর অন্বেষণ হলো না ? কোন্ সময়ে, কোন্ পথে কে তাদিগকে ধরে নিয়ে গেল, তা কি আর কেউই বল্‌তে পার্‌লো না ? কি সর্ব্বনাশ !

নেপথ্যে। হা প্রাণনাথ ! হা জীবন-ধন ! হা প্রিয়পতে ! হা বল-গর্ব্বিত ধনুর্দ্ধারী ! সে দিন মহাদর্পে, রাজান্তঃপুর রক্ষা কর্‌তে এসেছ ; দশটী দিনও যে গেল না, আজ কি সেই রাক্ষসের হাতে প্রাণ সমর্পণ কর্‌লে ?

পুন র্নেপথ্যে। ওলো ! ও বীরবনিতাগণ ! আর বিলাপ করো না। তাঁরা জীবিত আছেন, রোদন করো না, আশ্বাসিতা হও ; তাঁদের মঙ্গল বিধান কর ; বিদেশীয় রাজকুমারগণ, তাঁদিগকে রক্ষা করেছেন।

জয়া। যা হোক্, একটা শুভ সংবাদ পেলেম্, এখন ঠাকুরঝিকে দেখিগে। (গমন করিতে করিতে বিজয়কুমার ও কুমারীকে দেখিয়া স্বগত) এ কি ! দিব্য রূপবান যুবক, কোথা হতে কি অভিলাষে আমা-

দের বিলাস-কাননে এয়েছেন ! ঠাকুরঝিই বা কেন লজ্জা ভয় ত্যাগ করে, পরিচিতের ন্যায় ইঁহার সঙ্গে আলাপ কচ্ছেন।

(অগ্রসর হইয়া কুমারীর প্রতি ইঙ্গিতপূর্ব্বক প্রকাশ্যে)।

সখি !—

কপালে সিন্দূর বিন্দু হইলে উজ্জ্বল।
তার মাঝে মসি বিন্দু দিয়ে কোন্ ফল ?

কুমারী। (ঈষদ্ধাস্যে) কর্ম্মকর্ত্তা দোষ সখি! করোনা কীর্ত্তন।
শুভাশুভ কার্য্য দেখ দৈবের ঘটন ॥

বিজয়া। যদ্যপিও শুভাশুভ ঘটনা দৈবের।
তথাপি উদ্‌যোগী হয় ভাগী নিমিত্তের ॥

কুমারী। অধিক বলোনা সখি ! প্রাণের নিমিত্ত।
সাধু-পরিহার্য্য কার্য্যে হয়েছি প্রবৃত্ত ॥

বিজয়া। প্রিয়সখি ! আমার রহস্যে দুঃখিত হয়োনা। আমরা তোমারই দাসী, ও তোমারই সুখাভিলাষী।

কুমারী। সখি ! তুমি উচিত-বক্তা, আমি কখনই তোমার প্রতি বিরক্ত হই'না।

বিজয়া। প্রিয়সখি ! আগে তোমার শরীরের মঙ্গল বল ? তোমাকে দেখ্‌বার জন্যই মহারাণী আমাকে পাঠিয়েছেন। হয় তো তিনিও বা এতক্ষণ আমাদের অন্তঃপুরে এসে থাক্‌বেন।

কুমারী। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তবে চল যাই। (বিজয়-কুমারের দিকে বিষণ্ণভাবে দৃষ্টি করিয়া) দেহ ছেড়েই প্রাণ যায়, কিন্তু আমি প্রাণ রেখে দেহ লয়ে মায়ের সম্মান রাখ্‌তে চল্লেম।

জয়া। (মহাব্যস্তে) ঐ যে রাণীর ধাত্রী স্বর্ণর কথা শুনা যাচ্ছে।

মায়া। হ্যাঁ, ঐ রাণী এয়েছেন বটে। প্রিয়সখি ! শীঘ্র চল, নতুবা রাণীই এইখানে এসে পড়্‌বেন। (সকলের প্রস্থান)।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক!

(রাজান্তঃপুর, কনিষ্ঠা রাণীর গৃহ)

(রাজা বীরবাহুর প্রবেশ)।

কনিষ্ঠা রাণী। (গাত্রোত্থান করিয়া) আসুন প্রাণনাথ! আপনার শরীরের মঙ্গল ত?

বীর। হাঁ, তোমরা যার শুভানুধ্যায়ি, তার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি!

ক, রাণী। (বীরবাহুর হস্ত ধরিয়া উপবেশনান্তে) প্রাণনাথ! আজ আমার কুমারীর বিবাহোপলক্ষে পুরমধ্যে দান ধ্যান ভোজন ও স্বস্ত্যয়নাদি মাঙ্গলিক কার্য্যের মহা সমারোহ হচ্ছে, আমরাও কুমারীর মঙ্গলের জন্য দেবতাদিগের অর্চ্চনা কচ্ছি; তা আপনিও আমার পরম দেবতা, অতএব আপনাকেও পূজা করা এখন আমার উচিত হচ্ছে।

বীর। প্রিয়ে! এই সকল বিনয়যুক্ত বচনই তোমার শোভা। এই গুণে, (একা আমার কি,) তুমি সকলেরি প্রিয় পাত্রী।

ক, রাণী। মহারাজ! আমাদের স্ত্রীলোকের পতিই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, পতি সন্তোষ থাকলে আমরা সাক্ষাৎ কৃতান্তেরও ভয় করি না। কামিনীগণ ঈশ্বরারাধনা না করে, কেবল একমাত্র পতির ভজনা কর্‌লেও চরমে পরম গতি লাভ কত্তে। সুতরাং আমরা পতি আরাধনাকে প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান করি।

বীর। আমি তোমায় সহধর্ম্মিণী-রূপে প্রাপ্ত হয়ে, আজ কেন, পূর্ব্বাবধিই আমার অদৃষ্টকে শ্লাঘ্য বিবেচনা করেছি। যাহোক্ প্রিয়ে! এখন আমার প্রাণতুল্য কুমারী কি অবস্থায় আছে বল।

ক, রাণী। কুমারী এখন পূর্ব্বের চেয়ে অনেক ভাল। তখন

কুমারী আমাকে বলেছে, "জননি! আমার শরীর নিতান্ত অসুস্থ, সুতরাং আমি আমার প্রমোদ-বনের কেলীগৃহে অদ্য রজনী বঞ্চিতে বাসনা করি, এ বিষয়ে আপনি আমাকে অনুমতি দিন"। আমি আশ্বাস দিয়া বল্লেম বৎসে! আমি তোমার মনের ভাব বুঝ্তে পেরেছি। একে এই বসন্ত কাল, তাতে আমার নন্দন-বনের তুল্য তোমার পুষ্পবন, আর সুরম্য কেলী-গৃহও সেই সকল কুসুমিত বৃক্ষের মধ্যস্থানে, ঐ কেলী-গৃহের চতুর্দ্দিকে চারটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরোবর আছে, অতএব কুমারি! ঐ গৃহে অবস্থান কর্‌লে তোমার চিত্ত বিনোদন হবে।

বীর। (উৎকণ্ঠিত মনে) তবে কি কুমারী সেই পুষ্পোদ্যানে গিয়েছে?।

ক, রাণী। আমার অনুমতি অনুসারেই গিয়েছে।

বীর। হায় প্রিয়ে! কি করেছ। আজ যে পুষ্পোদ্যানের দ্বার-রক্ষক নাই।

ক, রাণী। মহারাজ! আমি দ্বাররক্ষকের বনিতাগণকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করে দিয়েছি। তাহারা অস্ত্রবিদ্যায় পুরুষ অপেক্ষাও নিপুণ।

বীর। হাঁ শুনেছি, তাহারা আপন আপন পতির কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেছে।

ক, রাণী। প্রাণনাথ! দ্বারপাল কয়েক জনের কি হলো?

বীর। এস ছাতে গিয়া বল্‌বো। (রাণীর হস্ত ধরিয়া ছাতে গমন ও ইতস্তত ভ্রমণ।)

ক, রাণী। নাথ! আপনাকে অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ কিছু বিষণ্ণ দেখি যে?

বীর। প্রিয়ে! তা কি জান না? সেই রাক্ষসটা যে, আমার পক্ষে কালস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ যখন কয় জন দ্বাররক্ষককে লুয়ে যায়, সেই সময় আগত রাজকুমারগণ নগরপ্রান্তোপবনে গিয়ে-

ছিলেন; রাক্ষস ঐ অবস্থায় কয়েকটী মনুষ্য লয়ে যাচ্ছে দেখে, তাহারা সকলেই ধনুর্ব্বাণ ধরে রাক্ষসের প্রতি ধাবিত হয়। রাক্ষসও দ্বারপালদিগকে পরিত্যাগ করে কুমারদিগের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করেছে। আমি এই সংবাদ পেয়ে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে তথায় পাঠিয়েছি, কিন্তু এপর্য্যন্তও জয়ের সংবাদ না পেয়ে চিন্তিত আছি।

ক, রাণী। ইহার চেয়ে আর বিপদ কি আছে? সেই কত বৎসর অবধি আমরা রাক্ষসের উপদ্রব সহ্য কচ্ছি, কিন্তু সেটা ক্রমেই বেশী দৌরাত্ম্য আরম্ভ করেছে।

বীর। (সচকিতে) ওকি! "হায়! কুমারী, হায়! কুমারী" বলে গোল হচ্ছে কেন?"

ক, রাণী। (আকাশে কর্ণ দিয়া সভয়ে) সত্যই তো! এ যে, কুমারীর দাসীগণেরি কণ্ঠধ্বনি শুনা যাচ্ছে। ঐ যে, "হায় কুমারী! আমাদের পরিত্যাগ করে কোথায় গেলে? আমরা এখন কার অধীনে থাক্‌বো? আমরা যে অনাথা হলেম, হায়! কি হলো! কি সর্ব্বনাশ! আমরা এখন কি কর্‌বো? মহারাজ ও রাণী জিজ্ঞাসা কল্লে আমরা কি উত্তর দিব?" এই বলে সখীরা যে বিলাপ কচ্ছে। নাথ! এ সামান্য কার্য্য হয় নি, অবশ্যই কুমারীর কোন বিপদ হয়েছে! প্রাণনাথ! চলুন, আমরা গিয়ে দেখি কি হলো।

বীর। হা ঈশ্বর! আমাকে কি বিপদে ফেল্লেন, যে দিকে দৃষ্টি করি, সেই দিকেই বিপদ।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(জ্যেষ্ঠা রাণীর গৃহে রাজা বীরবাহু ও
কনিষ্ঠা রাণীর প্রবেশ)।

জ্যেষ্ঠা রাণী। সখিরে! সিংহাসন দাও। (গাত্রোত্থান করিয়া) আসুন, প্রাণনাথ! এই আসনে বসুন। (কনিষ্ঠা মহিষীর হস্ত

ধরিয়া) ভগিনি! প্রাণেশ্বরের বামে বস, আমি জীবিতেশ্বরের চরণ ও তোমার মুখ কমল দেখে সুখী হই।

বীর। (দক্ষিণ হস্তে জ্যেষ্ঠা রাণীর ও বাম হস্তে কনিষ্ঠা রাণীর হস্ত ধরিয়া উপবেশনান্তে) প্রিয়ে! তুমি আজ যেমন অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছ, তেমনি যত্নবতী হয়ে, কল্য দীন দুঃখী সকলকে অন্নদান কর। দানের মধ্যে অন্নদান প্রধান ধর্ম্ম, তুমি নিয়ম করে কল্য তাহারই অনুষ্ঠান কর।

জ্যেষ্ঠা রাণী। প্রাণনাথ! আমি কখনই আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি না। ভালই হোক আর মন্দই হোক, আপনি যখন যা বলেন, দাসীর যথাশক্তি তখনই সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ক, রাণী। দিদি গো! কুমারীর পুষ্পোদ্যানের দ্বাররক্ষকের বৃত্তান্ত শুনেছেন কি?

জ্যেষ্ঠা রাণী। না, আমি তা জানি না। ভগিনি! হয়েছে কি? বল দেখি।

ক, রাণী। এখনি প্রাণনাথের সঙ্গে কুমারীর পুষ্পোদ্যানে গিয়েছিলাম। তা যেতে যেতে শুনতে পেলেম, সখীরা, হায় কুমারি! হায় প্রিয়সখি! বলে রোদন কচ্ছিল, আমাদের দেখবা মাত্রই সখীরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে যখন কুমারীর বিষয় বর্ণন করতে লাগলো, তখন তাদের চক্ষু হতে এত জল পড়লো যে, তাদের কণ্ঠ হতে আর একটী শব্দও বাহির হলো না।

জ্যেষ্ঠা রাণী। শুনে বড় ভয় হচ্ছে, কুমারীর কোন অমঙ্গল ঘটেছে নাকি?

ক, রাণী। আমাদের মুখে হাসি দেখে আপনি দুর্ভাবনা করুন।

জ্যেষ্ঠা রাণী। (সখেদে) আমার যে তেমন অদৃষ্ট ন সখি! বল তার পর কি হলো?

ক, রাণী। "কুমারী ও আমরা একত্রিত নিদ্রিতা হয়েছি, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য হয়ে আর কুমারীকে শয্যায় দেখ্‌লেম না। আমরা এদিক ওদিক বহুতর অন্বেষণ কর্‌লেম, তবুও তাঁকে দেখ্‌লেম না।" দাসীরা কান্‌তে কান্‌তে কেবল এই কয়েকটা কথা বল্‌ছে, অমনি কুমারীর অস্পষ্ট স্বর শুন্‌তে পেলেম। তার পরে আমি দ্রুতপদে ছাতে গিয়ে দেখি যে, কুমারী চন্দ্রের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করে, সময়ের কি ভয়ানক গতি, এই কথা বারম্বার বল্‌ছে। কুমারীকে দেখে আমার দুঃখ ও ভয় দূর হলো। আমি বাছাকে ক্রোড়ে করে সরসীতটে এলেম। কুমারী মহারাজের চরণবন্দন করে বিনীতভাবে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কচ্ছে, এমন সময় দাসীরা সিংহাসন এনে দিল, আমরা উপবেশন কর্‌লেম। ঐ সময়ে দ্বার রক্ষকের বনিতাগণ এসে তাঁহাদের আগমন সংবাদ দিলে, জয়া দৌড়ে গিয়ে দ্বারপালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ডেকে আন্‌ল। দ্বারপাল মহারাজের সম্মুখে এসে বল্‌ছে মহারাজ! আজ যে সঙ্কটে পড়েছিলেম, তা যে এরূপ নির্ব্বিঘ্নে মুক্তি পাব এমন ভরসা ছিল না, কেবল আগন্তুক রাজকুমারগণই যত্নপূর্ব্বক আমাদিগকে মুক্ত করেছেন। রাক্ষস এপর্য্যন্তও ভয়ানক যুদ্ধ কর্‌তে ছিল, কুমারেরা সকলেই সুশিক্ষিত, গতিকেই এ যুদ্ধে কেহ পরাঙ্মুখ হন নাই। শেষ-কালে রাক্ষস গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে বলে গেল, ওরে অল্প শক্তিমান বালকেরা! আজকার মত তোদের প্রাণরক্ষা হলো, আমার আর একটী কার্য্য উপস্থিত হয়েছে, এই আমি চল্লেম, কল্য তোদের যুদ্ধসাধ পূর্ণ কর্‌বো। এই বলে হুঙ্কার ক'তে ক'তে প্রস্থান কর্‌লো। আমরাও কুমারদিগকে লয়ে পুরে প্রবেশ কল্লেম।

জ্যেষ্ঠা রাণী। দীপ, নির্ব্বাণ সময়ে যেমন অধিক প্রজ্বলিত হয়, ...প রাক্ষসেরও ক্ষয় হওয়ার লক্ষণ হয়েছে। দৈব কোন কার্য্যেরই ...্য দেখ্‌তে পারেন না। অতএব বোধ হয় রাক্ষসও অন্তিমকাল

উপস্থিত জন্য এত বিক্রম প্রকাশ কচ্ছে। (রাজার প্রতি) প্রাণনাথ! কুমারী এখন কি কচ্ছে?

বীর। কুমারী এখন সাম্যপ্রকৃতি ও নিদ্রিতা হয়েছে। দাসীরা সতর্করূপে তার শুশ্রূষা কর্‌ছে, আর কুমারীর কোন উৎপাত নাই। প্রিয়ে! এস রজনী অধিক হয়েছে, এখন আমরা নিদ্রা যাই।

(সকলের প্রস্থান।)

—ooo-

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(নিবিড় বন।)

বিজয়কুমার ও কুমারীর প্রবেশ।

বিজয়। প্রিয়ে! দেখ তোমার পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করে, ভয়ানক বনে উপস্থিত হলেম। রজনীও অধিক হয়েছে, অন্ধকারে পথ দেখা যাচ্ছে না। বিশেষতঃ তুমি সুকুমারী রাজকুমারী, কখন বনপর্য্যটন কর নাই, পর্য্যটনের যে কত ক্লেশ তাহাও জান না। আহা! এই কঠিন পথ অতিক্রমণ করাতে প্রিয়ার কোমল পদতলে কতই বেদনা জন্মিয়া থাকিবে। প্রেয়সি! এখন আর অধিক গমনে প্রয়োজন নাই ক্ষণেক বিশ্রাম কর, তার পরে শ্রান্তিদূর হলে পুনরায় গমন কর্‌বো।

কুমারী। সেই ভাল, (মস্তকে হস্তদিয়া উপবেশন।)

বিজয়। সুন্দরি! তোমার বিষাদিত বচন শুনি কেন?

কুমারী। (সলাজে) না, এমন কিছু নয়।

বিজয়। ঐ তো তোমার কণ্ঠস্বর যেন রূক্ষ রূক্ষ বোধ হচ্ছে।

কুমারী। (সলাজে) কই এমন কিছু না, তবে পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুষ্ক হচ্ছে, এই জন্যই যদি হয়ে থাকে।

বিজয়। (শশব্যস্তে) কি, জলের জন্য এত কাতর হয়েছ? তথাপি আমাকে কিছুই বলনি! যাহোক প্রাণেশ্বরি! তুমি এই স্থানে কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম কর, আমি শীঘ্র জল নিয়ে আসি।

কুমারী। প্রাণনাথ! এই ভয়ানক বনে কিরূপে তোমায় একা যেতে দিব?

বিজয়। (সহাস্যে) প্রিয়ে! আমার জন্য কোন চিন্তা কর্‌তে হবে না। ভয় কি সুন্দরি! এই যে ধনুর্ব্বাণ দেখিতেছ, ইহা কি আমি হস্তের শোভার জন্যই ধারণ করেছি?

কুমারী। দুঃসাহসিক কর্ম্মে বিপদ হওয়ারি অধিক সম্ভাবনা।

বিজয়। সুলোচনে! এত ভয় কেন? ভাবি বিপদ সম্ভাবনায় বর্ত্তমানে কে মৃত্যু ইচ্ছা করে? অতএব কিঞ্চিৎকাল তুমি বিশ্রাম কর, আমি জল লয়ে এলেম।

(প্রস্থান।)

নেপথ্যে। ওগো! কি করেছ, কি করেছ, তুমি এ করেছ কি?

কুমারী। (চমকিয়া) হায়! আমরা যে, এত গোপনে গোপনে বাহির হলেম, তাও লুকাতে পার্‌লেম না। এত দূরেও অনুসন্ধানি লোক পাছ পাছই এসে উপস্থিত হলো। ধন্য জনক আমার, যে, এরূপ অনুসন্ধানি চরের প্রতি গ্রামের ছিদ্রান্বেষণের ভার সমর্পণ করেছেন।

পুনর্নেপথ্যে। ওলো! আমি চর নই।

(দিব্য পরিচ্ছদধারী এক যুবকের প্রবেশ)।

যুবক। যা ভেবেছ তা নয়, আমি চর নই। সুন্দরি! আমি অযোধ্যার রাজপুত্র, তোমার স্বয়ম্বরে এয়েছিলেম, এখন সেখান থেকে তোমারই অনুসন্ধানে এয়েছি। তুমি যাচ্ছ কোথা? স্বয়ম্বর ছেড়ে এরূপ গুপ্তবেশে কার সঙ্গে তুমি কোথায় যাচ্ছ?

কুমারী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! দৈবের অসাধ্য কি কিছুই নাই? এত সতর্কতারও সঙ্গে সঙ্গেই শত্রু!

যুবক। মৌন হয়েছ যে! এখন কথা বল্‌তে হবে, ও আশা ত্যাগ কর্‌তে হবে, আমার সঙ্গে যেতে হবে, ও কুহকীর সঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে হবে।

কুমারী। (স্বগত, সভয়ে) এখন এ বিপদে মুক্ত হই কিসে? (চিন্তা)।

যুবক। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। যখন এমন গর্হিত কাজ করেছ, লক্ষ্মীছাড়া হয়েছ, গৃহ ত্যাগ করেছ, পিতা মাতার মায়া ত্যজেছ; তখন তার সমুচিত ফল পাবেই পাবে। আর যদি ভাল চাও! তবে ও সঙ্গ ত্যাগ কর, নীচজাতি হীনপ্রকৃতি প্রবঞ্চক কুহকীর আশার মূলোচ্ছেদ কর। আমার সঙ্গে এস, আমার মতে চল, আমাকে প্রণয়ী কর। সুখী হবে, সম্মান থাক্‌বে, অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বস্‌তে পার্‌বে।

কুমারী। (সবিনয়ে) মহাশয়! আপনি এমন বিজ্ঞ হয়েও কেন এরূপ অবিবেচনার কথা বলিতেছেন! আমি যার জন্যে, পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব দাস দাসী ও গৃহ ত্যাগ করেছি, যার জন্যে বনবাসের ক্লেশও সুখের মধ্যে পরিগণিত করেছি, যার নিকটে আমি আত্ম সমর্পণ করে জীবন কালের তরে আবদ্ধ হয়েছি, তাকে এখন কিরূপে পরিত্যাগ কর্‌ব?

যুবক। অবশ্য পার্‌বে। আর তা তুমি না পার আমি পার্‌ব, জোর করে তোমাকে ধরে লয়ে যাব।

কুমারী। (স্বগত) না, এ ততদূর বিজ্ঞ ও সুবুদ্ধিমান নহে। (সশোকে) হায়! এ বিপদ তো আমিই ইচ্ছা করে এনেছি। কেনই বা প্রাণেশ্বরকে বিদায় দিলেম, কেন তাঁর সঙ্গে গেলেম না, আমার পিপাসা না হলে তো আর এ বিপদ হতো না। (অন্তর্গত রোদনের সহিত চিন্তা) যাহোক্ প্রাণনাথের আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করে ইহার সঙ্গে সুমিষ্টালাপ করি। তিনি এলেই ইহাকে পরাজয় কর্‌বেন, অবশ্যই তাঁহার ভুজবলে এ দুর্ব্বৃত্ত শাসিত হবে সন্দেহ নাই। (প্রকাশ্যে) মহাশয়! একবার ভেবে দেখুন, মহাত্মা কৌরবকুলচূড়ামণি ভীষ্ম, তাঁহার ভ্রাতার জন্য কাশীপুরের স্বয়ম্বর-স্থান হতে, ভুজবলে

রাজগণকে শাসিত করে, অম্বা অম্বিকা অম্বালিকা এই তিনটী রাজকন্যা যখন নিজালয়ে আনয়ন করেন, তখন অম্বা নামিকা প্রথমা কন্যা তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিল, হে কৌরবপ্রবীর! আমার পরিণয় যেন তোমার ভ্রাতার সহ না হয়। আমি মনে মনে সাল্ব রাজাকে পতিত্বে বরণ করেছি, অতএব আমার ধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে হবে। সুবিজ্ঞ ভীষ্মদেব এই কথা শুনে, তাঁকে পরিত্যাগ কর্‌লেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি তো কোন অংশেই মহাত্মা ভীষ্ম অপেক্ষা ন্যূন নহেন। হে মহাত্মন্! আপনি এমন প্রধান রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সঞ্চালন করা কি আপনার উচিত হইতেছে?

যুবক। আঃ কি ধর্ম্মভয়! গুরু উপদেশ অবহেলন করা এ কোন্ ধর্ম্ম? এখন কি ধর্ম্মজ্ঞান হয়েছে? অরে দুশ্চারিণি! এখন উচিত কথা শোন, আমি ভীষ্ম নয় যে, তোকে পরিত্যাগ কর্‌ব; আমি কুহকী নয় যে, তোকে চুরি করে লয়ে যাব; যেমন বংশে আমার জন্ম হয়েছে, তার উচিত কাজই কর্‌ব; তোকে জোর করে লয়ে যাব। ভেবেছ কি, তোর কান্ত জল নিয়ে আসা পর্য্যন্তও অবকাশ পাবে! (রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করতঃ বিকটাস্যে চীৎকার) অরে তুচ্ছ বলান্বিত মানব! তোর এত আস্পর্দ্ধা, মনুষ্য হয়ে রাক্ষসের সঙ্গে বিবাদ! বল্ দেখি, এখন তোর বনিতাকে রক্ষা করে কে? (চীৎকার)

কুমারী। (সভয়ে চতুর্দ্দিক দর্শন ও রাক্ষস নিরীক্ষণ করিয়া ব্যাকুলতা সহকারে উচ্চৈঃস্বরে) হা প্রিয়তম! হা প্রাণেশ্বর! হা হৃদয়-বল্লভ! এ জন্মে বুঝি তোমার সঙ্গে দাসীর এই পর্য্যন্তই দেখা হলো! (মূর্চ্ছা প্রাপ্তি)

[এক দিকে কুমারীকে লইয়া রাক্ষসের প্রস্থান]।

অপর দিকে বিজয়কুমারের প্রবেশ)।

বিজয়। (ভ্রমণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিক দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে)

সত্যই যে আমার প্রেয়সী নাই! হা হা!! কি হলো। আমি সমুদ্র সিঞ্চন করে অমূল্য রত্ন পেয়েছিলেন, হায়! কে আমার এত যত্নের ধন, এত পরিশ্রম-লব্ধ রত্ন অপহরণ করিল? এই একবার ঘন-ঘটার নাদের তুল্য ভয়ানক শব্দ, আর প্রিয়তমার আর্ত্তনাদ মাত্র কর্ণগোচর হলো, আর কিছুই যে শুন্‌তে পাইনে। হা হা প্রাণেশ্বরি! আমি তোমার বাক্যে অবহেলা করেই এ বিপদে পতিত হলেম। (রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ অন্বেষণ) না, আর কি সে শশিমুখী জীবিত আছেন যে দেখা পাব। হায়! আমার প্রিয়তমাকে বন্য জন্তুতেই ভক্ষণ করে থাকবে, ইহা ভিন্ন আর কি অনুমান করা যায়। আহা! সুন্দরি! বন্য জন্তুর আহারের নিমিত্ত কি তোমায় সুখ সম্পদে বঞ্চিত করে এনেছিলেম। আমি কি নৃশংসের মত কার্য্য করেছি! (মূর্চ্ছিত)

(মেঘমালার প্রবেশ)

মেঘ। যুবরাজ! উঠ উঠ। (অঞ্চল দ্বারায় বীজন ও মূর্চ্ছাত্যাগ)

বিজয়। (ধীরে ধীরে) সুন্দরি! তুমি কে? কি নিমিত্ত এই নিশীথ সময়ে ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে এসে আমার জীবন রক্ষা কর্‌লে? আমার প্রিয়তমাকে কে অপহরণ করেছে জান?

মেঘ। রাজপুত্র কি আমায় ভুলেছ! তুমি যাকে সেই বিপদ-জাল হতে মুক্ত করেছিলে, আমি সেই মেঘমালা।

বিজয়। সখি! আসন্ন সময়ে আগমন করে, আমার বড় উপকার কর্‌লে। এখন প্রিয়ার সংবাদ বলে আমাকে রক্ষা কর।

মেঘ। আমি তোমার প্রিয়ার সংবাদই বল্‌ছি, শ্রবণ কর। রাজপুত্র! যখন জল আন্‌তে গমন কর, সেই সময়ে একটা ভীষণ-কায় রাক্ষস এসে চীৎকার কর্‌তে লাগলো, তার বিকট মূর্ত্তি দেখে তোমার বনিতা মূর্চ্ছিতা হন, রাক্ষস ঐ মূর্চ্ছিতা অবলাকে লয়ে প্রস্থান করেছে।

বিজয়। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আমাকে ধিক! আমার ধনু-

র্ব্বাণে ধিক্! আমার বিবেচনা শক্তিতেও ধিক্! হা হা প্রেয়সি! রাক্ষসের ভয়ানক মূর্ত্তি দেখেই আতঙ্কে মূর্চ্ছিতা হয়েছ, আর কি তোমার দেহে জীবন আছে! আহা! সেই সময়ে আমাকে স্মরণ করে কতই আক্ষেপ করেছ! আমি আর কি ধন আশে জীবন ধারণ কর্‌বো? (রোদন)

মেঘ। সখে! রোদন করো না। তোমার ভার্য্যা প্রাণ ত্যাগ করেন নি, যে যে ঘটনা হয়ে গিয়েছে তা শ্রবণ কর।

বিজয়। আমার প্রিয়া কি জীবিত আছেন? সখি! তবে বল, আমার প্রেয়সী এখন কি অবস্থায় আছেন?

মেঘ। ঐ ক্রব্যাদ তোমার প্রিয়াকে অপহরণ করে, এই বনের উত্তরে যে একটী পর্ব্বত আছে, তাহার গহ্বরে রেখেছিল। আমি গান্ধর্ব্বী মায়া বিস্তার করে তথা হতে প্রত্যাহরণ পুর্ব্বক, বহুতর প্রবোধ দিয়ে, তাঁকে তাঁর পুষ্পোদ্যানের সুরম্য ভবনে রেখে, তোমাকে সংবাদ দিতে এয়েছি।

বিজয়। (সাহ্লাদে) আহা! তোমার দ্বারায় আমি পরম উপকৃত হলেম। প্রিয়সখি! বল বল, সে দুরাত্মা এতক্ষণও কেন আমার প্রিয়াকে জীবিত রেখেছিল?

মেঘ। আক্রোশ করে হরণ করেছিল বটে, কিন্তু রাজকুমারীকে তাদৃশ মূর্চ্ছায় আক্রান্তা দেখে ঐ পর্ব্বত-গহ্বরে রেখেছিল।

বিজয়। আমাদের উপরে তার আক্রোশ কিসে?

মেঘ। তুমি ওকে পরাজয় করে, আমারে উদ্ধার করেছিলে, রাক্ষস সেই পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করে, তোমার দয়িতাকে হরেছিল। কিন্তু যুবরাজ! সাবধান হও, নিশাচর আবার তোমাকেও আক্রমণ কর্‌বে।

বিজয়। (সকোপে) দুরাচার যদি আমার সমক্ষে প্রিয়াকে হরণ কর্‌তো, তবে সমুচিত প্রতিফল দিতে কি ছাড়্‌তাম!

(নেপথ্যে হুহুঙ্কার শব্দ)

মেঘ। (সভয়ে) যুবরাজ! সাবধান হও। ঐ যে ভয়ানক শব্দ

হচ্ছে, ও নব মেঘ নয়; দুষ্কর্ম্মা নিশাচরই গর্জ্জিতেছে। ঐ যে কট্‌মট্ দড়্‌মড়্ শব্দ হচ্ছে, ও বৃক্ষাদির পতন শব্দ নয়; রাক্ষস দন্তে দন্তে ঘর্ষণ কচ্ছে। ঐ যে সপ্‌ সপ্‌ হুঁ হুঁ হুঁ শব্দ হচ্ছে, ও ঝড় নয়; দুর্দ্দান্ত রাক্ষসই আগমন কচ্ছে। তুমি সাবধান হও, তুমি প্রস্তুত হও, ধনুকে জ্যারোপণ কর। আর কালবিলম্বের সময় নাই। কিন্তু যুবরাজ! রাক্ষসে মায়া-যুদ্ধই অধিক করে থাকে, সেই সময়ে তুমি গান্ধর্ব্বী বিদ্যা প্রকাশ করো।

নেপথ্যে। ওরে দুষ্ট দুরাচার! মনুষ্য হয়ে শমনের সঙ্গে বিবাদ! অরে বর্ব্বর! অরে মূর্খ! কিসে তুই এত সাহসী হয়েছিস্? অরে দুর্ম্মতি! কত শত তো হতে বলবান্, ও তো হতে শিক্ষিতাস্ত্রকেও আমি নিহত করেছি। তুই কোন্ ছার। অরে গর্ব্বিত! অহঙ্কারে বলাবল বিবেচনা করিস্ না; অনায়াসে ধনুক ধরে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে এয়েছিলি; অরে মূঢ়! এখন তার প্রতিফল পাবি। আগে তোকে সংহার করি, তার পরে তোর পিতা মাতাকে রাজ্য সমেত সমুদ্রের জলে ডুবায়ে দেবো।

(রাক্ষসের প্রবেশ)

মেঘ। কুমার! ঐ যে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস অচলের ন্যায় তোমার অগ্রে দাঁড়িয়ে, দুই পাটী দন্ত বাহির করে হাস্‌ছে।

বিজয়। (সদর্পে ধনুর্ধারণ করতঃ) অরে মদগর্ব্বিত দুর্ম্মতি ভূত! এখন অহঙ্কার পরিত্যাগ করে তোর পিতৃ-পিতামহদিগের পথে শমন-নগরে যাত্রা কর্।

রাক্ষস। (আরক্ত নেত্রে) অরে! আর কথায় কাজ কি, এখন আপনাকে রক্ষা কর্।

(শূল নিক্ষেপ)

মেঘ। (উচ্চৈঃস্বরে) যুবরাজ! ত্বরায় এ শূলটা নিবারণ কর,

ঐ দেখ দশ দিক আলো করে, বৃক্ষাদি ভস্ম কর্‌তে কর্‌তেই যেন শূল তোমার দিকে আস্‌ছে।

রাক্ষস। (কর্কশ স্বরে) হাঁ, পরাক্রম করে আমার শূলটা সংহার কর্‌লি বটে, এখন এই পরশুর দ্বারাই তোর প্রাণ সংহার কর্‌বো।

বিজয়। (বাণ নিক্ষেপ করিয়া) কৈ রে! এক্ষন তোর পরশু কোথায়?

রাক্ষস। জয়ী হয়েছিস্ বলে নিশ্বাসও ছাড়িস্ না। এখন রক্ষা কর, রক্ষা কর, তোর প্রাণ রক্ষা কর।

(অসি প্রহার)

মেঘ। (সহর্ষে) ধন্য রাজপুত্র! তোমার শিক্ষা নৈপুণ্য ধন্য। রাক্ষস যে সন্ধানে অসিপ্রহার করেছিল, তুমি যদি ঐ স্থানেই থাক্‌তে, তা হলে অবশ্যই তোমাকে অসির বশীভূত হতে হতো। আহা! ঐ স্থান হতে দুই তিন পদ গমন করে, এমন কৌশলে অসি দ্বারা প্রতি-প্রহার করিলে যে, তোমার অসির উপরে পড়বা মাত্রই রাক্ষসের অসি দ্বিখণ্ড হয়ে গেল। (চতুর্দ্দিক দেখিয়া সত্রাসে) রাজকুমার! এ কি! আমরা হঠাৎ কুজ্‌ঝটিকায় আচ্ছন্ন হলেম কেন?

বিজয়। (সদর্পে) ভয় নাই, এই আমি শিলা ও বৃক্ষ বৃষ্টি নিবা-রণ করি।

মেঘ। (সবিস্ময়ে স্বগত) ধন্য ধন্য ধন্য! আমি এমন অনু-পম যোদ্ধা আর কোথাও দেখি নি। ঐ যে রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও শিলা বর্ষণের প্রতি, কুমার অতি দ্রুতহস্তে অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য বাণ নিক্ষেপ কর্‌ছেন। ধনুকখান কখন দক্ষিণ হস্তে ও কখন বা বাম হস্তে করে এরূপ বেগে বাণ ছাড়্‌ছেন যে, বৃক্ষ সকল অর্দ্ধ পথে না আস্‌তে আস্‌তেই ছিন্ন হয়ে ভূতলে পড়্‌ছে; শিলা সকল বাণ-প্রতিহত হইয়া পরিত্যক্ত দিকেই মহাশব্দে ছুটে যাচ্ছে। (বিস্মিত-চিত্তে যুদ্ধ

দর্শন করিয়া সাহ্লাদে, প্রকাশ্যে) ও কি! রাক্ষস বুঝি নিধন হলো! ঐ যে ভূমিতে পড়ে গিয়েছে।

বিজয়। দেবি! সহজে ওর নিধন হচ্ছে না। ঐ দেখ, মূর্চ্ছা ত্যাগে দুরাত্মা আবার মহিষাকার ধারণ করে, চরণ ও শৃঙ্গে বৃক্ষ সকল মর্দ্দন কর্‌তে কর্‌তে আগমন কচ্ছে। আমিও এই মায়াবলম্বন করি।

(বিবিধ—মায়াযুদ্ধ)।

মেঘ। অনেক ক্ষণ হলো যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে, দুই জনেই কোথায় গেল! আর যে, কিছুই দেখ্‌তে পাই না। (কিয়দ্বিলম্বে) ঐ যে, ও দিকে মহাচীৎকারশব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি। (দেখিয়া সভয়ে উচ্চৈঃস্বরে) যুবরাজ! শীঘ্র এস, ঐ যে রাক্ষস রোষাবেশে আমার প্রতি ধাবিত হয়েছে।

বিজয়। (সদর্পে ধাবমান হইয়া) ওরে দুরাত্মা! আমাকে পরিত্যাগ করে, অবলাকে আক্রমণ করেছিস্ কেন!

(বিজয়ের অস্ত্র ত্যাগ, ও রাক্ষসের মূর্চ্ছা)।

মেঘ। কুমার! আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। ঐ রাক্ষস পড়ে গিয়েছে, এই বেলা ওকে ব্রহ্ম অস্ত্রের দ্বারায় সংহার কর।

বিজয়। অধর্ম্ম যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, রাক্ষস সংজ্ঞা লাভ করুক।

মেঘ। ঐ যে, রাক্ষস উঠিয়া মুষ্টি উচিঁয়ে আসিতেছে, এই বেলাই ওকে সংহার কর।

বিজয়। এই মহা অস্ত্র ছাড়িলাম।

মেঘ। হঠাৎ এত আলো হলো কেন? আমার চক্ষে ধাঁধাঁ দিল যে।

বিজয়। আর কি, ব্রহ্ম অস্ত্রের তেজঃ! একবার চেয়ে দেখ।

মেঘ। (সহর্ষে ধন্যবাদ করিয়া) আঃ! এক চোটেই শরীর হতে মস্তক পৃথক হয়েছে যে!

(দিব্যমূর্ত্তি এক গন্ধর্ব্বের প্রবেশ)

মেঘ। (স্বগত সাহ্লাদে) ঈশ্বর কি এত দিনের পর আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন! (নিকটে গিয়া, সলাজে প্রণিপাত)।

গন্ধর্ব্ব। কল্যাণি! চিরঞ্জীবিনী হও।

বিজয়। (সবিস্ময়ে) মহাশয়! আপনি কে? কি নিমিত্তে এস্থানে আগমন করেছেন? অনুগ্রহ করে, পরিচয় প্রদান করুন।

গন্ধর্ব্ব। রাজপুত্র! শ্রবণ করুন। আমি গন্ধর্ব্বপুত্র। আমার নাম মুদিরাক্ষ। আমি শাপাবস্থায় রাক্ষস ছিলাম, আপনি এতক্ষণ আমারই সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন; এক্ষণে আমি আপনার হস্তে নিধন হয়ে, পুনরায় গন্ধর্ব্ব-দেহ প্রাপ্ত হয়েছি। আর এই যে মেঘমালাকে দেখ্‌ছেন, ইনি আমার পত্নী এবং আপনি আমার পরম বন্ধু।

বিজয়। ভাই! আপনাকে বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হয়ে, আমি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ কর্‌লেম। আর কি বল্‌বো, এস একবার আলিঙ্গন করি।

মুদি। (আলিঙ্গন করিয়া) সখে! আমাদের পরস্পরে যে কেমন সৌহৃদ্য জন্মিল, তাহা অধিক আর কি বল্‌বো; আমরা যে আপনার প্রতি কেমন অনুরক্ত, তা সময়ান্তরে বল্‌বো। ভাই! সেই দুর্দ্দৈব ঘটনাবধি, আমাদের পিতা মাতা কেমন বিপদাপন্ন হয়েছেন, তা আপনাকে অধিক বলা অনাবশ্যক। আর দেখুন, নিশিও প্রায় প্রভাত হলো; ঐ যে পূর্ব্বদিক শুক্লবর্ণ হয়ে উঠেছে; চন্দ্র ও তারকা গণের প্রভা, হীন হয়েছে; পক্ষিগণ যেন, প্রভাত কাল আগত দেখে, পরমেশ্বরের আরাধনায় স্বরসংযোগে গান আরম্ভ করিল; প্রভাতীয় মন্দ মন্দ সুগন্ধি অনিল বহিতেছে; ঐ যে কা কা কা রবে, দুই একটী কাক এদিক্ ওদিক্ গমন কর্‌ছে, মালতী পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়ে, সৌরভে বনরাজি আমোদিত কর্‌তে লাগ্‌ল। প্রিয়সখে! আর রাত্রি নাই, এখন আমাদিগকে বিদায় দাও। আমরা, পিতা মাতা

গুরুজন ও বন্ধু বান্ধবগণের সঙ্গে সম্ভাষণ করে, পুনরায় এসে আপনাদের দর্শন কর্‌বো।

মেঘ। সখে যুবরাজ! আমরা বিদায় হই।

বিজয়। (সহাস্যে) দেবি! আমাদিগকে যেন স্মরণ থাকে।

মেঘ। তাকি আর বল্‌তে হবে! কিন্তু দেখ, পাছে তুমিই বা বিস্মৃত হও।

বিজয়। সখি! এ আশঙ্কা তোমাদের বৃথা।

মেঘ। (অন্য দিকে কর্ণ দিয়া) যেন কোন মনুষ্যের বাক্য শুনা যাচ্ছে।

মুদি। (সপ্রণয়ে আলিঙ্গন করিয়া) সখে! তবে বিদায় হলেম।

বিজয়। (সস্নেহে) ভাই! পুনরায় যেন দেখা পাই।

মুদিরাক্ষ ও মেঘমালা। অবশ্য এসে দর্শন কর্‌বো।

(সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শাল্মদ্বীপের রাজসভা।

(ভাটের প্রবেশ।)

ভাট। মহারাজের জয় হোক্। মহারাজ! এই যে, ক্ষিতিপাল-তনয়গণ উপস্থিত হয়ে, চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করে বসেছেন। তবে আর কালবিলম্ব করার প্রয়োজন কি?

বীর। হাঁ, এই বলি।

পণ্ডিতগণ। মহারাজ! বিলম্বমবিধেয়ং, শুভস্য শীঘ্রং।

বীর। (স্বগত) না বলে আর উপায় কি? কিন্তু সেটা যে দুরন্ত

বলশালী, তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে কে সাহস কর্‌বে! আমি যার নিকটে পরাভব হয়েছি, কুমারেরা সকলে একত্রিত হয়েও যাকে কল্য পরাজয় কর্‌তে পারে নাই, আজ কুমারেরা একক হয়ে তাকে সংহার কর্‌তে কিসে সাহসী হবে? (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) যখন প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন অবশ্যই বল্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) ওহে অভ্যাগত বীরকুমারগণ! তোমরা অবিচলিত চিত্তে মৎপ্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। এই গ্রামের প্রান্তভাগে বহুদূর-ব্যাপক একটী অরণ্য আছে, ভয়ানক এক রাক্ষস ঐ বনে বাস করে। সেই রাক্ষসের দ্বারায় আমার বিস্তর অনিষ্ট হইতেছে। যে ব্যক্তি একক ঐ দুর্ম্মদ রাক্ষসের প্রাণ সংহার করে বীরত্বের পরীক্ষা দিতে পার্‌বেন, আমি সত্য বল্‌ছি তাঁহাকেই আমার কুমারী নাম্নী প্রাণোপমা তনয়া সম্প্রদান কর্‌বো।

কুমারগণ। (সতেজে) ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে, কে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ? মহাশয়! আপনি সেই বিপিন দেখাইয়া দিতে আজ্ঞা করুন, অবশ্যই দুরাত্মা রাক্ষসকে শমন সদনে পাঠাইব।

বীর। ওহে! কে আছ? সেনাপতি জয়ৎসেনকে আনয়ন কর, কুমারদিগকে বিপিন দর্শাইতে হইবে।

পরিচারক। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(পরিচারকের প্রস্থান।)

(প্রতিহারির প্রবেশ।)

প্রতি। মহারাজকো জয় হোগা। মহারাজ! একঠ যুবক আওর কালঞ্জোর ও কাল্‌কেত্তো নাম দোন ব্যাধ দ্বারমে আয়া হৈ।

বীর। শীঘ্র আনয়ন কর।

(প্রতিহারির প্রস্থান)

বিদূ। মহারাজ! এ রাজ্যের তো আর ভদ্র নাই, দেখছি। যে সকল উৎপাত আরম্ভ হয়েছে, তা আমরা কখনও দেখিনি, ছোট বেলাতে যে সব উপন্যাস শুনেছিলাম তারি মত এসব আশ্চর্য্য কাণ্ড কারখানা এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি।

বীর। আবার নূতন উৎপাত কি হলো হে?

বিদূ। হাঁ, আপনারা তা জানবেন কেন! সেনাপতি জয়ৎসেন রাজবাড়ী রক্ষা করে থাকে, তার গুণেই এ সব বিপদ জানেন না। মহারাজ! কাল্‌কে যখন রজনী প্রায় বারটা বেজে গিয়াছে, তখন আমি মন্ত্রী মহাশয়ের বাড়ী থেকে নিজ বাড়ীতে যাচ্ছি। যেতে যেতে মনে কি সন্দেহ হলো, ভয়ও হলো; ভাবলেম কি না ব্রাহ্মণী আমাকে গালাগালি দেবেন। আবার ভাবলেম কি না ব্রাহ্মণীর নিকটে একটা ধূর্ত্তম কর্‌বো, তা হলেই সে আমাকে কিছু বল্‌তে পার্‌বে না। আর দুর্ম্মুখো স্ত্রীদিগের নিকটে মিথ্যা কথা বল্‌লেও বড় একটা পরকালের দোষ আসে না। দেখুন মহারাজ! এ কথাটা যুক্তিসিদ্ধ কি না? যে স্ত্রী সৎ হয়, তাকে ধূর্ত্তম করে কি মিথ্যা প্রবঞ্চনা করে, তার মনে কষ্ট দিলে, সে বড় বিষম পাপ হয়। আর যে স্ত্রী নিজে অসৎ, মিথ্যা প্রবঞ্চনা দ্বারাই তার মন রাখা উচিত। আর বোধ করি তাতে বড় একটা পাপও হয় না। মহারাজ! আমি এই সব নানা বিষয় ভাবতে ভাবতে একটা যুক্তি স্থির করে বাড়ী গেলেম। যেই মাত্র আঙ্গিনার মাঝে পা দিয়েছি, অমনি দেখ্‌তে পেলাম, ব্রাহ্মণীর শয়নগৃহের দ্বারে একটী পুরুষ দাঁড়িয়ে পান খাচ্চে, আমারই সেই হুকোটা হাতে আছে। আর হেঁসে হেসে বল্‌ছে যে, তবে এখন যাই! ভাড়ের আস্‌বার সময় হয়েছে; আবার ঘরের মাঝে থেকে আমার স্ত্রী বল্‌ছেন, না তার আসবার সময় হয় নি, তুমি যেয়ো না। মহারাজ! এই সকল কথা বার্ত্তা শুনে, রাগে আমার গা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। স্ত্রীর ব্যভিচার দোষ শুন্‌লেই রাগ হয়, তা তো আমি

সাক্ষাতেই দেখ্‌তে পেলাম। তখন আমার কি হলো, রাগে একবারে হতজ্ঞান হয়ে গেলেম। চারদিকে উকুটিয়েও কিছু পেলেম না, কেবল এক গাছা দড়া মাত্র পেলেম। তাই নিয়ে ধীরে ধীরে গিয়া আত্মামত পুরুষটাকে বেঁধে ফেল্লেম। সে আমাকে দেখে ভীত হলো না, বরং হাস্য মুখে বল্‌ছে, ওহে! তোমার হুকো নাও, পড়ে ভেঙ্গে যাবে। আমি ক্রোধে অধীর হয়ে বল্লেম, কে হে তুমি! সে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লো আমি মনোহারিণী মনোহরের। আমি তর্জ্জন করে বল্লেম, আমার বাড়ীতে কি জন্যে! সে হেসে উত্তর কল্লে, তোমার স্ত্রীই সব জানে; তাকেই জিজ্ঞাসা কর যে, কি জন্যে আমার প্রতি অভিলাষী হয়েছে। আমি আরক্ত নেত্রে, কর্কশ বচনে বল্লেম, এখন তোর শিরশ্ছেদন করি! রসিক বর হেসে বল্লে, "রাবণ যদি সীতার জন্য দশটী মাথা দিতে পেরেছে, তবে আমার এক মাথা, যায় যাবে। মানস তো সফল।

বীর। (বিরক্ত ভাবে সক্রোধে) কি ঘৃণার কথা, পাপাত্মাদিগের বৃত্তান্ত এরূপ বিস্তার না করে, সংক্ষেপে বল।

বিদূ। মহারাজ! শ্রবণ করুন্। আমি পুনরায় গর্জ্জন করে বল্লেম, বটে রে! আবার রসিকতা। থাক্, তোদের প্রতিফল দিচ্ছি। এই বলে একখানা তীক্ষ্ণধার তলয়ার নিয়ে এলেম। মহাপুরুষ তখন হেসে হেসে বল্‌ছে, একর্ম্ম অবশ্যই ব্যক্ত হয়; আগুণ যেমন বস্ত্রে বাঁধা থাকে না, তেমনি ইহাও কখন ছাপা থাকে না। প্রেম কত্তে গেলেই ধরা পড়ে, প্রেম কত্তে গেলেই কলঙ্ক হয়, প্রেম কত্তে গেলেই অভিশাপ হয় ও প্রেম কত্তে গেলেই মৃত্যু হয়। কিন্তু আমি তো একা দোষী নয়; হাঁড়ী ত্যাগ না করে, কেবল বিড়াল মারলেই তো শোধ যায় না!! আমি বল্লেম ভাল, যেমন পশুর মত কার্য্য করেছিস্, তেমনি দুই জনকেই সমুখা সমুখী করে পশুর মত বধ কর্‌বো। এই বলে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, এক দাসী বসে আছে; সে আমায় দেখে, মুখে কাপড়

দিয়ে হেসে বল্‌ছে, ঠাকরুন্ এই দিকে পালিয়েছেন। আমি সেই দিকেই যাই; এমন সময় কে যেন বল্লে, ঠাকুরাণী বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছেন। আমি ব্রাহ্মণীকে না পেয়ে ক্রোধে হতজ্ঞান হলেম। তখন আরক্ত নেত্রে কম্পিত কলেবরে, তলয়ার খানা ঝাকাইতে ঝাকাইতে, ঐ পুরুষকে লক্ষ্য করেই ধাবিত হয়েছি; এমন সময়ে পুরুষ হাস্‌তে হাস্‌তে, কি হয়েছে তোমার কি হলো! বলে পুরুষ-বেশ ত্যাগ করে আমার ব্রাহ্মণী হয়ে পল্লেন। মহারাজ! এই তো কাল্‌কে আমি ব্রাহ্মণীর কাছে পরাজয় স্বীকার পেয়েছি।

সকলে। (উচ্চ হাস্যে) যিনি যেমন দেবতা, তাঁর তেম্‌নি দেবী।

বীর। ওহে বয়স্য! এই তোমার উৎপাত না কি?

বিদু। না মহারাজ! আরও আছে, শ্রবণ করুন্। এই তো সেই কাণ্ডবাণ্ড হয়ে গেল। তার পরে আমি ভোজন করে আচমন কর্‌তে বাইরে গিয়েছি, গিয়েই দেখ্‌তে পেলাম কি যেন একটা জানোয়ার আমার দিকে আস্‌ছে। তার গায়ের রংটা ঠিক্ কৃষ্ণবর্ণ কালো, চরণ চারখান বড় খাটও নয় বড় লম্বাও নয়, আর তার দুটী ত্রিবেঙ্কুরা সিং আছে। প্রথমতঃ দেখেই বিবেচনা কল্লেম যে, এটা হয় বনরা জন্তু হবে, আর নয় হরিণ হবে, কিম্বা বনরা গর্দ্দভই হবে। তার পরে যখন কাছে এসে নাকসাড়া আরম্ভ কল্লো, তখনি জান্তে পাল্লেম আর কিছু নয় এটা মহিষ। ওরে সর্ব্বনাশ! আমার মনের কথা মনেই আছে, এর মধ্যেই এক বাঘ; বাঘটা এসেই মহিষটাকে আক্রমণ করে ধল্লে। আঃ! তাদের পায়ের সঞ্চালনে, শৃঙ্গের প্রহারে, ও গর্জ্জন শব্দে আমার কর্ণ বধির ও হৃদয় কম্পিত হয়ে গেল। তার পরে মহিষটা পরাভব হয়ে যে কোথায় গেল, আর দেখ্‌তে পেলেম না। আবার দেখি অতিশয় উচ্চ মদোন্মত্ত নীল পর্ব্বতের ন্যায়, শুণ্ড দোলাইতে দোলাইতে একটা যূথগণপতি চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে বাঘটার প্রতি ধাবমান হয়েছে। বিকট-কটাক্ষ ব্যাঘ্র মস্তকোপরি

ঘনাবর্ত্তন লাঙ্গূল ঘুরাইতে ঘুরাইতে চক্ষের এমন ভঙ্গিমা করে গর্জ্জন কর্‌তে লাগলো, যেন বোধ হলো কেশকুম্ভ করির মস্তক বিদারণ কর্‌তে গমন কর্‌লো। হস্তি ও ঊর্দ্ধভাগে শুণ্ড করে, এমন করেই তাকে আক্রমণ কল্লে যে বাঘটা আর বিক্রম প্রকাশ কর্‌তে পার্‌লো না, হস্তির চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মেখে অস্তি ভগ্নকর চীৎকার কর্‌তে লাগলো। মহারাজ! ছোটবেলা শুন্‌তাম, শালগাছ নূতন জন্মানের সময় এক রাত্রির মধ্যে যোলহাত উচ্চ হয়, এখন তাই দেখ্‌তে পেলেম। বাঘটার গা হতে একবারে সারি ধরে শাল্ল কাষ্ঠের মত উঠ্‌তে লাগলো, উহার অগ্রভাগ হলধরের হলের মত সুতীক্ষ্ন। ঐ অস্ত্রে করিকর দৃঢ়তর বিদ্ধকর হয়ে, ঘোরতর চীৎকার কর্‌তে আরম্ভ কল্লো। ব্রাহ্মণী এই সব ঘটনায় বৈধব্য-যন্ত্রণার ভয়ে, জোর করে আমার হস্ত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে কবাট বন্ধ করে দিলেন। আমি কতক্ষণ অজ্ঞানাবৃত হয়ে ছিলেম, তার পরে সংজ্ঞা পেয়ে আর কিছু দেখ্‌লেম না। এইতো মহারাজ! কাল্‌কে প্রায় সারা হয়েছিলেম, তবে ব্রাহ্মণীর পুণ্য বলেই কেবল বেঁচেছি।

বীর। মায়াবী রাক্ষসেই এ সকল কর্‌ছে, আমিও স্বচক্ষে কিছু আশ্চর্য্য দেখেছি।

জ্যোতিঃপণ্ডিত। মহারাজ! আর চিন্তা নাই, আপনার শুভগ্রহ উদয় হয়েছে, অচিরকাল মধ্যেই রাক্ষস সংহার হবে।

বীর। আমার দক্ষিণ চক্ষু, বাহু ও উরু স্পন্দন হচ্ছে কেন?

বিদূ। বুঝি বা কোথা হতে শুভাগমন হচ্ছে।

(বিজয়কুমার ও ব্যাধ দ্বয়ের প্রবেশ)

ব্যাধদ্বয়। আজ্ঞা মোশাই! আশীর্ব্বাদ দ্যান।

বীর। কিহে! কি সংবাদ?

কালঞ্জর। (যোড়করে) এজ্ঞে মহাআজ! এট্টা সুখপর আন্‌চি।

বীর। বল শুনি।

কালঞ্জর। আর কি আজ্ঞা মোশাই! দ্যাশটা নক্ষা পেয়েচে, পাঁজির ব্যাটা আক্কস মারা পড়েচে।

সকলে। কি! আশ্চর্য্য সংবাদ যে!

চন্দ্র। বলকি হে! সত্য নাকি? তবে, কে তাকে মেরেছে?

কালঞ্জর। আজ্ঞা মোশাই! এই দেকুন। (বিজয়কুমারের দিকে) য়্যামন বীর কোনঠি দেকিনি, শুনিনি, জম্মেনি, জম্মাবেও না। আহা! এনাই আক্কসটা মেরে আজ্ঞিটা নিষ্কণ্টক করে দেচেন। মোরা কত হাতে পায় দোরে এঁকে আন্‌চি।

সকলে। (বিজয়কুমারকে দেখিয়া স্বগত) ইনি সামান্য ব্যক্তি না হবেন, ছদ্মবেশী কোন মহাপুরুষ, আর সন্দেহ নাই।

বীর। (স্বগত) আহা! এই লোচনানন্দদায়ক সুকুমার কুমার কি সেই দুরন্ত রাক্ষসকে নিহত করেছেন! যদি তাই হয়, তবে ইহাঁর দ্বারায় আমার রাজ্যরক্ষা ও মনঃপীড়ার সাম্য হওয়ায়, আমি যেমন উপকার প্রাপ্ত হলেম, তাহার বিনিময়ে আমার দুহিতা সম্প্রদান করাই উচিত। আর ইহা অযোগ্যও হবে না। কুমারী থাকুক, এমন সুচারুদর্শন পতি লাভে দেবকন্যারও আহ্লাদ জন্মে থাকে। অতএব এমন পাত্রে কন্যা সমর্পণ করা অতি শ্লাঘনীয় বল্‌তে হবে। কিন্তু পরিচয় যেন এখন প্রতিবন্ধকতা না জন্মায়। (বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিয়া) আহা! কি আশ্চর্য্য মূর্ত্তিখানি, এই কমনীয় কান্তি বিশিষ্ট কোমল বদনখানি বারম্বার দেখিতে আমারই ইচ্ছা হচ্ছে, চক্ষু আর পরিতৃপ্ত হচ্ছে না। (পুনরায় দর্শন করিতে করিতে) মৃগী কি কখন সিংহের শাবক প্রসব করে? ঐ যে আজানুলম্বিত বাহু, সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত ললাট, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল ও হস্তপদতলে সকল রাজচক্রবর্ত্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অতএব ইহাকে রাজকুমার ভিন্ন অপর সন্তান কি বোধ হয়! যাহোক একবার পরিচয় লওয়াই আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) কুমার! ঐ সিংহাসনে উপবেশন কর।

(ব্যাধের প্রতি) অহে! ইনি কিরূপে রাক্ষস বধ করেছেন, আর তোমরাই বা কিরূপে ইহঁাকে পেয়েছ, সমুদয় বর্ণন কর।

কালঞ্জর। আজ্ঞা মোশাই! মোরা ব্যাধ জাত, মোদের আবার আক্কসের ভয় কি, এই বুলে তো কাল ভাটি বেলায় বনের মদ্দি গ্যালাম। ও বাবা! কত্তি এখনও পানডায় ডর কচ্চে। কাটা পাই খোঁদে পড়ে; হণিঙ্গও মাত্তি পাল্লাম না, কফ্ করে আত্তির হয়ে আল। মোরা এট্টা বড় গাচে ওট্‌লাম। কতক আত্তির পরে, উঃ! কি চেঁচানি, মুই য়্যাকন অদ্দিও কানে শোন্‌চিনে। পেরথম তো আক্কস দূর ভুঁইয়ে ছেল, ওঃ কি নাগে তাঁর কাচে, ভাবলাম এট্টা ভুযুক কল্লেন। উঁচু নীচু গাচ গোলান কোন্‌টি উড়ে গ্যাল, আর চড়ৎ মড়ৎ সব নব আরম্ভ হলো। আজ্ঞা মোশাই! ভাবলাম এই বারি মোদ্দের দপাটা নপা হয়ে গ্যাল, আন কারো সঙ্গে দ্যাকাটা হলো না। এর মদ্দি সেই আক্কস,—ওরে ভাই! গেনু। (সভয়ে চতুর্দ্দিক দর্শন ও পলায়নোদ্যত)।

বীর। (সহাস্যে) ওহে! ভয় কি?

কালকেতু। কেন্‌রে ভাই! ভয় পায়চিস্ কেন্? এ না আজ-বাড়ী।

কালঞ্জর। কি আজবাড়ী! সে বন না? ওডা কি?—আক্কস না?—আজবাড়ী, তবে বাচনু।

বীর। ওহে! তার পরে কি হলো বল?

কালকেতু। মুই বলুচি। (অগ্রসর হইয়া যোড় হাতে) আজ্ঞা মোশাই! সে কথাটা কত্তি সত্তি ভয় নাগে। তান পরে মোরা যে গাচডায় ছিলুম, সেই ড্যা ক্যামন করে ঝ্যাকাতে নাগ্‌লো, আন কি গজরানি; মোগাদের পান উড়ে গেলেন। ও হো! যেকন দ্যাক্‌লাম মোরা যে গাজডায় আচি, সেই ডেই——আক্কস কি অত্তদুর, সেই ডেই ওপ্‌রোতে নেগেচে; আঃ আগেই তো পান ডা কোন্ দিক্

গ্যাচেল মুই য্যাকবার জোনপোক, আর আঁদার দেক্‌লাম। আন যে কি থ্যান্ ডা হয়্যা গ্যাল, তা কত্তি পারিনে। তার পুরে আক্কসের গজ্জরান্ শোনে মোর ঘোম ভাঙ্গ্‌লো, তেকনো ভাই ভুঁইয়ে শুয়ে ছিল। আঃ, ম্যাগে য্যামন জিয়েগ্লোই কসে, সেই ত্তাকম চোকির মদ্দি দবুদবে গ্যাল, আর তেকনি এনার বানে আক্কসের মাতা কেটে দোফাক্। আর আক্কসের মাতাডা নাচ্‌তি নাচ্‌তি যিনু মোর দিকেই ধেয়ে য্যাল। ভাবনু, কোন্ দত্তির মাতা ইন্দির দেপভারে ধেয়ে গ্যাচেল, মোরও বুজি তাই হলো, এই ভেব্যাই দোড়। অনেদ্দূর যায়ে মনে হলো নক্কা পেইচি, আবার দেকি সেই থ্যানডাই আয়চি। নক্কা যে পুব্ব দিক ফর্সা হয়চে, আর এনিও মোর ভাইরে দ্যাক্‌লাম। তেকন তিন জনে আক্কস দেকে, আস্‌তি নাগ্‌লামু। এনি স্ন্যানান কল্লেন, তার পরেই মোদ্দের সঙ্গে আজবাড়ীতে আয়চেন।

কালঞ্জর। আজ্ঞা মোশাই! মোরা অনেক আজ্যি দ্যাকুচি, অনেক আজপুত্তুর দ্যাকুচি, এনার মত সুবুদ্যান্ত ছ্যালে চকেই দেলেন নি। এনি মোদ্দের কাত্তুরানি দেকে দয়া কোরেই সঙ্গে আয়চেন।

(পুনঃ প্রতিহারীর প্রবেশ)।

প্রতি। মহারাজ! বিজয়পুর্‌কা রাজমন্ত্রী সুমন্ত্র দ্বারমে আয়া, দরশনকা হুকুম হোয়।

বীর। কি, বিজয়পুরাধিপতির মন্ত্রী! শীঘ্র আনয়ন কর।

প্রতি। মহারাজকা যো হুকুম।

(প্রস্থান)।

বীর। (ব্যাধের প্রতি) ওহে! তোমরা ইহাঁর পরিচয় জান?

ব্যাধদ্বয়। এজ্ঞে তা তো জ্যানিনে। য্যামন তীর ধনুক দ্যাকুচি, আজপুত্তুর বিম্নি য্যামন অশুর কে দ্যাকাবেন।

বীর। (কোষাধ্যক্ষের প্রতি) এই দুই ব্যাধকে সমুচিত পুরস্কার দাও।

(পরিচারক সহ সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ)

সৈন্যাধ্যক্ষ। জয় হোক মহারাজ! কি আজ্ঞা হয়?

বীর। তোমাকে যে নিমিত্তে ডেকেছিলাম, তা হয়েছে; এখন শকটাদি লয়ে, রাক্ষসের মৃত দেহ আনয়ন কর।

সৈন্য। (সবিস্ময়ে) কি! রাক্ষসের মৃত দেহ!

বীর। হাঁ, এই যুবক তাঁকে সংহার করেছেন, তুমি ত্বরায় গমন কর।

(বিজয়কুমারকে ধন্যবাদ করিতে২ সৈন্যাধ্যক্ষের প্রস্থান)

(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র। অমল-যশঃ মহারাজের জয় হোক্। (বিজয়কুমারকে দেখিয়া সাহ্লাদে) যুবরাজ! আপনার শরীরের মঙ্গল তো? ধীবর যেমন বহুতর পরিশ্রমে জলনিধির গর্ভ হতে হীরক খণ্ড উত্তোলন করে; আমিও তদ্রূপ সাগর-স্বরূপা পৃথ্বী হতে বহু প্রযত্নে অদ্য অমূল্য রত্ন স্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হলেম। আজি আমার পরিভ্রমণ সার্থক হলো। মহারাজ শত্রুজিৎসেন ও পুত্রবৎসলা রাজ্ঞী কুমুদ্বতী, আজ তাঁরা নিধি প্রাপ্ত হলেন। বিজয়পুর অরাজকাবস্থায় প্রায় শ্রীভ্রষ্ট হতেছিল, প্রজাগণ দুঃখিত ছিল; আজ আপনাকে প্রাপ্ত হয়ে সকলেরই দুঃখ-রোগের পরমৌষধ প্রাপ্ত হলেম্। (বাহু-প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন)।

বীর। (সবিস্ময়ে) কি! ইনি আমার পরম মিত্র মহারাজ শত্রুজিৎসেনের পুত্র! তবে এবেশে স্বদেশ হতে বহির্গত হয়েছেন কেন?

সুমন্ত্র। মহারাজ! শ্রবণ করুন্। রাজকুমারেরা অনুদ্দেশ হলে,

যখন বহুতর অনুসন্ধানেও ইহাঁদের কোন উদ্দেশ হলো না, তখন আমি, রাজ্ঞী ও মহারাজকে সান্ত্বনা করে, কুমার দ্বয়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে, প্রথমতঃ ইহাঁরা যে বনে মৃগয়ায় গিয়েছিলেন, সেই বিপিনে প্রবেশ করি; কিন্তু রাজনন্দনের অনুসন্ধান না পেয়ে তথা হতে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান কর্লেম।

বীর। ইহাঁর সঙ্গে আর কে অনুদ্দেশ হন্?

সুমন্ত্র। তিনি ইহাঁর প্রিয়সখা, মন্ত্রী শুকনাশের পুত্র। উভয়ে মৃগয়ার ছলে দেশ হতে বহির্গত হয়েছিলেন।

বিদূ। অহো! ত্রেতাযুগে দাশরথ রাম লক্ষণ, কৈকেয়ীর সত্য-পাশবদ্ধ রাজা দশরথের নিমিত্ত বন গমন কল্লেন্; 'অধিরাজন্ দশরথ সুমন্ত্রের মুখে এই কথা শুনেই যেমন, হা রাম কি কল্লেম, বলে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। মহারাজ শত্রুজিৎসেন যে, সে দশা ঘটান্ নি, এ প্রজাদের পরম ভাগ্য। যা হোক মন্ত্রী মহাশয়! তার পর?

সুমন্ত্র। তদ্‌পর আমি কত স্থানে অনুসন্ধান কল্লেম, তা কিছুতেই কৃতকার্য্য হলেম না। কিন্তু অবশেষে কাঞ্চন নগরে গিয়ে, যুবরাজের বয়স্য মন্মোহনের দেখা পেলেম; তিনি বল্লেম, যুবরাজ শাল্মদ্বীপাধি-পতির তনয়াকে স্বপ্নে নিরীক্ষণ করে অবধি, তাঁর প্রতি গাঢ় অনু-রাগী এবং তন্নিমিত্তই পিতা মাতা ও স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করে, শাল্মদ্বীপাভিমুখে গমন করেছেন। মহারাজ! আমি এই সংবাদ পেয়ে সত্বর গমনে আপনার রাজধানীতে আগমন কর্লেম।

বীর। (পুলকিত মনে বিজয়কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া) আহা! অদ্য আমার কি শুভ দিন। (সভাস্থিত সকলকে সম্বোধিয়া) বিজয় নগরের রাজবংশের সহিত কুটুম্বিতা কর্তে আমার মহা উল্লাস জন্মি-তেছে। সকলে অনুমতি করুন, আমি, বিজয়পুরাধিপতির পুত্রকে কুমারী নামক দুহিতা সম্প্রদান করি।

সকলে। মহারাজ! জাত্যংশে ও রূপে গুণে, এ পরিণয় সর্ব্বো-

ৎকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা সম্মতি পূর্ব্বক ইহা বলিতেছি যে, শুভকার্য্য সত্বরেই সম্পাদন করুন।

পুরোহিত। মহারাজ! একে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওনের হর্ষ, দ্বিতীয়তঃ বরটী সর্ব্ব বিষয়ে উপযুক্ত, তৃতীয়তঃ বিজয় নগরের প্রাচীন রাজবংশের সহিত কুটুম্বিতা, একি সামান্য আহ্লাদের কথা!

বীর। পুরোহিত মহাশয়! আপনি ত্বরায় অন্তঃপুরে গমন করে, কুমারীকে যথালঙ্কারে ভূষিত করতঃ, আনয়ন করুন। আমি সর্ব্বসমক্ষে, প্রতিজ্ঞা-পাশ হতে মুক্ত হই।

পুরো। তথাস্তু। (প্রস্থান)।

বীর। ওহে! অভ্যাগত মন্ত্রীর সমুচিত বাসস্থান ও খাদ্যাদির আয়োজন করে দাও। (বিদূষকের প্রতি) বয়স্য! রাক্ষস নিধন ও বিবাহ সংবাদ নগরে প্রচার কর্‌তে তুমি গমন কর।

বিদূ। মহারাজ!

ক্রিয়া কাণ্ডবাণ্ড যত বল।
ভোজনোদ্দেশেই সব ভাল॥

অতএব ব্রহ্মভুক্তির আয়োজন টা যেন ভালরূপ হয়। আমি এই চল্লেম্, ঘোষণার জন্য লোক প্রেরণ করে আসি। (প্রস্থান)।

(নেপথ্যে হো হো শব্দ)

ওরে রাক্ষস মারা পড়েছে রে, ঐ দেখ কয়টা গাড়ী ঘোড়া দিয়ে ওকে আন্‌ছে। আয় দেখি গে।

ও! তুমি এই মুখে আমাদের উৎপাত কর্‌তে, আজ তোমার সেই মুখে যে একখানা গাড়ী বোঝাই হয়েছে!

আহা! মুখের কাছে কেমন বড় বড় দাড়ি গুলো, বাতাসে ফুর্ ফুর্ করছে।

আয় তো ভাই! দেখি, ওটার ল্যেজ আছে না-কি।

(সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ।

সৈন্য। মহারাজ! এই তো নিহত রাক্ষস এনেছি।

বীর। চল সকলেই গিয়ে রাক্ষসের আকৃতি দেখে আসি।

(সকলের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

সকলে। ধন্য কুমার বিজয়সেন! যে, এতাদৃশ রাক্ষসকে বধ করেছ। আঃ! কি ভয়ানক মূর্ত্তি, গতিকেই ব্যাধ বেটারা অত ভয়াতুর হয়েছিল।

সভাপণ্ডিত। রাজন্! এখন কন্যা সম্প্রদানের উপযুক্ত আসন গ্রহণ করুন্। ভৃত্যদিগকে, দান-দ্রব্য আনয়নের আদেশ করুন্। আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই, ঐ যে, পুরোহিত মহাশয়, সখী-বৃন্দ সহ শরচ্চন্দ্রাননী পঙ্কজনয়নী নববালা রাজনন্দিনীকে আনয়ন কর্ছেন।

জ্যোতিজ্ঞ গণ। মহারাজ! এই উত্তম লগ্ন আগত, বার, তিথি, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি সমুদায়, মঙ্গল; অতএব এই সর্ব্বশুভ যোগেই কন্যা সম্প্রদান করুন্।

(দাসীপরিবৃতা কুমারীর প্রবেশ ও চতুর্দ্দিকে হুলুধ্বনি।)

বীর। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি সকলের নিকটে এই প্রার্থনা করি, পণ্ডিতমণ্ডলী ও ধরিত্রীরাজপুত্র সমূহ এবং সভাসদ্ দর্শক ও অপামর সাধারণ গণ! আপনারা সকলে অনুমতি করুন্, আমি বিজয়পুরের সম্রাট্ শত্রুজিত্‌সেনের পুত্র কুমার বিজয়সেনকে কুমারী নামক মম দুহিতা সম্প্রদান করি।

(চতুর্দ্দিকে জয় জয় মঙ্গলধ্বনি ও রাজা কর্ত্তৃক কন্যা সম্প্রদান এবং মাল্য বিনিময়।)

সভাস্থিত সকলে। ওহে! অদ্য আমাদের নয়ন সার্থক হলো। মহারাজ বীরসেন ধন্য, আজ শশাঙ্ক-রোহিণী, কি পুরূরবা-উর্ব্বশী, কিম্বা কন্দর্প ও তদ্‌বনিতাকে, দুহিতৃ ও জামাতৃ রূপে প্রাপ্ত হলেন। আহা! এমন সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত দম্পতি আমরা কোথাও দেখি নাই।

(পুনঃ মঙ্গলধ্বনি করতঃ সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাসর গৃহ।

(বিজয়কুমার, কুমারী ও সখীগণের প্রবেশ)

মায়া। ভাই কামিনি! ঠাকুরজামাই আজ ভাল মানুষ হয়েছেন, এসনা অমোদ আহ্লাদ করি। আজ কি অমন কর্‌তে আছে?

কামিনী। না, দিদি! এমন লোকের নিকটে যেতে আমার ইচ্ছে হয় না।

বিজয়। সুন্দরি! আমার নিকটে আগমনের বাধা কি?

কামিনী। যে ব্যক্তি সখীর অন্তর্বেদনা জানে না, সখী তার নিকটে কেন যাবে?

বিজয়। তা বটে। অবিশ্যই অপরাধ পেয়েছ, বিনা কারণে সরোজিনী মুদিত হয় না। যা হোক্ সখি! আমায় মার্জ্জনা করে, স্বচ্ছন্দ চিত্তে আমোদ প্রমোদ কর, এস, অভিমান ত্যাগ কর।

কামিনী। (আহ্লাদিতান্তঃকরণে) না ঠাকুরজামাই! দাসীর কাছে আপনি আবার কি অপরাধ কর্‌বেন! আমি রহস্য করেছি, ক্ষমা করুন।

বিজয়। সে কি সখি! (ভঙ্গিক্রমে) স্ত্রীদিগের চিত্ত যে, প্রস্তর হতেও কঠিন ও কমল হতেও কোমল, এ কথা মিথ্যা নয়।

বিজয়া। ঠাকুরজামাই! কাল্‌কে চিরপ্রণয়িনী, রাজকুমারীকে হরণ করে, আমাদিগকে যে দুঃখ সাগরে মগ্ন করেছিলেন; সখী কামিনী তাই স্মরণ করে অভিমানী হয়েছেন।

মায়া। ঠাকুরজামাই, যদি আর পলায়নের ইচ্ছা করেন্, তবে তোমাকেই সঙ্গে করে যাবেন, সে জন্য আর অভিমান কি। সখি কামিনি! তা বলে কি আমোদ আহ্লাদ ত্যাগ কর্‌তে আছে? সময় গেলে কি আর পাওয়া যায়?

কামিনী। (হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া) প্রিয়সখীকে যে হরণ করেছিলেন, সেটা ঠাকুরজামাইয়ের দোষ নয়।

বিজয়া। সে দোষ দৈবের।

কামিনী। তার আর ভুল কি! কাল্‌কে যখন ঠাকুরঝি ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত ও প্রলাপ বাক্যাদিতে বিহ্বল ছিলেন, তখন ঐ জন্য আমরাও ব্যস্ত ছিলেম। ঐ সময়ে ছোট রাণী প্রিয়সখীকে দেখ্‌তে এয়েছিলেন। দেখ ভাই! বিমাতার কি স্বভাব! না, তাঁকেই বা দোষ দিই কেন? তিনি বড় ভাল মেয়ে, এই কুমারীকে ইঁহার জননী অপেক্ষাও ভাল বাসেন। সময়েরি সকল দোষ! নতুবা এমন দয়াময়ী দেবী, বিনা অভ্যর্থনায় ক্রোধিতা হয়ে, অভিশাপ দেবেন কেন?

বিজয়া। কি সর্ব্বনাশ! তিনি আবার রাজকুমারীকে কি অভিশাপ দিয়েছেন?

মায়া। "কুমারি! তোমায় রাক্ষসে হরণ কর্‌বে।" এই বলেই অনুতাপ কর্‌তে কর্‌তে বল্‌তে লাগ্‌লেন। "হায়! আমি সন্তানাদি-বিহীনা হয়েও কুমারীকে গর্ভজ সন্তান নির্ব্বিশেষে স্নেহ করে থাকি। আজ সেই অপত্যসংহার রূপ অভিশাপ দিয়ে কি কুকার্য্যই কর্‌লেম।

বৎসে! আমি যদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে থাকি, যদি আমার কোন সুকৃত থাকে, তবে মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, তুমি অচিরেই নিষ্কৃতি পাবে।" ছোট রাণী এই কথা বল্‌তে বল্‌তেই মনোদুঃখে প্রস্থান কর্‌লেন। দেখ, সতী মেয়ের কথা! দিনটাও গেল না, অমনি ফলে গেল।

বিজয়া। (হাসিতেং) ও শাপ নয়, রাক্ষস-মারার কল।

বিজয়। যাহোক্। ও সব দৈবঘটনা, নচেৎ এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কি। প্রিয়ে! তুমি যে, নিস্তব্ধ রয়েছ?

কুমারী। নাথ! যে সকল অদ্ভুত ঘটনা হয়ে গিয়েছে, মনোমধ্যে তাহারই আন্দোলন হওয়ায়, আমি নিস্তব্ধ রয়েছি।

বিজয়। আর ও সকল চিন্তা করা বৃথা।

কুমারী। (গতস্য শোচনং নাস্তি) এই চিন্তা ত্যাগ কর্‌লেম।

(মেঘমালার প্রবেশ)।

বিজয়। সখি! এস এস। আহা! কি সু-সময়।

কুমারী। (সবিস্ময়ে) প্রাণেশ্বর! ইনি কে?

বিজয়। প্রেয়সি! ইনি তোমার প্রিয়সখী, গন্ধর্ব্বরাজ-কন্যা মেঘমালা। ইনিই কল্য দুরন্ত রক্ষ হস্ত হতে তোমাকে রক্ষা করে, প্রাসাদে রেখে গিয়েছিলেন। ইহাঁরই সংমোহনী মায়াবশে, তুমি আমার প্রতি তদ্রূপ অনুরাগিণী হয়েছিলে।

কুমারী। (উঠিয়া মেঘমালার হস্ত ধরিয়া উপবেশনান্তে) সুন্দরি! তোমাকে সখী সম্বোধন কর্‌তে আমার মহা উৎসাহ ও হর্ষ জন্মিতেছে।

মায়া। যার যত্নে এমন সুন্দর পতি-রত্ন লাভ করাযায়, তাকে সখী বল্‌তে সকলেরি ইচ্ছা করে।

মেঘ। (সপ্রণয়ে) প্রিয়সখি! রাজপুত্রি! তুমি আমার প্রাণতুল্য, আমি প্রিয়সখা ও প্রিয়সখী একত্রিত দেখ্‌বো বলেই এখানে এয়েছি, দর্শন করে আপ্যায়িত হলেম, কিন্তু—

কুমারী। কিন্তু বলেই যে চুপ কল্লে?

মেঘ। যদি বাসনা পূর্ণ কর, তবে বলি।

কুমারী। কি অভিলাষ?

মেঘ। অঙ্গীকার কর।

কুমারী। সাধ্যানুসারে প্রস্তুতা আছি।

মেঘ। তবে বলি। প্রিয়সখি! এক দিন তোমার নৃত্য দেখে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলেম। আহা! অপ্সরী হতেও নৃত্যের নূতন কৌশল দেখে, সমুদয় খেচরে তোমায় ধন্যবাদ দিয়েছিল। আজ একবার ঐরূপ মনোহর নৃত্য দেখ্‌ব, আমার এই অভিলাষ।

কুমারী। (সলাজে) আগে জানি নে যে তুমি আমাকে, এ অসম্ভাব্য কার্য্যে অঙ্গীকার-বদ্ধ কর্‌বে। (স্বগত অধোমুখে) পুরুষের নিকটে আবার কিরূপে নৃত্য কর্‌বো! কি লজ্জা।

বিজয়। (সহাস্যে) সুন্দরি! যে তোমায় প্রাণতুল্য দেখে তার কাছে লজ্জা কি? বরঞ্চ সখীর কাছে স্বীকার হয়ে বিমুখ হওয়াই বিশেষ লজ্জা।

মেঘ। প্রিয়সখি! মৌন হলে যে?

মায়া। "মৌনং সম্মতি লক্ষণং"।

কুমারী। (স্বগত) মনে উৎসাহ হয়, কিন্তু সরম আমায় নিবারণ কর্‌ছে। (প্রকাশ্যে) সখি! তুমি?

বিজয়। (ইঙ্গিতে) সখাই এখানে নাই, সখী মেঘমালার নৃত্যের রসজ্ঞ কে হবে?

মেঘ। (সাহাস্যে) যুবরাজ! তোমার সখা এলে, আমার সখীর কিছু অনুপায় হতো।

বিজয়। কেন অনুপায় কিসে? তা হলে এক্ষণে তোমারও অনুপায়ের সম্ভাবনা ছিল।

মেঘ। যুবরাজ! সখা তোমার প্রতি অবিশ্বাস করেন না, কিন্তু তিনি তো অবিশ্বাসী কার্য্য করেছেন।

বিজয়। সখি! এ কথা তোমার নিতান্ত অনুচিত, যেহেতু তৎকালে তিনি শাপাবস্থায় আসুরিক-মনা ছিলেন।

বিজয়। এই তো আমরা যন্ত্রাদি লয়ে প্রস্তুত হলেম।

কুমারী। সখি! উঠ, একবার নৃত্য করে তোমার সখাকে সন্তোষ কর।

মেঘ। (কুমারীর হস্ত ধরিয়া) তবে এস, উভয়েই উঠি। তোমার নৃত্যে সখার যত আমোদ জন্মিবে, আমার দ্বারায় তত আমোদ কথনই হবে না।

বিজয়। (ঈষদ্ধাস্যে) তা বটে। পদ্মিনী ও কুমুদিনী, দেখ কার নৃত্যে কমলিনী-নায়কের সন্তোষ জন্মিয়ে থাকে।

(কুমারী ও মেঘমালার নৃত্য)

বিজয়। (সবিস্ময়ে স্বগত) আমি বহুতর নর্ত্তকীর নৃত্য দেখেছি, কিন্তু এরূপ নূতন কৌশলের নৃত্য কোথাও দেখি নি। উভয়েই তুল্য, বোধ হয় উভয়েরি মধ্যদেশে অস্থি নাই। আবার, আহা আহা, বেশ বেশ, সাবাশ সাবাশ, ইত্যাদি সুমিষ্ট ধ্বনি, যেন শ্রবণ-বিবরে অমৃত বর্ষণ কর্‌ছে। (বহুক্ষণ নিমগ্ন চিত্তে দর্শন করিয়া, প্রকাশ্যে) চারু-নেত্রে! বিশ্রাম কর, আর অধিক শ্রমে কষ্ট হবে।

মেঘ। এই নৃত্য পরিত্যাগ কল্লেম্। প্রিয়সখী আমার নিতান্ত ক্লান্তা হয়েছেন; এই যে বদনারবিন্দে ঘর্ম্মবিন্দু হয়ে, তুষারকণ-মণ্ডিত শশধরের মত শোভা হয়েছে।

বিজয়। হবেইত সখি! প্রবল পবন বেগে কমলিনী মাত্রেই খিন্ন হয়ে থাকে, তদ্বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা কি?

কুমারী। (মেঘমালার হস্ত ধরিয়া উপবেশন করিতে করিতে সহাস্যে) প্রিয়সখী আমার স্বর্গোৎপন্ন, সেই জন্যই বিশেষ শক্তিমতী।

মেঘ। (কুমারীর হস্ত ধরিয়া) সখি! এখন প্রিয়সখার বামে বস, আমি একবার দেখি। (দন্তে জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া, স্বগত) আঃ আমি এতক্ষণও বিস্মৃত আছি! (প্রকাশ্যে) প্রিয়সখি ও প্রিয়সখা! তোমাদের প্রিয়সখার শিল্পনৈপুণ্য সার্থক কর্‌তে হবে ও আমার বিনয় রাখ্‌তে হবে।

বিজয় ও কুমারী। সখি! সে-কি?

মেঘ। তোমাদের সখা আজ মনোনিবেশ পূর্ব্বক, দুইটী কুসুমহার গাঁথিয়ে আমাকে দিয়ে এই বলে দিলেন যে, "আমি শিল্পকার্য্য দেখা-ইতে এই হার প্রদান কর্‌ছি ইহা যেন বিবেচনা না করেন। দেখুন সূর্য্যোদয়েই সূর্য্যকান্ত মণির শোভা বিস্তার হয়, পারিজাত হার ইন্দ্রেরই যোগ্য, কৌস্তুভ মণি নারায়ণের বক্ষঃস্থলেই শোভা পায়। অতএব প্রিয়সখা ও প্রিয়সখি! আমাদের প্রতি স্নেহ করে এই হার গ্রহণ করুন।"

বিজয় ও কুমারী। সখি! তোমার বাক্যে, ও প্রিয়সখার সৌজন্যে, মহা সন্তোষ হয়ে এই হার গ্রহণ কর্‌লেম।

সখীগণ। আহা! ঠাকুর জামাই ও ঠাকুর ঝির কণ্ঠে এ হার বড় শোভা পেয়েছে।

বিজয়া। তবে আমরা সকল সখীতে যে উপহার প্রস্তুত করেছি, তাও এই সময় প্রদান করি।

(লিপি প্রদান)।

বিজয়। আহা! বর্ণগুলি তো বেশ, মুক্তামালার ন্যায় দেখা যাচ্ছে। (জয়ার প্রতি) সখি! পাঠ কর।

জয়া। (লিপি গ্রহণ করতঃ পাঠ)।

'প্রিয়সখে! মাল্যকর যেমন বহুতর আয়াসে, কাননের কুসুমচয় রক্ষা করে থাকে, আমরাও সেইরূপ বাল্যকাল হতে অতি আশ্চর্য্য এক পুষ্প বহু প্রযত্নে রক্ষা কর্‌ছি। ক্রমে কুসুমটী যতই বর্দ্ধিত হচ্ছে

ততই সৌরভ বিস্তার ও মোহনী মূর্ত্তি ধারণ কর্‌ছে। এমন আশ্চর্য্য পুষ্প, বোধ করি কেহ কখন দেখেন নাই। আমাদের পালিত সেই পুষ্পটী এখন যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে। আহা! এ মুনি-মনোহর পুষ্প রত্নে, কার অর্চ্চনা কর্‌বো, সর্ব্বদাই আমরা এই চিন্তা কর্‌তেম। আজ আমরা কেমন সুখী হয়েছি! যত্ন, কেমন সার্থক হয়েছে! মনোরথ, আশাতিরিক্ত পূর্ণ হয়েছে। কুমার বিজয়কুমার, সেই কুসুম-কুমারীকে গ্রহণ করেছেন। আহা! "বিজয়-কুমারী" কি সুন্দর মিলন হয়েছে। একাসনে দুই রূপ দর্শন করে, আমরা আজ আহ্লাদ-সাগরে মগ্না হলেম।

হয়েছি চিন্তিত দিতে, রূপের তুলনা,
কি আছে মহীতে করি তুলা তার সহ।
সুন্দর সুবর্ণে কিম্বা জরদের বর্ণে,
যখন গঠিত ছবি সাজে মনো সাজে;
অবনীতে। কেমনে বা দিব সে উপমা,
এত কি মোহনী শক্তি আছে সে রূপের?
শিরেতে চাঁচর জাল, চিকন গ্রন্থন;
কিরীট মুকুট তায়, সাজে মণিময়।
ললাট অঙ্কনে শোভে, ভ্রূদ্বয় আয়ত,
নয়ন-মাধুরী কিবা মরি মরি আহা!
(লো নর্ত্তকি! কর শিক্ষা যদি থাকে অভিলাষ)
ভ্রূমধ্যে সিন্দূর বিন্দু সুসার চন্দন,—
ইন্দুর উদয়ে যথা শরদ-গগণ।
নাসিকা শ্রবণ অতি শোভন গঠন,
তায় রত্ন বিভূষণ বিধিমত সাজে।

অধরোষ্ঠ মনোলোভা আরক্তিমা বর্ণ,
গুঞ্জার্দ্ধ বা পক্কবিম্ব না হয় উপমা।
সাজে রসরাজে ঈষৎ গোফের রেখা।
দন্তশ্রেণি শোভা, বলিহারি যাই, যথা
যথিকা প্রসূন কলি গাথা সারি সারি।
আহা! বাক্যের মাধুরী কেমনে বর্ণিব,
কোকিলাদি বিহঙ্গম নির্জনেতে বুঝি,
করিবারে ধ্বনি শিক্ষা রয়েছে নীরব?—
করিছে শ্রবণ তাই হয়ে মগ্নচিত?
স্বর সুললিত স্বরাধার সুশোভিত,—
সুরম্য ভূষণে পুনঃ সুদৃশ্য সজ্জিত;
ঘ্রাণেতে মোদিল মন, স্বর্গীয় বৈভব,
সাজিল আবার দেবী মেঘমালা সাজে।
কুমারীর বক্ষ আবরিত আবরণে,
রত্ন-নিহিত-বসনে সেজেছে কুমার;
কটীবন্ধ কটীদেশে। কোমল মৃণাল
তুল্য রূপসীর ভুজ, বাহু সুকঠিন—
ধরেছে কুমার ধরিতে বিজয় ধনু। (কিন্তু)
"প্রিয়সখি! নাহি ভয় এ করে তোমার।
প্রলয়াগ্নি তেজঃ সূর্য্য করিলে ধারণ,
মূর্চ্ছিত বৃক্ষাদি যবে জীব জন্তু নর;
সে করে আনন্দে ক্রীড়া করে কমলিনী।"
মধ্য দেশ উভয়ের অতি সুশোভন।
যে চন্দ্রহারে চন্দ্র হারে এমন হারে,—

যার সাজ, সেকি রসিকের মনোভ্রান্তে ?
গোলাল গঠন যদি উরু রম্ভা তরু,
মূলে পদ-পদ্মদল শোভে কি সুন্দর !
চম্পক-কলিকাঙ্গুলি পদ্মের শোভন !
লেখনী কি সে উপমা করিবে লিখন ?
মরি কি আশ্চর্য্য ! প্রকৃত এ ছবি রবি,
কবির অসাধ্য, হয়ে অবোধা রমণী,
বর্ণিতে সে রূপ-শৌর্য্য হইয়া প্রয়াসী,
মনে এল যাই তাই করিনু রচন।
বিজয়-কুমারী তুই মহোজ্জ্বল রূপে,
অতি মনোহর শোভিল রে রাজপুর,
অযোধ্যা শোভিল যথা রাম সীতাগমে।
আহা ! কত যে আনন্দ না পারি বলিতে,
আহ্লাদ সাগরে আজি ভাসি পুরবাসি।

সখীগণ।

মেঘ। রচনা বেশ হয়েছে !

বিজয়। সময়োচিত রচনা যে, তোমরা এত উত্তম করেছ, এতে আমি অতি সন্তোষ হলেম। সখি ! ধর, পারিতোষিক গ্রহণ কর।

সখীগণ। ঠাকুরজামাই ! পারিতোষিক কি ? আমরা আপনার অনুগ্রহেই ধন্যা হয়েছি।

মেঘ। প্রিয়সখি ! তুমিও আমাকে পারিতোষিক দাও।

কুমারী। অদেয় কি ?

মেঘ। তোমার সখা পথপানে চেয়ে আছেন।

কুমারী। তবে কি বিদায় চাও ?

মেঘ। মনের অগম্য কোন্ স্থান ?

কুমারী। (সহাস্যে) বহুদিনের পর প্রিয় সমাগম বলে বুঝি এতই তাড়াতাড়ি!

মেঘ। তা কি আর আপনা দিয়ে জানা যায় না? (হাস্য)

কুমারী। এ কথা কেমন করে বলবো যে, প্রাণ! তুমি দেহ-মন্দির পরিত্যাগ কর।

মেঘ। স্ত্রীর মন, এক কথায় এদিক ওদিক হয়।

বিজয়। তার আর সন্দেহ কি? কিন্তু পুরুষজাতিই স্ত্রীর নিমিত্ত অধিক ব্যাকুল।

"যুগল ভ্রূধনুক কটাক্ষ তীক্ষ্ণ বাণ।
মনোমৃগ বধে বালা ব্যাধের সমান॥"

মেঘ। পুরুষজাতির সহিষ্ণুতা নাই।
সুস্থিরা কামিনী কামিনী ফুল।
পুরুষ ভৃঙ্গ ক্ষণেই আকুল॥

বিজয়। যদিচ গম্ভীরা কামিনী হন।
তথাপি চঞ্চল সুবাস মন॥
হয় প্রতিকূল রমণী ক্ষণে।
জেনেও যুবা মোহিত কি গুণে?॥

মেঘ। সুখময় কামিনী কোমল নবদল।
গুণ যার, সর্ব্বব্যাপী সৌরভ প্রবল॥
সুধাসম শ্রুতিশ্রাব্য সুমিষ্ট বচন।
পুরুষ লুব্ধান্ধ অলি করে আকিঞ্চন॥

জয়া। প্রিয়সখে!—
বল কিগুণে পুরুষ শ্রেষ্ঠ কামিনীর?

বিজয়। কামিনী কি জন্যে সেবে চরণ পতির?।

মায়া। ভার্য্যার যদ্যপি পতি স্নেহেরি ভাজন,
তবে তারোপরে মানোপজে কি কারণ?
স্নেহেতে কিরূপে হয় ক্রোধ সংঘটন?,

কামিনী। কি সুখে পুরুষ মনে সুখী সর্ব্বক্ষণ?।

বিজয়। সাহসিক শৌর্য্য গুণে যুবা গুণবান;

কুমারী। আর নির্লজ্জতা গুণে পুরুষ প্রধান।

বিজয়। প্রিয়কার্য্য হয় প্রিয় হইতে সাধন,
অতএব সতী সেবে পতির চরণ।

কুমারী। আর—
দুষ্টা নারী নিজ দোষ গোপন কারণ,
(পরম) ধার্ম্মিকের মত করে পতি আরাধন।

বিজয়। এক বস্তু মধ্যে যদি অন্য যোগ হয়,
মিশ্র জন্য তাহাতে তৃতীয় গুণোদয়।
ধনি দেখ স্নিগ্ধ নীরে গ্যাস যোগ হলে,
তৃতীয় দাহক গুণ, জলে অগ্নি জ্বলে।
তদ্রূপ সরল প্রেমে কুটিলাচরণ,
কিঞ্চিত হইলে হয় মানেরি সৃজন।

মেঘ। প্রিয়সখে মানানল কিসের কারণ।
যে হৃদয়ে জন্মে তাই করে জ্বালাতন॥

বিজয়। ক্রোধের শান্তির কাল উদয় যখন।
হৃদয়ে উপজে আত্মগ্লানি লো তখন॥

কুমারী। (অন্য দিকে) সখি মায়াবিনি! বেশ্, বেশ্, গাও

মায়া। (সপ্তস্বরার সহিত।)

(গীত)

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা।

তখন জানিলে কেন মজিব মানে।
ক্রোধ যে এমন শত্রু, আগে আমি তা জানিনে॥
প্রিয়কে ক্রোধ বশতঃ, কুবাক্য বলেছি কত,
সেই বাক্য বাণ এবে দহিছে আমারি প্রাণে॥
আমার দেখিয়ে মান, ভয়ে প্রিয় হতজ্ঞান,
শুখাল সে মুখচন্দ্র, জল এল দুনয়নে॥

বিজয়। বেশ! বেশ!

(স্বর সংযোগে গীত)

রাগিণী ভৈরবী, তাল মধ্যমান।

মনোদুখ ভুলে যায় হেরে কামিনী-বদন।
পুরুষ সদাই সুখী, রমণীর কারণ॥
প্রিয়ারি সুখেরি তরে, ধনার্জ্জনে যায় দূরে,
যুবা তথাপি না ডরে, যদি বিপদ বন্ধন॥
যদি অন্য সুখে সুখী, অন্তরে তথাপি দুখী,
পুরুষ রমণী বিনা সদা থাকে উচাটন॥

কুমারী। উভয়েই উভয় বিনা অসুখী।

(গীত)

রাগিণী কানেড়া,—তাল আড়খেম্‌টা।

সুখ-বিলাসিনী নারী সদা পরাধীনা।
না পারে থাকিতে কভু, পরেরি আশ্রয় বিনা॥
মহিলা মাধবী লতা, মাধব তরু আশ্রিতা,
কামিনী কমল দেখ, নাথ-নীর-সমাসীনা॥

মেঘ। তবে আমি মিলন করে যাই।

(গীত)

রাগিণী বসন্তবাহার, তাল আড়া।

অপূর্ব্ব সরল ভাব, দেখ দম্পতির মনে।
পুষ্প হার গাঁথা যেন বিনা সূত্রেরি বন্ধনে॥
প্রণয়-জলধি জলে, প্রণয়ে প্রণয়ী খেলে,
নহে সুখী কোন স্থলে, উভয়ে উভয় বিনে॥

কুমারী। সখি! যাই কথা কি বল্‌তে আছে?

মেঘ। (সহাস্যে) তবে আসি। (বিজয়কুমারের প্রতি) প্রিয়-সখে! তবে অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করি?

বিজয়। (অন্যমনে) সখি! এস।

কুমারী। (ধীরে২) দেখ, শশধর বিরহে কুমুদিনী মুদিত থাকে। সুতরাং তোমাকে আর কি রূপে অধিক ক্ষণ থাক্‌তে বল্‌বো। প্রিয়সখি! তবে এস।

মেঘ। সখি! নিকটবর্ত্তী লৌহই, চুম্বক প্রস্তরের আকর্ষণ পায়, দূরস্থিত লৌহ কি সে আকর্ষণ জানে? অধিক বল্‌বো কি, অন্তরই এর সাক্ষ্য দেবে। আমি তবে বিদায় হলেম।

(প্রস্থান)

সখীগণ। ঠাকুরজামাই! রজনী অধিক হয়েছে. আপনারা বিশ্রাম করুন্, আমরা বিদায় হই।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(শাল্মদ্বীপ মায়াবিনীর গৃহপ্রাঙ্গণ)।

(গান করিতে করিতে কতিপয় অবলার প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কোথা ওরে প্রিয়পুত্র, যতন-লব্ধ রতন।
হারা হয়ে তোমা ধনে, কি আশে ধরি জীবন॥
দুঃখিনী মা তোমা বিনে, কেমনে রবে ভবনে,
কারে হেরি কোন প্রাণে, তোরে হই বিস্মরণ॥
হেরি কার চন্দ্রানন, জুড়াইব দু নয়ন,
কার অর্দ্ধস্ফুট্ বচন, শুনি জুড়াব শ্রবণ।
কে মম ধরি অঞ্চলে, ডাকিবে সদা মা বলে,
আমি কারে করি কোলে, করিব মুখ চুম্বন॥

প্রথম অবলা। আহা! তাঁর দুঃখে পাষাণ হৃদয়ও ফেটে যায়।

পুনঃ গীত।

রাগিণী ঐ—তাল ঐ।

কে চুরি করিল মম, অঙ্ক-শোভন রতন।
দান-যোগ্য ধন নয়, করি নাই বিতরণ॥
রাজকন্যা রাজরাণী, হয়ে হই ভিখারিণী,
কে হরিল নীলমণি, করি আমারে বঞ্চন॥

আশা-জলধি সিঞ্চন, করি পেয়েছি যে ধন,
মানসে অঙ্কে ধারণ, করেছি করি যতন।
কালের কবল করে, সঁপেছি কি আমি তারে,
শোক সিন্ধুতে কি পুনঃ, করিয়েছি বিসর্জ্জন॥

দ্বি, অ,। সখি! আর গেয়ো না, অসহ্য হলো। আহা! রাণী পূর্ব্বে যে সকল খেদ করেছিলেন, এখনও তা বল্‌তে গেলে প্রাণ কেঁদে উঠে।

তৃ, অ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আহা! পরের দুঃখেই প্রাণ এমন ব্যাকুল হয়, তা, যার নিজের, সে স্থির থাক্‌বে কেমন করে!

প্র, অ। তার পরে কি হলো?

দ্বি, অ। পূর্ব্বের কথা মনে করে অনেক খেদ কর্‌লেন, তার পরে সকলে নানা মত প্রবোধ দিলে, তিনি অনেক কষ্টে সাম্য হলেন বটে, কিন্তু চক্ষের জল তেমনই পড়্‌তে লাগলো, ছোট ছোট করে এই কয়টী কথা বল্লেন যে, আজ অষ্টাদশ বৎসর আমি কত কষ্টে কাল যাপন কচ্ছি। আহা! এমন দিন নাই যে, আমার চক্ষের জলে পৃথিবী অভিষিক্তা না হয়েছেন। তা আজ আমি বিজয়কুমারকে পেয়ে, সুখের সাগরে ভেসেছি, বৎস বিজয়কে আমি চক্ষে চক্ষেই রাখ্‌বো, বিজয় আমার অন্ধের নয়ন ও দরিদ্রের ধন স্বরূপ। আহা! বৎসের কমল বদন দেখে আমার সকল দুঃখই দূর হয়েছে। বড় রাণী এই রূপ আক্ষেপ কর্‌ছেন, এর মধ্যেই বিজয়কুমার ও কুসুমকুমারী এসে উপস্থিত হলেন, তাঁদের দেখে রাণী ও আমরা সকলেই হর্ষে মগ্না হলেম।

তৃ, অ। তবে তোমরা রাজজামাইকে ভাল করেই দেখে এয়েছ?

দ্বি, অ। হাঁ ভাই।

প্র, অ। কেন, রাণীর এত দুঃখ কি?

চ, অ। তা কি শুন নাই! বড় রাণীর যে একটী পুত্র সন্তান

ছিল, তাকে অতি শৈশব কালেই রাক্ষসে—(বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মোচন)।

দ্বি, অ। আঃ, কি দুঃখ! তা বড় রাণী আজ এত ব্যাকুলা না হবেন কেন! সন্তানের শোক যে কেমন, তা যার হয়েছে সেই জানে।

চ, অ। কিন্তু, আজ একটী বড় সু-খবর শুনে এলেম্।

সকলে। কি সুখবর ভাই?

চ, অ। রাক্ষসে না কি রাজনন্দনকে খেয়ে ফেলেনি, কোন এক বনের মধ্যে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিল। তাই কোন দেশের এক রাজা রাজপুত্রকে পেয়ে প্রতিপালন করেছেন; এখন না কি তিনি কোন এক রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করে পরম সুখে বিহার কচ্ছেন। এই কথা কে বলেছে। মহারাজ এই জন্যই জামাইকে শীগ্‌ঘির শীগ্‌ঘির বিদেয় কচ্ছেন, কারণ যে, রাজজামাইয়ের দ্বারাই রাজপুত্রের অনুসন্ধান হবে।

তৃ, অ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) এ কথা যদি সত্যি হয়, তবে যার পর নাই, সুখের কথা বটে।

প, অ। সত্যিই ভাই! ও ফুল! ও গঙ্গাজল! ও কথা বুঝি সত্যিই হলো। আমি আজ শেষ রেতে স্বপন দেখেছি কি, যেন সেই পূর্ব্বের মত আমার ননদের ভাতার ও জয়া বিজয়া কামিনী এই তিন জনের ভাতার, এরা চার জনে আমাদের পূর্ব্ব-দুয়ারি ঘরের মধ্যে বসে কথাবার্ত্তা কচ্চে, এমন সময় আমি তাদের দেখে অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেম, তোমরা এলে কখন? তারা বল্লে যে এই তো আমরা রাজপুত্রের সঙ্গে একত্রই এলেম্। এই কথা শুনেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন অল্প রাত্রি ছিল, আর আমার ঘুম হলো না।

দ্বি, অ। পরমেশ্বর করেন তোর স্বপন টা যেন সত্যি হয়!

তৃ, অ। তা যাক্ ভাই! জয়া বিজয়া ও কামিনীর ভাতার ও

তোর ঠাকুর জামাই, এই চার জনের কি একবারেই উদ্দিশ হলো না? এরা কোথায় গেল, কি হলো, তাকি কেউই বল্‌তে পাল্লে না?

প, অ। তা কেমন করে বল্‌বো (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) কত লোকে কত কথাই যে রটাচ্ছে,—

দ্বি, অ। সে কার মেয়ে, তার নাম কি?

প্র, অ। বেশ্! তা তুই এত দিনও শুনিস্ নি? সে যে কায়স্থ-দের ছোট মেয়ে বিমলা। আহা! বিমলা দেখ্‌তে শুন্‌তে দিব্বিটী ছিল।

চ, অ। আর কুলীনদের মেয়ে মল্লিকাও ঐ সঙ্গে গিয়েছে।

তৃ, অ। তবে না শুন্‌লেম, মল্লিকার ওলাউঠা হয়েছিল! তাইতে সে মরেছে।

প্র, অ। সেটা লোক লজ্জা নিবারণের জন্য, প্রকাশ করা হয়ে-ছিল। বাস্তবিক তার ওলাউঠা হয় নাই।

দ্বি, অ। (পঞ্চম অবলার প্রতি) এতে তোমার কি বিবেচনা হয়?

প, অ। ওকথা আমার বিশ্বাস হয় না। চার জনে মিলে দুটী মেয়েকে বার কল্লে, তা কি কেউই দেখ্‌তে পেলে না? তাতে আবার বিমলা হচ্ছে কামিনীর ভাতারের ভাগ্নী। ছিছিছি! যত সব কাব্যির কথা আর কি!!! তাও কি কখন হয়ে থাকে?

তৃ, অ। না হতিই লোকে ধর্ম্মবিচার করে, হয়ে গেলে আর কি,

ভাবে যদি মজে মন,
সম্পদে কি প্রয়োজন।

প, অ। তোমরা আর ও কথা তুলো না, ঠাকুরঝি শুন্‌লে মন-স্তাপ কর্‌বেন। তিনি পূর্ব্বে কখন কখন পতির দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করে, তাঁকে তিরস্কার কর্‌তেন। এখন আর সে ভাব নাই, পতির কথা শুন্‌লে অমনি চোক দিয়া টপ টপ করে জল পড়্‌তে থাকে।

তৃ, অ। তিনি পতিকে যে ভাল বাস্‌তেন, নির্দ্দয় বিধেতা তাঁর সে ভাল বাসা ভেঙ্গে দিয়েছে। না হবে কেন? কান্না তো ছোট কথা, বেঁচে যে আছেন সেই আশ্চর্য্য।

চ, অ। যদি রাজকুমারীকে দেখেও এখন সুখে থাকেন, সেও ভাল।

প, অ। তা সত্যি! আমি তাঁকে অনেক বুঝালেম, তাও তিনি কিছুতেই প্রবোধ মান্‌লেন না। তা কি কর্‌বো, (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ) আমি অনেক ভেবে চিন্তে রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর যাওয়াই স্বীকার হয়েছি। এখন তিনি যাতে সন্তোষ থাকেন তাই করাই আমার কর্ত্তব্য। (দূরে মায়াবিনীকে দেখিয়া) তোমরা ওকথা ছেড়ে দাও। বস, ভাই! আমি তোমাদের পান সেজে দি।

প্র, অ। সই! তোমার এত আদরে প্রয়োজন কি? এস না, পান তামাক পরে দিলে কি হবে না?

প, অ। আমি তো আর তোমাদের জলখাবার আদর কচ্ছিনা?

দ্বি, অ। তা জলখাবার দিলেই বা আজ কে খাবে?

তৃ, অ। ও! আজ যে রাজবাড়ী খেয়েছ; তাই বলে কি সইয়ের পানেও অনাদর?

চ, অ। না হবে কেন! আমরাই যদি ফুরালেম্‌, তবে সয়ার কি হবে?

প, অ। (সহাস্যে) তোমরা দিও।

দ্বি, অ। তাহলে তোমার মুখ শুখাবে।

প, অ। কারও ফুলবে।

দ্বি, অ। আমরা তো আর পানে ওষুধ টষুধ দেবো না যে মুখ ফুলবে।

তৃ, অ। ভাই! মেয়ে লোকের বাতাসে কত কাণ্ড হয়ে যায়, তা ওষুধ আবার টষুধ! সে বড় বিষম কথা।

(বালিকা ক্রোড়ে, মায়াবিনীর প্রবেশ)

বালিকা। মা! ওমা!

প, অ। (ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে) কি বল?

বালিকা। মা! আমি পিঁসী মার কোলে চড়ে, মাসী মাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন।

প, অ। হাঁ, রাজনন্দিনী তোমার মাসী মা হন্।

বালিকা। দ্যাখ মা! আমার মাসী মা, কোথায় যাচ্ছেন?

প, অ। তোমার মাসীমা শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছেন।

বালিকা। শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছেন, তবে কেন মাসী মা কান্‌ছেন না?

প, অ। বাছা! মেয়েদের যত দিন বিয়ে না হয়, তত দিন তারা বাপ মার বাড়ী থাকে; বুদ্ধি হলে পর, শ্বশুর বাড়ীকেই তারা আপন জ্ঞান করে। তোমার মাসী মা রাজার মেয়ে, লেখা পড়া শিখেছেন, তাই শ্বশুর বাড়ী যেতে কান্‌ছেন না। কাঁদ্‌লে যে, অমঙ্গল হয়।

বালিকা। তবে আমার দিদি, শ্বশুরবাড়ী যেতে কাঁদ্‌লে কেন?

প, অ। তার বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নি, ছেলে মানুষ, তাই কেঁদেছে।

বালিকা। তবে মা! তুমি ওঘরের কোণে বশে কাঁদ্‌লে কেন?

সকলে। (উচ্চ হাস্যে) সাবাশ বাছা! এই বার তোমার মাকে হারিয়েছ।

প, অ। মিথ্যা কি! আমরা যে কাঁদি, না বুঝে। মেয়ে শ্বশুর-বাড়ী যাবে, কোথা যাত্রা শুভ হোক্, সুখে ঘরকন্না কর, বলে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো, না কান্‌তে বসে যাত্রার অমঙ্গল ঘটাই। কুযাত্রায় পা দিলে কি কেউ সুখে থাকে?

প্র, অ। (মায়াবিনীর প্রতি) দিদি! তোমরা না-কি, রাজ-নন্দিনীর সঙ্গে যাবে?

মায়া। হাঁ, জয়া, বিজয়া, কামিনী ও আমি এই চার জন তাঁর সঙ্গে যাব।

দ্বি, অ। তবে কি তোমরা আর আমাদের মনে কর্‌বে?

মায়া। অবশ্য। আমরা তো আর চিরকালের তরে যাচ্ছিনে। কিন্তু ভাই! এই অস্থির দেহের পদে পদে বিপদ, কখন যে কি হয়, তা বলা যায় না, আজ বাদে কাল যে ইহার কি হবে তা কে বল্‌তে পারে? যাহোক ভাই! আমি যদি কখন তোমাদের কাছে দোষ ঘাট্‌ করে থাকি, তবে তা আমাকে ক্ষমা কর্‌বো।

সকলে। (স্বগত) বলে, "চন্দনের কাছে থাক্‌লে চন্দনের বাতাস লাগে, আর সড়ার কাছে থাক্‌লে সড়ার বাতাস লাগে।" তা হবেই তো, রাজার মেয়ের কাছে থেকে, ইহার স্বভাব উত্তম হচ্ছে, আরও শীলতা শিখ্‌ছেন। (প্রকাশ্যে) না না, তুমি আমাদের কাছে কোন দোষ কর নি, যদিই করে থাক, তা আমরা ক্ষমা দিলেম। তুমিও আমাদের প্রতি সন্তোষ হও।

মায়া। ভাই! আমি তোমাদের ও রাজকন্যার গুণেই এত দিন জীবিত আছি। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ) এই আমার ভাইঝি, ও ভাই-বৌ থাক্‌লো, তোমরা এদের প্রতি একটুকু দৃষ্টি মন দিও।

সকলে। অবশ্য।

বালিকা। মা!, ওমা!

প, অ। কি বাছা!

বালিকা। পিসী মা! ও পিসী মা!

মায়া। (মুখচুম্বন করতঃ) কি বাছা!

বালিকা। মা! ওমা!

প, অ। (চিবুক ধরিয়া) বাছা! কি বল?

বালিকা। দেখ মা! আমার মাসী মা কপালে সিন্দুর দিয়েছেন,

পান খেয়েছেন, সকল গায়ে গওনা পরেছেন, দিব্বি একখানি কাপড় পরেছেন।

প, অ। তিনি যে এখন শ্বশুরবাড়ী যাবেন।

বালিকা। মা! আমি মাসী মাকে দেখ্‌তে যাব, আমায় নিয়ে চল।

সকলে। চলনা ফুল! এ সময়ে একবার তাঁকে দেখে আসি।

মায়া। যদি যাও তবে আমার সঙ্গে এস। রাজনন্দিনী এখন সকলের নিকটে উপদেশ পাচ্ছেন?

সকলে। কে, কি উপদেশ দেন, চল শুনি গে। ওলো চাঁপা! এস যাবে কি?

প, অ। অস্তুতে আর অরুচি কি? যিনি আমাদের এত ভাল বাসেন, যাঁর সঙ্গে আমাদের এত ভাব সাব, তিনি এখন শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছেন; এ সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা না করা কি ভাল দেখায়?

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজান্তঃপুর, জ্যেষ্ঠা রাণীর গৃহ)

(স্ত্রী-মণ্ডলী পরিবৃত বিজয়কুমার ও কুমারীর প্রবেশ)

স্বর্ণ। মাগো মহারাণি! এই আপনার জামাতা ও দুহিতা প্রণাম কচ্ছেন। (বিজয়কুমার ও কুমারীর প্রতি) আপনারা এই সিংহাসনে বসুন।

জ্যেষ্ঠা রাণী। (সস্নেহে) বৎস বিজয়কুমার! জগৎপালক জগৎ-পিতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। তুমি দীর্ঘায়ু ও যশস্কর কীর্ত্তি লাভ কর। অমোঘ বাহুবীর্য্য প্রভাবে অবনীর একাধিপত্য প্রাপ্ত হও।

(কুমারীকে ক্রোড়ে লইয়া শিরোঘ্রাণ করতঃ বাষ্পাকুল লোচনে) বৎসে কুমারি! তুমি আমার গৃহে লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমানা ছিলে, তোমার অঙ্গসৌকুমার্য্যে আমার গৃহ শোভিত ছিল। তুমি, লজ্জা, ভক্তি, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও শীলতা গুণে গুরুজনদিগকে সন্তোষ করেছ। বয়স্যাগণ বিনয়, সরলতা ও সমজ্ঞানে তোমার প্রতি প্রীত হয়েছেন। বুদ্ধিকৌশল দেখে, কেহই তোমার শক্রতা কর্‌তে সাহসী হয় নাই। দ্বিজগণ ধর্ম্মজ্ঞানে, সমাদরে, স্তুতিবাক্যে, ও মহাবিজ্ঞ বুধগণ তোমার বিদ্যানুশীলন দেখে, পরম সন্তোষ হয়েছেন। অধিক কি, নির্ব্বোধ দাস দাসী গণও তোমার সুমধুর বাক্যে, ও দয়ালুতায় ধন্যবাদ দিয়ে থাকে। তুমি লক্ষ্মীস্বরূপা, সন্দেহ নাই। লোকে কঠোর ব্রতানুষ্ঠান দ্বারায় যেরূপ সন্তান কামনা করে, ও স্নেহভাজন তনয়াদিকে লোকে যেরূপ আশীর্ব্বাদ কর্‌তে ইচ্ছা করে, আমি তোমাকে প্রাপ্ত হয়ে, ও বিজয়কুমারের হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করে, তদপেক্ষাও বাসনা পূর্ণ-সুখে সুখী হয়েছি। বৎসে কুমারি! বাল্যাবধি তোমাকে সদ্‌গুণে ভূষিতা দেখে, আমরা যেমন আহ্লাদিত হয়েছি; তোমার শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও অন্যান্য গুরুজন সকলও যেন তদ্রূপ সন্তোষ লাভ করেন। ইহাতে তুমি বিশেষ মনোযোগী হইও। আর সতত সাবধান হয়ে প্রত্যহ শ্বশ্রূকে অভিবাদন করে, তাঁর অনুমতি অনুসারে কুলপ্রথানুষ্ঠান করিও। দেখিও যেন শ্বশ্রূ, শ্বশুর, গুরু, বান্ধব ও ভর্ত্তার আরাধনার কোন ক্রটী না হয়। তাঁরা সন্তোষ হলে, ইহকালে ও পারত্রিকে তোমার মঙ্গল লাভ হবে।

(রাজমাতা ও কনিষ্ঠা রাণীর প্রবেশ)

বিজয় ও কুমারী। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া প্রণিপাত)।

রাজমাতা ও কনিষ্ঠা রাণী। দীর্ঘজীবী ও চিরসুখী হও।

রাজমাতা। (ভক্তিক্রমে ঈষদ্ধাস্যে) বৎসে কাঞ্চন-গৌরি কুমারি!

তুমি আমার পুত্রের এক মাত্র কন্যা, তাহাতে রূপ গুণ ও যৌবন সম্পন্না; আর সুকুমার কুমার বিজয়কুমার তোমার পাণিগ্রহণ করেছেন, এখন তাঁরই বামে তুমি বিরাজ কচ্ছো, তাই আমি দেখ্‌ছি; ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? যাহোক, তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবার জন্যই আমি এখন এখানে এসেছি; বৎসে! মনোযোগপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর। সর্ব্বদা দেবতার তুল্য ভর্ত্তার পূজা করিও। সাবধান হয়ে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের আরাধনায় মনোনিবেশ করিও। জ্ঞাতি কুটুম্বের তত্ত্বাবধান এবং আহার পরিচ্ছদ দানে দাস দাসীগণের প্রতিপালন করিও। স্থানবিশেষে ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়, গুরুজনদিগের নিকটে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিও। স্ত্রীগণ পতির নিকটে অতি গোপনীয় কথাও প্রকাশ করে থাকে, অতএব পতির নিকটেই সর্ব্বপ্রকার উপদেশ গ্রহণ করা স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য। যাহাতে পতির বিরক্তি জন্মে এমন কর্ম্ম করো না; সদা সর্ব্বদা পতির সন্তোষ জন্মাইতে যত্নবতী হইও। কদাপি দ্রুত পদ-সঞ্চারে উদ্ধত গমন বা কুৎসিত ভাবে উপবেশন করিও না। শরীরের ছায়ার ন্যায় পতির অনুগত ও ইঙ্গিতজ্ঞ হয়ে, পতির আজ্ঞা বহন করিও। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পরম সুন্দর যুবা পুরুষ, পতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও মনে স্থান দান করিও না। ভর্ত্তা সম্মুখীন হলে সুমিষ্ট সম্ভাষণ, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আসন ও পাদ্য অর্ঘ্যাদির দ্বারায় তাঁহার পূজা করিও। ভর্ত্তা ভোজন বা উপবেশন না করিলে, কদাচ ভোজন বা উপবেশন করিও না। বৎসে! এই সকল পাতিব্রত্য ব্রতানুষ্ঠান কর্‌লেই তুমি জন-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ কর্‌তে পার্‌বে। স্ত্রীদিগের এই পতি-মনোরঞ্জন ব্রতই অন্যান্য সকল ব্রত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর সৌভাগ্যবতী হওয়ার প্রধান উপায়।

কনিষ্ঠা রাণী। বৎসে কুমারি! তুমি সপত্নী-সন্তান হয়েও আমাকে গর্ভধারিণীর ন্যায় মান্য কর। তোমার জননী ও আমি

একত্রিত অবস্থান কর্‌লে, তুমি অগ্রে আমারই সম্মান করে থাক, আমার নিকটে তুমি কোন কথাই গোপন কর না, তোমার এই সকল গুণেই আমি তোমাকে গর্ভজ সন্তান বিবেচনা ও পরম স্নেহ করে থাকি। আজ আমি তোমাকে ভর্ত্তৃ-সমাসীনা দেখে মানব-দুর্ল্লভ সুখ প্রাপ্ত হলেম। বৎসে! এখন তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করি, শ্রবণ কর। সোমবারাদি ব্রত, উপবাসাদিরূপ তপ, জপ, হোম, মন্ত্র, বা কামশাস্ত্রোক্ত বশীকরণ বিদ্যা ও অঞ্জনাদি ঔষধ প্রয়োগ; এই প্রকারে ভর্ত্তাকে বশীভূত করা যায়। কিন্তু অসৎ স্ত্রীগণই ঐরূপ আচরণ করে থাকে। বিবেচনা করে দেখ, স্বামী পত্নীরে কুমন্ত্রণা ও ঔষধাদি করণোৎসুক জান্‌তে পেলে, ভার্য্যার নিমিত্ত সতত উদ্বিগ্ন থাকেন। উদ্বিগ্ন ব্যক্তির শান্তি নাই, অশান্ত লোকে কখনই সুখলাভ কর্‌তে পারে না। যদি পতিরই অসুখ হয়, তবে তাহা আচরণে স্ত্রীদিগের কি প্রয়োজন? হে ভদ্রে! মন্ত্র বা ঔষধাদির দ্বারায়, স্বামী কদাচ বশীভূত হন না, অধিকন্তু কোনরূপ ব্যাধিযুক্ত হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব পতি-বশীকরণাভিলাষিণী স্ত্রীগণের কুটিলাচরণ দ্বারায় পতিকে বশীভূত কর্‌তে চেষ্টা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। সরলান্তঃকরণে, সৎকার্য্যে ও সদালাপে যেমন অমায়িক বন্ধুতা জন্মে, কুটিলান্তঃকরণে, কুৎসিত কার্য্যে ও অসদালাপে কি তেমন সরল প্রণয় জন্মে? অতএব বৎসে আয়ত-লোচনে কুমারি! যাহাতে কুটিল ভাব প্রকাশ পায়, এমন সৎকার্য্যকেও ত্যাগ করে, সতত সরল মনে, পতি, শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও অন্যান্য গুরুজনের সন্তোষ লাভের চেষ্টা ও পরিচর্য্যা করিও। কাহারও নিকটে আত্মাভিমান করিও না। অহঙ্কার কি ক্রোধ বশ হয়ে মর্ম্মভেদি কটুবাক্যে কাহাকেও তিরস্কার করিও না। আর আত্মগ্লানিকর শব্দ শুনিতে হয়, এমন কার্য্যেরও কখন অনুষ্ঠান করা না হয়। তাহা হলেই তোমার শ্রেয়োলাভ হবে।

রাজমাতা। (হাস্য মুখে ভঙ্গিক্রমে) ওহে কুমার বিজয়কুমার!

এই আমার যত্নের ধন কুমারী রত্ন—স্বর্ণহার, তোমার কণ্ঠে অর্পণ করেছি; দেখিও যেন ভ্রমবশে কখন ইঁহাকে কোন কন্টকাকীর্ণ স্থানে, কি ধুলি-জল-জড়িত কোন অপরিষ্কৃত স্থানে, নিক্ষেপ করিও না। যেমন সচ্ছিদ্র ভাণ্ডে কর্পূর রাখা যায় না, আদরের ধন তেমনি কখনই অনাদরে রক্ষা হয় না। ওহে ভাই! তুমিত বুদ্ধিমান বটে, বিবেচনা করে দেখ যে, কিরাতেরা বহুমূল্যবান গজ-মৌক্তিক ত্যাগ করেও তুচ্ছ গুঞ্জাফল লয়ে আহ্লাদ প্রকাশ করে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে যার আদর জানে সেই তার উপযুক্ত পাত্র। কেমন! এ কথা সত্য কি না? অনুপযুক্ত পাত্র আর অনুপযুক্ত দেশ, ইহা সকলের পক্ষেই ভয়ঙ্কর। অতএব হে বন্ধো! আমরা যেন তোমাকে উপযুক্তই জানিতে পারি। অস্থানে রত্নরাশি রক্ষা করতে যেমন অনুতাপ জন্মে, পরে যেন আমাদের তদ্রূপ বিষণ্ণ হতে না হয়। সখা হে! সাবধান, যেন, কেতকী-জ্ঞানে কামিনী কুসুম ত্যাগ করে, স্বর্ণচাঁপা বোধে কিংশুক বৃক্ষে আরোহণ ও তার পুষ্পে রত হইও না; যদি সাবধান হও তবে সাবধান হইও। ভাই হে! বনিতা কোন বিষয়ে মনস্তাপিতা না হয়, এ চেষ্টায় পুরুষের কিরূপ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, জান? যেমন পতির শরীর রক্ষা ও মনোরঞ্জন এবং পরিচর্য্যা করা, কামিনী গণের অতি কর্তব্য, তদ্রূপ পত্নীর মনোরঞ্জন ও রক্ষণাবেক্ষণ করাও পতির অত্যাবশ্যক। ওহে নাতিনীজামাই! তোমাকে দেখতে তো দিব্য জ্ঞানবান বোধ হচ্ছে, এই পরিহাসচ্ছলে আমি যা কিছু বল্লেম, যদি সুবোধ হও, অরি অসৎ স্থান হতেও গুণ মাত্রই গ্রহণ করা যদি তোমার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়, তবে অবশ্যই সুবোধ জন্মিবে সন্দেহ নাই।

[রাজা বীরসেন ও রাজপুরোহিত এবং
শিক্ষক পণ্ডিতের প্রবেশ]

জ্যেষ্ঠারাণী। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) সখি! সিংহাসন দাও।

(সকলের সসম্ভ্রমে উঠিয়া বিধিবৎ সম্ভাষণ)

বীর। (বিজয়কুমারের প্রতি) বৎস! তুমি যদি শত বৎসর আমার আলয়ে বাস কর্‌তে, তথাপি আমি দুরতিক্রমণীয় অসীম সুখের সীমা প্রাপ্ত হতেম না। কেবল এক দুরাশাসের বশীভূত হয়ে, ও মহারাজ বিজয়পুরাধিপতির তাদৃক্‌ অবস্থা শ্রবণ করে, তোমার স্বদেশ গমনের অনুমতি করেছি। এখন আশীর্ব্বাদ করি, ক্ষাত্রধর্ম্মে তোমার অবিচলিত আস্থা থাকুক, বাহুবীর্য্য তোমাকেই আশ্রয় করুক ও ধরাধরধারিণী ধরণীর তুমি একছত্র অধীশ্বর হও এবং সচরাচর বিশ্বব্যাপিনী অনুপম কীর্ত্তি লাভ কর।

পুরো। (দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া) বৎস রাজনন্দন! আশীর্ব্বাদ করি, সসাগরা পৃথিবী তোমার আয়ত্ত হউক ও দীর্ঘজীবী এবং চিরসুখী হও। আর এই ভূমণ্ডলস্থ কাণা, খোঁড়া, অন্ধ প্রভৃতি যাবতীয় দুঃখী লোক ও ব্রাহ্মণ, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, দাস, দাসী এবং পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি যাবতীয় জন্তুগণ, তোমার স্নেহ-বলে রক্ষিত হউক।

পণ্ডিত। (দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া) হে পুণ্ডরীকাক্ষ রাজকুমার! তুমি সকল রাজগণের শিরোধার্য্য সিংহাসন, ও মুকুট ছত্র প্রাপ্ত হও। ত্রিভুবন মধ্যে নিরন্তর তোমার কীর্ত্তি-ধ্বজা উড্ডীন হউক। শত্রুগণ সর্ব্বদা তোমার যশোরাশি কীর্ত্তন করুক্‌। দুর্বৃত্ত দমন, শিষ্টের পালন ও প্রজাগণের সুখ সম্মান বর্দ্ধনই তোমার নিয়ত ব্রতস্বরূপ হউক। (কুমারীর প্রতি) বৎসে কুমারি! তুমি আমার পরম স্নেহপাত্রী, তুমি আমার পুত্রী স্বরূপা, প্রিয় শিষ্যা। তোমার স্বভাব অতি সৎ ও বিনীত, তুমি সেই উৎকৃষ্ট চরিত্র বলেই শ্বশ্রুকুলের গুরুজনদিগের সন্তোষ জন্মাইতে পার্‌বে, সন্দেহ নাই। তথাপি তোমাকে সাবধান করি, যত্নপূর্ব্বক সকলের মনোরঞ্জনে রত হইও। পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা কথা কহিও না। পিশুনতা মহাপাপ, অতএব কখন ভ্রমেও অন্যের

প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিও না। দুষ্টা স্ত্রী, কলহপ্রিয়, ঔদরিক, চপল, অহিতাচারী ও কুহকীদিগের সঙ্গ যত্নে পরিত্যাগ করিও। আলস্যহীন হয়ে সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ করিও। পরিহাস সময় ভিন্ন অকারণ হাস্য করিও না, এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিম্বা গৃহোপবনে সর্ব্বদা থেকো না। অতি হাস্য ও অতি রোষ ত্যাগ করে, দয়া ও শ্রদ্ধা সহকারে গুরুজনের পরিচর্য্যা করিও। যে সীমন্তিনী উন্নতিলাভের ইচ্ছা করেন, কিসে লোক সকল অনুগত হয়, সতত ধর্ম্মতঃ তাহারই উপায় চিন্তা করা তাঁহাদিগের অতি কর্ত্তব্য। পুত্রি! লোকরঞ্জন ব্রত অবলম্বন কর্‌লে যে, লোক সকল তার অনুরক্ত হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? অতএব সরলান্তঃকরণে এই সকল ব্রতে ব্রতী হলেই তুমি জনসমাজে যশস্বিনী হতে পার্‌বে।

পুরো। পুত্রি! রমণীদিগের পতিই একমাত্র দেবতা, পতিব্রতা সতীর পতি আরাধনা ভিন্ন, ধর্ম্মানুষ্ঠানের আর শ্রেষ্ঠ উপায় নাই। পতিপরায়ণা সাধ্বীগণের দেব ও দেবী পূজা এবং কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করা অনাবশ্যক, কেন না, পতি যাঁর প্রতি সন্তোষ থাকেন, দেবতারাও তাঁর প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হন। পতি সন্তুষ্ট হলে যেমন, গন্ধ, মাল্য, কৌষেয় বসন, বিচিত্র আসন, উত্তম শয্যা, অভিলষিত রত্নাদি ও অপত্য প্রদান করেন, তদ্রূপ পতিপ্রাণা মহিলাগণের স্বর্গ, পুণ্যলোক, ও অপরিসীম কীর্ত্তি অনায়াসেই লাভ হয়। অতএব বৎসে! সুগন্ধি-যুক্ত কলেবরে ও দিব্যাভরণে ভূষিত হয়ে সর্ব্বদা স্বামীর শুশ্রূষা-সাধন করিও, তিনি সন্তোষ হলেই তোমার মঙ্গললাভ হবে।

(একজন ক্লীব পরিচারকের প্রবেশ।)

পরি। মহারাজ! দক্ষিণ দুর্গাধ্যক্ষ মহাত্মা রঞ্জিতসেন বহিঃ-প্রকোষ্ঠে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আপনকার অপেক্ষা কচ্ছেন।

বীর। আরও কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর্‌তে বলগে, আমি সত্বরেই যাচ্ছি।

পরি। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান।)

বীর। বৎসে! উপদেশ, ইহা বহুমূল্যবান রত্ন অপেক্ষাও আদরণীয়, যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর্‌লে উহার দ্বারায় অশেষ গুরুতর কার্য্যও অনায়াসে সম্পাদিত হয়। কুমারি! যখন যা কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হও, তাহা অতি যতনে স্মরণ রেখে; কার্য্যকালে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় ঐ উপদেশানুসারে কার্য্য কর্‌লে, কখনই তোমার বিষাদ জন্মিবে না। আর হিতজনক উপদেশাকাঙ্ক্ষী অবলাগণ, শ্বশুরালয়ে গিয়ে, আবশ্যক কালে পতি ও শ্বশ্রূ এবং শ্বশুরের নিকটেই উপদেশ গ্রহণ করে থাকেন। অতএব বৎসে কুমারি! তুমি সতত বিনীত ভাবে, তাঁহাদিগের সেবা সাধন করিও, তাঁহারাই তোমাকে অবশিষ্ট উপদেশ প্রদান কর্‌বেন।

সকলে। (মঙ্গলোচ্চারণ করতঃ) কুমারীর জয়হোক্, জয়হোক্, পুত্রহোক্, অচিরকাল মধ্যেই কুসুমকুমারী পুত্রবতী হউন।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কুমারীর পুষ্পোদ্যান।)

[দূরে ক্লীবগণের প্রবেশ।]

প্র, ক্লী। দ্যাখ ভাই! চাকরির এই দোষ,—না?

দ্বি, ক্লী। তার আর কথা কি, পরের চাকরি কত্তে এসে ধন যায়, মান যায়, অবশেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়।

তৃ, স্ত্রী। চাকরি অনেক রকম আছে। তার যদি এক রকমের লোক, মুনিবের কাছে, আজ্ঞে হাঁ (পুষ্করিণীর জলটা পুবি পশ্চিমি উচু নীচুই বোধ হচ্ছে) বলে, ছলে কলে প্রিয়পাত্তর হয়ে দাঁড়ান, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে কত অনর্থ ঘটান্ তা বলা যায় না। এঁদের অসাধ্যি কিছুই নাই, "সাপের গালেও চুমা, বাগের গালেও চুমা; আর নিজের কোলে দুধভাত," এই এঁদের প্রধান ধর্ম্ম। এঁরা একদণ্ড নিরস্ত থাক্তে পারেন না; (সুহৃদভেদাদি) একরূপ গোলযোগে মুনিবকে রাখাই চাই, গাছ না ঝাঁকালেতো ফল পাওয়ার পত্যাশ নাই।

প্র, স্ত্রী। এ রকম মুনিবও অনেক আছে যে, চাকর বেটাদের ফাটুক্ আর ফুটুক্; নিজের যদি পেট ভর্‌লো তবে আর চাই কি!

দ্বি, স্ত্রী। এ রকম চাকর আর মুনিব, এরা দুইই ভয়ানক!

তৃ, স্ত্রী। তার আর কথা কি, কিন্তু দুষ্ট চাকর হতে দুষ্ট মুনিবই বড় ভয়ানক। দেখ, দুষ্ট চাকরের হাতে হয় মুনিব মারা যায়, আর নয় মুনিবির শত্তুর নষ্ট হয়। শেষটী প্রায়ই দেখা যায় না, এক মুনিবির ঘর যে নষ্ট হয় সেই কথাই কথা। হুলো বিড়াল, শত্তুর তাড়ায় যত তা ঈশ্বরই জানেন; লাভের মধ্যি তার স্ত্রী পুত্রশোকে পড়ে। এ দিকে মুনিবের দোষে, কি স্বার্থপর রাজার দোষে, কি হয় দেখেছ? শনির দিষ্টিতেও অমন হয় না, নগর শুদ্ধ লোক উচ্ছন্ন যায়। প্রজার প্রতি অন্যায় ঘটনা আরম্ভ হয়। লোকে বলে, "শিখ্‌লে কনে? ঠেকেলেম যেখানে" প্রজারা এক বার দুই বার তিনবার ঠেকে ঠেকে, সকলেই জুয়োচুরি শিখে উঠে। গুণের চেয়ে সঙ্গদোষ বড় খারাপ। তার প্রমাণ দেখ, এক বিন্দু আগুনে যত দূর পোড়ায়, ফুলের সুগন্ধি কি তত দূর যায়? আজ এ, কাল ও, এইরূপে যদি জুয়োচুরির কল কৌশল সকলের হাতে গেল, তবে শেষে অতি তুচ্ছ লোকের সঙ্গেও পারা ভার হয়। রাজার দোষেই প্রজারা ধূর্ত্তম শেখে, রাজার দোষেই প্রজারা মনে কষ্ট পায়, রাজার দোষেই গ্রামে

অলক্ষ্মী এসে প্রবেশ করে, বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হয়। আর দেখ, যেখানে বেশী ধূর্ত্তের আমদানী হয় সে রাজ্যির মঙ্গলই বা হবে কেন? তাই বলি যে, দুষ্ট গরু ভাল, তা দুষ্ট রাখাল ভাল নয়। রাজার সুশাসন থাক্‌লে কি আর অধীন লোক খারাপ হয়!

চ, স্ত্রী। এখন যে কাল হচ্চে কলি; বেঁচে থাক্‌লে আর কত হবে, কত দেখ্‌তে পাবে।

দ্বি, স্ত্রী। মুনিবের কুদিষ্টিতে চাকর কি প্রজা, কারও ভাল হয় না: আর, কি প্রজা কি চাকরের জুয়োচুরিতেও মুনিব বজায় থাকে না। আর এক তামাসা দেখেছ! কেউ লোক ভাল দেখ্‌তে পারে না, ভাল দেখ্‌লেই যেন মন পুড়ে উঠে। দুরাচার কলি কি লোকের মনে আর চোখেই বাস্ কচ্চে!

প্র, স্ত্রী। আমি অনেক দেশ দেখেছি, আর অনেক শুনেছি, সকল দেশেই এই রকম জুয়োচুরি রীতি আরম্ভ হয়েছে।

তৃ, স্ত্রী। বিবেচনা করে দেখ্‌লে বোধ হয় যেন, আমরা রাম রাজ্যিতে বাস কচ্ছি। আমাদের বীরসেন মহারাজের রাজ্যিতে যেন কলির বাতাসও লাগে নি।

চ, স্ত্রী। তা ও কথা থাক্ ভাই! এখন যে কাজে এয়েছি, তাড়া তাড়ী করে তাই সেরে সুরে নিইগে চল। রাজকুমারী আজ শ্বশুর বাড়ী যাবেন, তার সব সাজ সজ্জা হচ্ছে। কত হাতী, ঘোড়া, গাড়ী, পাল্‌কী সেজেছে; কত বাদ্যি এয়েছে, তাই দেখি গে। কত বাজী পুড়বে, তার সীমা নেই। আজ রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে। এই যে ত্রিভুবনের কত রাজপুত্তুর এয়েছেন, তাঁদের সৈন্য সামন্তই কি কম! এর পর আমাদের রাজসৈন্য, আবার তামাস্‌গির্ লোক; লোকে আজ দাঁড়াতে ঠাঁই পাবে না। রাস্তার দোধারে বাঁধা রোশ্‌নাই হবে। ভাই! রাজজামাই আর রাজ-মেয়ে, কিসে চড়ে যাবেন, জানিস্?

প্র, স্ত্রী। বোধ করি রথে চড়েই যাবেন।

চ, স্ত্রী। তুই এক কাব্যির কথা কচ্ছিস্! রথে চড়ে তো বারো মাসই বেড়ান।

দ্বি, স্ত্রী। কি জানি ভাই! কি একখান সাজান হচ্ছে দেখ্‌লেম, তার নাম জানিনে। তাঁরা তাইতে চড়ে যাবেন।

তৃ, স্ত্রী। তবে চল ভাই! আজ বড় তামাসা দেখা যাবে। কাজ গুলো এখন তাগাদা করে সেরে নিইগে।

(এক দিকে সকলের প্রস্থান)।

[অপর দিকে প্রমোদবন—ভবন]।

(স্ত্রীগণে পরিবৃতা কুমারী আসীনা)।

কুমারী। (জয়া, বিজয়া, কামিনী ও মায়াবিনীর প্রতি) সখি! তোমাদের অভিলাষ কি?

বিজয়া। আমাদের অভিলাষ কি, তা কি জান না! তোমা ভিন্ন আমাদের আর অন্য কিছুরই অভিলাষ নাই। যেখানে তুমি, সেই খানেই আমাদের সুখ ও সখ।

কুমারী। তবে কি তোমরা নিতান্তই যাবে?

কামিনী। মন জেনেও যদি তুমি এ কথা বল, তবে আর আমাদের উত্তর নাই। (অধোদৃষ্টে নিশ্বাস ত্যাগ)।

কুমারী। সখি! আর দুঃখ করোনা। তোমরা আমার সঙ্গে গমন কর্‌তে যে এমন কৃতনিশ্চয় হয়েছ, তা আমি জানিনে। যা হোক্, এখন প্রস্তুত হও, আমি যথাসাধ্য তোমাদের সুখ সাধনে রত আছি।

(স্বর্ণলতার প্রবেশ)

স্বর্ণ। প্রিয়সখি! মা ঠাকুরুন্ তোমায় ডাক্‌ছেন।

কুমারী। এই যাই। (প্রতিবাসিনীগণের প্রতি) এই কুমারী তোমাদের নিকটে একটী প্রার্থনা কর্‌তে উদ্যত হয়েছে।

প্রতিবেশিনীগণ। কি?

কুমারী। কেমন করে বল্‌বো যে, (অর্দ্ধস্ফুট বচনে) তোমা-দের চির-প্রণয়িনী কুমারীকে বিদায় দাও। (অধোবদন)—

প্রতি, গণ। (অশ্রুপূর্ণ লোচনে) বড়ই দুঃখের কথা। বিধাতা কেন স্ত্রীদিগের পক্ষে, স্বজনস্ত্যাগ-দুঃখের পদ্ধতি করেছিলেন!

কুমারী। আমাদের স্ত্রীজাতিকে দুঃখ সাগরে মগ্ন রাখ্‌বেন বলেই বুঝি এমন পদ্ধতি করেছেন।

জয়া। দুঃখ কি! পরস্পরের অন্তরের প্রণয় রক্ষা হলেই হলো।

প্রতি, গণ। আজ বই কাল দর্শন-লালসা নিবারণ হবে কিসে?

বিজয়া। এখন সকলে স্থির হউন্। পরস্পরের প্রণয়দৃষ্টি ও প্রণয়ালাপ করার এখনও অনেক সময় আছে। দুঃখ কর্‌লে আলাপ করা কঠিন হবে।

স্বর্ণ। রাজনন্দিনি! মা ঠাক্‌রুন তোমায় শীঘ্রই যেতে বলেছেন।

কুমারী। (বিষাদে) চল যাই। (মায়াবিনীর প্রতি) সখি! এই আমার পড়্‌বার বইগুলি ও ঐ সপ্ততন্ত্রী বীণাটী, তোমার ভাই-ঝিকে দিও। মা আমায় ডেকেছেন, আমি চল্‌লেম।

(প্রতিবাসিনীগণ ও কুমারীর প্রস্থান)।

কামিনী। ভালই হয়েছে, যে নর্ত্তকী যে যন্ত্র-বিদ্যায় পটু, রাজ-নন্দিনী তাকেই তাই দান করেছেন।

(ক্লীব ভৃত্যগণের প্রবেশ)।

ক্লীবগণ। আমাদের কি কত্তে হবে?

বিজয়া। তোমরা এই ফর্দ্দ লও, লেখা অনুসারে সকল বাড়ীতে

এই বাদ্যযন্ত্র গুলীন দিয়ে এস।

ক্লীবগণ। যে আজ্ঞা। (যন্ত্র লইয়া প্রস্থান)।

(দূতের প্রবেশ)।

দূত। শীঘ্র আসুন, বিজয়পুরের রাজমন্ত্রী অপেক্ষা কচ্ছেন।

মায়া। কেন? বিজয়পুরের রাজমন্ত্রী যে!

দূত। হাঁ, তাঁরই প্রতি আজ আপনাদের তত্ত্বাবধারণের ভার।

(পুনঃ স্বর্ণর প্রবেশ)।

জয়া। স্বর্ণ যে!

স্বর্ণ। (সহাস্যে) আমিও আজ তোমাদের সঙ্গিনী হয়েছি। দুই মহারাণী ও মহারাজ, দক্ষিণ দুর্গ পর্য্যন্ত অগ্রসর হবেন, আজ সেই খানে একটা সমারোহ হবে। মহারাজ, কাল সকালে জামাই, কন্যা ও অন্যান্য রাজপুত্রগণকে বিদেয় কর্‌বেন। এখন এস, মহারাণী তোমাদের ডাক্‌ছেন।

বিজয়া। তুমি যাও, আমরা এই বিজয়পুরের রাজমন্ত্রী মহাশয়ের আগমনের কারণ জেনে, সত্বরেই তথায় যাচ্ছি।

(সকলের প্রস্থান)।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কাঞ্চন নগর)।

(মালিনীর আলয়ে বিজয়কুমার, কুমারী ও সখীগণের প্রবেশ)

বিজয়। প্রিয়ে! দেখ্‌লে আমার কেমন মাসী। আমি যখন তোমার উদ্দেশে গমন করি, তখন ইনি বাসা দিয়ে পরম উপকার করেছিলেন, আর এখনও দেখ, মাসী আমাদের জন্য কত পরিশ্রম কর্‌ছেন।

কুমারী। প্রাণেশ্বর! সাধারণ লোকই হউক, বা ধনাঢ্য রাজ্যেশ্বরই হউন, সততা ও পরোপকারিতা এবং মিষ্টভাষিতা গুণ না থাক্‌লে, কেহই লোকের আন্তরিক প্রণয়ভাজন হয় না। যাহোক্, আর্য্যা মালিনীর প্রতি আমি পরম সন্তোষ হয়েছি।

মায়া। ঠাকুর জামাই! এই দেশের নাম না কাঞ্চন নগর? রাজার নাম কি?

বিজয়। রাজার নাম চন্দ্রসেন।

কুমারী। দেশের নাম যেমন কাঞ্চন নগর, তেমনি কাঞ্চনের তুল্য শুভদর্শন বটে।

বিজয়া। এই রাজার দুহিতার সঙ্গে কি আপনার বয়স্যের বিবাহ হয়েছে?

বিজয়। হাঁ।

কামিনী। তবে সংবাদ পাঠান না কেন?

বিজয়। আর্য্যা মালিনী এলেই প্রিয়সখার নিকটে পাঠিয়ে দিব।

জয়া। এই যে নাম কর্‌তে কর্‌তেই মালিনী এসে পড়েছেন।

(সুলোচনার প্রবেশ।)

সুলো। যুবরাজ! এইতো আপনার গজ বাজী ইত্যাদি থাক্‌বার যথাযোগ্য বাসা দিয়ে এলেম। এখন আর কি কর্‌তে হবে বলুন?

কুমারী। আর্য্যা! তোমার সাদর সম্ভাষণে আমি পরম সন্তোষ হয়ে, এই স্বর্ণহারটী প্রদান কর্‌ছি, গ্রহণ কর। ইহাতে তোমার সুললিত স্বরের আধার স্থান কণ্ঠদেশ শোভিত হোক্‌। (স্বর্ণহার প্রদান।)

সুলো। (কিঞ্চিৎ দুঃখ প্রকাশিয়া) এ আমার স্বর্ণহার ধারণের সময় নয়। (স্বগত) মনোদুঃখ প্রকাশে এখন কাজ নাই, মিষ্ট আলাপই করি। আহা! আমাদের বীরসেন মহারাজের মেয়েটী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, না হবে কেন? মায়ের গুণ দুহিতায় ও পিতার গুণ পুত্রেই বর্ত্তিয়ে থাকে। (প্রকাশ্যে) ঠাকুরাণি! পাছে আপনার মনঃক্ষোভ হয়, এই ভয়েই স্বর্ণহার গ্রহণ কর্‌লেম, কিন্তু এ আমার স্বর্ণহার গ্রহণের উপযুক্ত সময় নয়!

কুমারী। আর্য্যে! আমি কি এই হার দিয়ে তোমার মনে কোন বেদনা দেওয়ার কারণ হলেম?

সুলো। সকলি দৈবাধীন, আপনি আমার মনে কোন বেদনাই দেন নাই।

বিজয়। বোধ হচ্ছে, ভস্মে অগ্নি আচ্ছাদনের মত তুমি একটা শোকাবেগ সম্বরণ কল্লে। যাহোক্‌ আর্য্যে! আমার আগমন সংবাদটা বয়স্যকে বলে এস।

সুলো। যুবরাজ! দাসীকে মাসী বলে আপনি আমার গৃহে এসেছেন। আমি যে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। এসব তুচ্ছ পরিশ্রম কর্‌তে কি আমি কাতর হই? আমার পূর্ব্ব পুরুষের পরম পুণ্য ছিল যে, শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে বাসনা পূর্ণ কর্‌তে অক্ষম,

আমি সেই বিজয়পুরের রাজনন্দন ও শাল্দ্বীপের রাজকন্যা একত্রিত নিজভবনে দেখ্তে পেলেম। ইহাই আমার পরম ভাগ্য। আর ইহা অপেক্ষা আমার অধিক সুখের বিষয়ই বা কি আছে? যাহোক্ রাজ-পুত্র! দাসীর প্রতি যেন চিরদিন এইরূপ দয়া থাকে। (প্রস্থান)।

কুমারী। নাথ! এখানে কি অধিক বিলম্ব হবে?

বিজয়। না। প্রিয়সখা মন্মোহনকে সঙ্গে করেই নিজরাজ্যে প্রস্থান কর্‌বো।

কুমারী। তবে আশু বিজয়নগরে সংবাদ পাঠালেতো ভাল হতো, আহা! মহারাজ ও মহারাণী তোমা ভিন্ন যে, কি অবস্থায় কালযাপন কর্‌ছেন, তা কি তোমার স্মরণ হয় না।

বিজয়। হাঁ, সম্বাদ পাঠানই উচিত। (একজন পরিচারকের প্রতি) ওহে! মন্ত্রণা-কুশল মন্ত্রী সুমন্ত্রকে আনয়ন কর।

পরি। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান।)

বিজয়। (সখেদে) হায়! পিতা মাতার অবস্থা স্মরণ করে, আমার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। প্রিয়ে! আমি যে কালে তোমার উদ্দেশে গমন করি, তখন সেই চিন্তাই প্রবল ছিল। এখন তোমায় পেয়েছি, আর সে চিন্তা নাই, কেবল পিতা মাতার অবস্থা ভেবেই কাতর হচ্ছি। আহা! জননী আমায় তিলার্দ্ধকাল না দেখ্‌লে কত কাতর হতেন! তিনি বল্‌তেন, বিজয় আমার নয়নের শোভা বর্দ্ধন, চিরকাল ও মুখশ্রী দেখ্‌লেও আমার নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না। হায়! পুত্রপ্রাণা জননী আমায় হারা হয়ে এখন কি অবস্থায় সময় যাপন কর্‌ছেন!

কামিনী। যুবরাজ! আপনি এত উৎকণ্ঠিত হয়েছেন কেন? হয়তো তাঁরা এতদিন সংবাদ পেয়েছেন, আর যদি না পেয়ে থাকেন তবে এই মন্ত্রীর মুখে শ্রবণ কর্‌লে তাঁদের সুখের সীমা থাক্‌বে না।

বিজয়া। ঠাকুরজামাই! উতলা হবেন না। মন্ত্রী মহাশয়কে শীঘ্রই পাঠিয়ে দিন।

কুমারী। (সজল নয়নে) প্রাণনাথ! আমি তোমাকে পেয়ে সুখ-সাগরে ভেসেছি, এখন শ্বাশুড়ী মাকে দর্শন কল্লে আমার সকলই সুখময় হয়ে উঠ্‌বে।

বিজয়া। আমরাও রাজ্ঞীর উভয় ক্রোড়ে চন্দ্রমা ও স্থির-সৌদামিনী দেখে বাসনা নিবৃত্তি কর্‌বো।

জয়া। না ভাই! কিছু বাকী থাক্‌বে।

বিজয়া। আর কি?

জয়া। চন্দ্রমা আর স্থির-সৌদামিনীর কোলে ইন্দ্রধনু দেখ্‌তে পেলে, আমাদের সুখ লালসার সম্পূর্ণ শান্তি হবে।

সকলে। হাঁ সখি! যথার্থ বলেছ, সোনার গাছে মুক্তা ফল দেখ্‌তে সকলেই ইচ্ছা করে।

(পরিচারক সহ সুমন্ত্রের প্রবেশ।)

সুমন্ত্র। জয় হউক। যুবরাজ! আমাকে ডেকেছেন কেন?

বিজয়। মন্ত্রিন্! পিতা মাতা আমার নিমিত্ত যেরূপ কাতর আছেন, তা আপনার অবিদিত নাই। অতএব আপনি অগ্রে গমন করে তাঁদের সান্ত্বনা করুন, আমি বান্ধব মন্মোহনকে সঙ্গে লয়ে অচিরেই নগর বিজয়পুরে গমন করিব।

সুমন্ত্র। আমিও আপনারই অপেক্ষা কর্‌ছিলেম। রাজ্ঞী ও মহারাজকে এই সুসংবাদ দেওয়া, ও যুবরাজের আগমনে নগর সুসজ্জিত করা, এই দুটী কার্য্যে আমার অগ্রে যাওয়াই বিশেষ প্রয়োজন।

বিজয়। তবে আপনি গমন করুন্।

সুমন্ত্র। যুবরাজ! তবে আপনার যেন বিলম্ব না হয়। আমি এই বিদায় হই। (প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[মালিনীর গৃহে বিজয়কুমার ও সখী পরিবৃত কুমারী আসীন।]

(সুলোচনার প্রবেশ।)

সুলো। যুবরাজ ও রাজনন্দিনীর মঙ্গল হোক্।

বিজয়। আর্য্যে! সখা কি নব প্রমদা পেয়ে আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন?

সুলো। রাজকুমার! মায়াস্বরূপিণী স্ত্রী দেবগণেরও ভ্রান্তি জন্মায় তা মনুষ্যের কথা কি।

কুমারী। প্রিয়সখা গত দিবস তোমাকে কি বলেছেন?

সুলো। তিনি বল্লেন যে, আমার বন্ধু এয়েছেন, তা তুমি তাঁকে যত্ন করে বাসা দাওগে। আমি সর্ব্বদাই নানা কার্য্যে এমন বিব্রত আছি যে, মুহূর্ত্তমাত্রও আমার অবসর নাই। অতএব তুমি গিয়ে বল, দিনেক দুদিন পরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো।

জয়া। বন্ধুর আগমন সংবাদ পেয়ে কত আহ্লাদ করে বন্ধু তাঁকে দেখ্‌তে এসে! আমরা এই ভেবে রাস্তার দিকে কাল সমুদয় বেলা চেয়ে ছিলেম। তার ফল বুঝি এই পেলেম!

বিজয়া। তাঁর এমন কাজ কি, যে বন্ধুর সঙ্গে দেখা কর্‌তেও অবসর পেলেন না!

সুলো। কাজের মধ্যে, রমণী—সাম্রাজ্য কিসে সুশাসন হয়, তারি উপায় চিন্তে!

কুমারী। (ঈষদ্ধাস্যে) কি! নব প্রণয়িনী পেয়ে প্রিয়সখা এত মোহিত হয়েছেন!

কামিনী। না হবেন কেন? রাজোপভোগে সুন্দরী বনিতার

মধুর বচন শ্রবণ করে কার চিত্ত মোহিত না হয়? তা হবেই তো, রাজনন্দন হলে এমন হতো না।

কুমারী। (ঈষৎকোপে)। সখি! এরূপ অন্যায্য বাক্য, কবে অবধি অভ্যাস করেছ? তিনি ব্রাহ্মণ-পুত্র বটেন? আমার নমস্য ব্যক্তির প্রিয়সখাও বটেন? তবে তাঁকে পূজা করাই কর্ত্তব্য, দণ্ড করা কি আমাদের উচিত?

সুলো। রাজনন্দিনি! ইঁহার দোষ কি? রাজজামাতার ব্যবহারে প্রণয়কোপযুক্ত হয়েই ইনি এরূপ বলেছেন।

(নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি।)

একি! আবার তূরীধ্বনি হচ্ছে কেন? দেখিতো আবার কি সংবাদ প্রচার হলো। (বেগে প্রস্থান।)

নেপথ্যে।

হে গুণিগণাগ্রগণ্য মহাশয়! দেখুন, অর্থই অনর্থের মূল কি না? ধনী মহাশয়েরা যে বিপুল অর্থ হস্তগত দেখে মদগর্ব্বিত ও দর্পিত হন, একথা মিথ্যা নহে। অর্থ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ক্রোধ ও ক্রোধ হইতে নিষ্ঠুরতা তাঁদিগকে ক্রমে ক্রমে আক্রমণ করে-থাকে। সৌজন্যাদি গুণ সকল অর্থবানদিগের অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সম্মাননীয় ব্যক্তির মান হরণ, বান্ধবগণের প্রতি কুটিলাচরণ ও সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করাই ধনীদিগের একমাত্র কার্য্য, আর তাঁরা মনে করেন ইহাই সুযশ ঘোষণার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়! ক্ষমা গুণকে মহা লজ্জা-জনক বোধ করেন, কি আশ্চর্য্য ধনী মহাশয়-দিগের স্বভাব!

মহাশয়! ইহা বিবেচনা করিবেন না যে, ধনীদিগের মধ্যে সকলের স্বভাবই বুঝি এইরূপ। স্বভাব, ইহা পৈতৃক সম্পত্তি নহে যে, কুলক্রমাগত একরূপই থাকিবেক। বিদ্যা শিক্ষা করলেই যে স্বভাব ভাল হয়, তাহা নহে; অনেক মহামহা বিদ্বানকেও কুমার্গ-

গানী দেখা যায়। আদিম শ্রেষ্ঠ ধনবানদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ কর্‌লেই যে, সে সৎস্বভাবাপন্ন হবে, তাও সম্ভবপর নহে। কিন্তু সঙ্গগুণে স্বভাব অনেক পরিবর্ত্তন হয় সত্য, তথাপি গুণ অপেক্ষা সঙ্গ দোষই অধিক শিক্ষা হয়ে থাকে। আর মনুষ্যদিগের নূতন অর্থের সমাগম হলে, তখন তারা যৎপরোনাস্তি আনন্দানুভব কর্‌তে থাকে। অহঙ্কারে মৃত্তিকায় পদনিক্ষেপ করে না, অর্থের বলে বিবেচনা করে যে, আমি মনে করিলে শূন্য পথেও গমনাগমন কর্‌তে পারি! (হা ঈশ্বর! হা বিধাতঃ! সেই সময়ে তাহাদিগকে এক একটী লেজ প্রদান কর্‌লেতো মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা ছিল। হে মূর্খ অহঙ্কারী মানব! জান না, অর্থের গৌরব কয় দিন? আর অপযশ কেমন ঘৃণাকর?)

মহাশয়! উপর্য্যুপরি দুঃখবেগ পতিত হলে জীব মাত্রেই যেমন কাতর ও মূর্চ্ছিত হয়, সেইরূপ সুখের উপরে সুখ প্রাপ্ত হলেও মোহিত হয়ে থাকে। তার প্রমাণ-পথে কুমার মন্মোহনকে দৃষ্টি করুন, একে রূপলাবণ্যবতী কামিনী, দ্বিতীয়তঃ অসীম রাজ্যখণ্ড নিজা-য়ত্তে পেয়ে পরম প্রণয়াস্পদ বান্ধবের প্রতিও এতাদৃক্ আচরণ করলেন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[হেমলতার অন্তঃপুর, দূরে প্রমোদ বন।]

(সুলোচনার প্রবেশ)।

সুলো। রাজকুমারীর আবার কি ব্যারাম হলো! রাজবৈদ্যগণও সে ব্যাধির উপশম কর্ত্তে পারেন নি। আবার নগরে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আরাম কর্ত্তে পার্‌বে, তাকে অনেক ধন সম্পত্তি

পুরস্কার দেওয়া হবে। হায়! মহারাজের একটী কন্যা বই দ্বিতীয় সন্তান নাই, তার প্রতিও আবার দৈব-বিড়ম্বনা! কি দুর্দ্দশা! যে ব্যক্তির অন্ন বিনা প্রাণ যায়, এমন লোকের সন্তানের অভাব নাই। আর যে ব্যক্তি শত শত লোক প্রতিপালন কর্‌ছে, সন্তানের জন্যে শত শত কামনা কর্‌ছে, বিধাতা এমন লোককে একবারেই সন্তান রত্নে বঞ্চিত করেছেন। হায় রে, কাল কলি!

যে চায় তাঁরে না দেয় না চাহিলে পাই।
কলির ব্যবস্থা দেখে বলিহারি যাই॥

(হেমলতা ও পত্রলেখার প্রবেশ)।

সুলো। (স্বগত) এই তো রাজকন্যা যে, একেবারেই মলিন হয়ে গিয়েছেন! অধরে আর হাসি নাই, চঞ্চল নয়ন স্থির ভাবে নাসিকার উপরে পতিত আছে। আহা! এই যে অঙ্গ শীর্ণ ও বর্ণ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। ইনি আমাকে দেখ্‌লে কত আহ্লাদিত হতেন, তা আজ ও কমল বদনের হাস্য মিশ্রিত মধুর বচন কেন এতক্ষণও শুন্‌তে পাচ্ছিনে? আরও যে ওঁকে চিন্তাকুল দেখ্‌ছি। বোধ হয় এ সামান্য ব্যারাম না হবে! তা হলে কি সহসাই বাক্‌রোধ কর্‌তো? যাহোক্, আমি এখন কৌশল করে মনোগত বৃত্তান্তটী অবগত হই। (প্রকাশ্যে) সখি পত্রলেখে! রাজনন্দিনী হঠাৎ এমন হয়েছেন কেন?

পত্র। আর কি শুন্‌বে ভাই! বিধাতা আমাদের কপালে আগুণ দিয়েছেন। এমন অদ্ভুত ব্যারাম কোথাও দেখিনি শুনিনি।

সুলো। এত উতলা হয়েছিস্ কেন? কি হয়েছে? ভাই! বল্‌না।

পত্র। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর কি বল্‌বো দিদি! এ যে উৎকট ব্যারাম হয়েছে, এতে তোমার ঔষধে গুণ দেখ্‌বে না, বৈদ্যের নাড়ী ধরা বিফল হলো, ডাকতারের ব্যবস্থার দুরবস্থা হয়েছে।

সংসারে আর এমন কে আছে, যে রাজকুমারী ও রাজজামাতার রোগশান্তি করে যশলাভ ও রাজদায়াদগণকে সুখী করে।

সুলো। (সবিস্ময়ে) কি! রাজজামাইও এই ব্যারামে আক্রান্ত? হায়! কি বিপদ। সখি! ইহাঁদের ব্যাধি হওয়ার সূত্র কি? আর ঠাকুরজামাই বা এখন কোথায়?

হেম। মাসি! তুইও কি পাগল হলি?

সুলো। আগে ঠাকুরজামাইকে দেখি, তার পরে তোমাদের মনের ভাব বুঝ্বো।

হেম। তিনি এখন প্রিয়সখা গন্ধর্ব্বনন্দনের সঙ্গে দেখা কচ্ছেন।

পত্র। এই আরম্ভ হলো।

সুলো। হাঁ বল! ঠাকুর জামাইয়ের প্রিয়সখা কে?

হেম। মেঘমালা! হায়! আজ তোমার নাম কর্‌লেম। সুন্দরি! আমায় ক্ষমা কর। আহা! তোমার ক্লেশ অসহ্য।

সুলো। মেঘমালা কে?

হেম। রাক্ষস, দুর্দ্দৃশ্য, মাংসাশী, সজ্জন হিংসক; সেই আমার পিতার তুল্য, ভ্রাতার তুল্য, গুরু ও দেবতার তুল্য প্রিয় সুহৃদ্।

পত্র। এই দেখ পাগলাম।

হেম। (সক্রোধে) আমি তোমার সঙ্গে কথা বল্‌ছি নে।

সুলো। সখি পত্রলেখে! তুমি আর বিরক্ত করো না। (হেমলতার প্রতি) হাঁ, রাজনন্দিনি! বলুন, আমি শুন্‌ছি।

হেম। না মাসি! এখানে আর একটী কথাও বল্‌বো না, এস যাই। ঐ দেখ, অপরাহ্ন হয়েছে, গাছে কত ফুল ধরেছে। এস ঐ দিকেই যাই, অপরাহ্ন কালের সুবিমল বায়ু সেবন ও বসন্ত-বিহারী বিহঙ্গমগণের গান শুনে চিত্ত বিনোদন করি গে। (গমন করিতে করিতে) মাসি! দেখ, কোথা দেবতা ও মনুষ্য, আর কোথা

বা অসুর; যেমন প্রণয়বর্দ্ধক, প্রণয় ও প্রণয়নাশক, এই তিনের সৌহার্দ্দ্য। (গমন)।

(অন্যদিকে মন্মোহনের প্রবেশ)।

মন্মো। মনুষ্যের সকল অবস্থা প্রতিদিন সমান যায় না। অপিচ প্রণয় পক্ষে উহা প্রত্যক্ষই দেখা যায়, কখন হর্ষ ও কখন শোক। এমন প্রণয়ী কেহ কখন দেখেন নাই যে, একের অধীন হয়ে দিনাতিপাতে সমর্থ হয়। অতএব আপনাদিগের বিয়োগ-জনিত যে দুঃখ, ইহা আমার অদৃষ্টাধীন সন্দেহ নাই। হে প্রিয়সখি! হে প্রিয়সখে! হে প্রিয় ভ্রাতঃ! হে প্রিয়ে মেঘমালে! তোমরা কোথায়? এত আর্ত্তধ্বনি কি তোমারা শুন্‌তে পাও নাই? অথবা শুনেও বধির হয়েছ, একথা আমি বলি না। আর কি-পরিমাণের অশ্রু ভূমিতে পড়্‌লে তোমাদের দর্শন পাব? আমি এইরূপ পরি-তাপ করেও তোমাদিগকে নৃশংস বলি না! কেননা, আমিই দোষী; আমিই তোমাদিগকে বিস্মৃত ছিলাম, সমুচিত অভ্যর্থনা বা আলাপ করি নাই। সখে! আজ তোমাদের সেই সরল প্রণয়, আমার হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। মনঃ, আপন দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করে ব্যথিত হচ্ছে। আমি বহুকাল পরে তোমাদের অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করেছি বলে, প্রেমাশ্রুই হউক, বা তোমাদের সুন্দর মুখশ্রী দর্শনাভাবে কি সুধাভিষিক্ত প্রেমগর্ভ বচন শ্রবণাভাবে, আমার অন্তরে যে এক প্রকার অগ্নি উৎপন্ন হয়েছে, তাহা নিবারণ জন্যই হউক, চক্ষু আমার জলধর সদৃশ জলধারা বর্ষণ কর্‌ছে। (স্বগত চিন্তা করিয়া) বৃথা অবলার ন্যায় রোদন করি কেন! ঐ সরোবরে গিয়ে চক্ষে জল প্রদান করি। (গমন ও প্রকাশ্যে) এখন যে কমলে আর কুমুদে কিছুই প্রভেদ নাই! কেহই সম্পূর্ণ বিকসিত বা সম্পূর্ণ মুদিত নাই, ঐ যে সকল গুলিই অর্দ্ধ মুকুলিত ও অর্দ্ধ স্ফুটিত অবস্থায় আছে। এখন কমলিনী

ও কুমুদিনী একরূপ শোভা ধারণ করেছে। ঐ যে জলের মধ্যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব কেমন স্বচ্ছ দেখাচ্ছে। (ক্ষণেক অন্যমনা হইয়া জল-মধ্যগত চন্দ্রের প্রতি) হে শুভ্রাংশু! তুমি এক কামিনীকে মুচ্ছিত ও অপর কামিনীকে আহ্লাদিত করে কেন জলের মধ্যে বিচরণ কচ্ছ? যদি বল, সে অপরাঙ্গনা সুতরাং আমার প্রতি তাহার প্রীতি নাই। তথাপি সে তোমার প্রণয়িনীর মাতৃকুল সমুৎপন্না বটে? আর তাও বা যা হোক্, দুঃখিনীকে আহ্লাদিত করাই দয়াবান দিগের অতীব কর্ত্তব্য। অতএব নলিনীর দুঃখ দেখে, তুমি আর পরিহাস করো না। যদি বল যে, তোমার কথা আমি শুনিব কেন? আমার বলার বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের পরস্পরের যে বদ্ধমূল ঈর্ষা আছে, তাহা পরিত্যাগ কর। ঈর্ষাতে যে কত অনিষ্ট ঘটে থাকে, তাকি তুমি জান না? বাল্য কালে যাঁদের সহিত আহার বিহার, হাস্য পরিহাস ও সতত একাত্মতার ন্যায় অবস্থান করা যায়; যৌবন কালে তাঁদের সহিত বিরোধ করতেও লজ্জা বোধ হয় না! ইহা হওয়ার কারণ কি? বাল্য কালে ঈর্ষা ও অহঙ্কার প্রায় কেহই জানে না, সুতরাং বালকেরা সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়। যৌবনের প্রারম্ভেই ঈর্ষার উদ্রেক হতে থাকে, তখন ক্রমেই বান্ধবের প্রতি মৌখিক আলাপ, অন্যের ঐশ্বর্য্য দেখ্‌লে পরিতাপ, গুণবান ব্যক্তিকে উপহাস ও অন্যান্যের প্রতি শত্রুতা করণ ইত্যাদি দুষ্কার্য্যতেই অভিলাষ জন্মে থাকে। ঈর্ষাবশ ব্যক্তি, এক মুহূর্ত্তও স্বাস্থ্য লাভ কর্‌তে পারে না। অমুক আমার বিপ্রিয়াচরণ কল্লো, আমিও তার প্রতিশোধ দিব; এইরূপ বিবেচনাতেই উত্তরোত্তর ঈর্ষার বৃদ্ধি হয়ে থাকে। ঈর্ষাবশ ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা না করে, উত্তর কাল না স্মরেও অনেকানেক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে লভ্য কি! অপকারকের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ না করে, ক্ষমা দিলে কি যশঃ হানি, না, ঐশ্বর্য্য ও পরমার্থ হানি হয়ে থাকে? ক্রূরতা ও লঘু-

চিত্ততা বৃদ্ধি এবং মর্ম্মঘাতি ব্যক্তির ক্রোধানল, ইহাই কি গ্রহণ করা উচিত? অতএব হে শশধর! তুমি কমলিনীর প্রতি ঈর্ষা ত্যাগ কর, নতুবা দিনমণিপ্রিয়াও ইহার প্রতিশোধ দিবে। (অনন্যমন হইয়া) হে প্রিয়সখে! পূর্ব্বে আমরা সুখাসনে উপবিষ্ট হয়ে সুধাকরের নির্ম্মল রশ্মি দেখ্তে দেখ্তে কত গল্প কর্তেম। যে দিবস তুমি বিবাহ সম্বন্ধীয় বহুতর প্রবৃত্তি দিলেও আমি স্বীকৃত হলেম না, পুনরায় তোমাদেরই কৌশলে সেই শৈলশিখরে রমণী রত্ন দেখে, তৎপ্রণয়াভিলাষে প্রমত্ত হই। হা রহস্যপ্রিয় প্রিয়সখে! তোমার সেই চাতুর্য্য কার্য্য গুলি এখন স্মরণ করে, আমি লজ্জিত হতেছি। হে প্রিয়সখি! হে দেবি মেঘমালে! আমি তোমাদের উপদেশেই তৎসময়ে কৃতকার্য্য হয়েছিলেম।

(হেমলতা, পত্রলেখা ও সুলোচনার প্রবেশ)

পত্র। ঠাকুর ঝি! তুমি অন্যান্য দিন পুষ্পোদ্যানে এসে, এক এক রকম শিল্প কার্য্য কর্তে। তোমার সেই সকল শিল্প কার্য্য দেখে, ঠাকুরজামাই কত প্রশংসা কর্তেন। আহা! আজ এই যে সকল কুসুম বিকসিত হয়ে আছে, ইহা দেখে কি তোমার অন্তরে আহ্লাদ হচ্ছে না? আমার কথা শুন, ও দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ কর। প্রিয়সখি! বল, কি শিল্প কর্বে? আমি সেই মত কুসুম চয়ন করি।

হেম। সখি! এখন আমার চিত্ত সুস্থ নাই, এই সকল পুষ্প আজ লতা পাদপেরই শোভা বর্দ্ধন করুক্। (ইতস্ততঃ গমন)

সুলো। (সখেদে) হায়! এ কি! ঠাকুর জামাই কেন সরসী-সোপানে বসে কান্‌ছেন।

হেম। (দ্রুত গিয়া বসনাঞ্চলে মন্মোহনের বদন মুছাইতে মুছাইতে)

উত্তম সময় হেরি, আজি প্রাণনাথ!
কুসুম কাননে হয়েছেন সমাগত,
হেরিতে কুসুম চয়।
সঙ্গিনীর সঙ্গ নাথ! নাহি কেন এবে!
প্লাবিত নির্ম্মল অশ্রু অধর রাজীবে,
কি হেতু বল আমায়?
বুঝেছি বুঝেছি নাথ! তোমার আশয়,
সখাগণ চন্দ্রানন, স্মরিয়া হৃদয়,
ব্যথিত বিকল প্রাণ।
আর্য্যগণ স্থানে দোষ ক্ষমার কারণে,
তাই বুঝি প্রিয়তম! করিছ নির্জনে,
প্রিয়গুণ রাশি গান?

মম্মো। (হেমলতার কর ধরিয়া) প্রেয়সি! আজ আমি গৃহে কি অরণ্যে, একক কি বহুজনে পরিবৃত, সুখাসীন কি দুঃখের অবস্থায়, কিছুই অনুভব কর্‌তে পার্‌ছি নে। আশ্চর্য্য ঘটনায় আমি জ্ঞান-হারা হয়েছি।

অরিন্দম প্রিয়সখা মহারথ যিনি,
তাঁর বামে প্রিয়সখী সুধাংশু-বদনী;
শোভিতা মালতী মালে।
ভ্রাতা দেব মুদিরাক্ষ আর মেঘমালা,
মাতৃসমা তিনি মম অগ্রজ-মহিলা;
স্বপ্নে সবে দেখা দিলে॥
প্রণয় হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে যার,
সেই সে বুঝিতে পারে প্রভাব ইহার;

কুপ্রেমি জানিবে কেনে?
দেখ্‌লো প্রেয়সি! স্বচ্ছ মুকুরে যেমন,
প্রিয়ের আকৃতি করে অন্তরে ধারণ;
সরলে সরল মনে॥

প্রিয় হাস্য যুক্ত আস্য, বচন্ কৌশল,
সর্ব্বদা হৃদয় পটে দেখেন নির্ম্মল;
এ প্রণয়ে সুখ কত।
হায়! নিশীথস্বপনে, প্রিয় দরশনে,
হয়েছি উন্মত্ত প্রিয়বাক্য আকর্ণনে;
পূর্ব্ব-পরিচিত যত॥

জেনেছি সকল পেয়ে জ্ঞানের উদয়,
কেবা আমি কোথা হতে এসেছি কোথায়,
সহসা সুষুপ্তি ভঙ্গ।

এবে কোথা সখা সখী আর্য্য বা কোথায়,
অকৃত্রিম প্রেমে হায়! তুষিয়া আমায়;
(উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

হেম। (সজল নয়নে) জলাশয়াদিতে জলরাশি বৃদ্ধি হলে যেমন নালা কেটে জল বাহির করে, তেমনি দুঃখরাশি প্রবল হলে, মুক্ত কণ্ঠে রোদন করাই কর্ত্তব্য।

পত্র। মহাশয়! স্থির হউন্। আপনি মহাপ্রাজ্ঞ, আপনি সৌম্যমূর্ত্তি। হে প্রিয়সখা! আপনার ক্রন্দন দেখে, আমরাও চক্ষের জল নিবারণ কর্‌তে পার্‌ছি নে। ঐ দেখুন, রাজনন্দিনীর চক্ষু হতেও নিঃশব্দে জলধারা পড়্‌ছে।

হেম। (ধীরে ধীরে) হা সখি রমণী-কুলরত্ন! হা প্রিয়-

সখা! তোমরা কোথায়? একবার এস, তোমাদের প্রিয়সখাকে সান্ত্বনা কর। হা আর্য্যে! হা দেব! তোমরাও কি স্নেহ শূন্য হয়েছ? ভানুমান অস্তগত হলে কমলিনী ম্লানবদনী হয় সত্য, কিন্তু তৎকালে জল ও মৃণাল কি তাদের পরিত্যাগ করেথাকে? (রোদন)

পত্র। রাজনন্দিনি! ধৈর্য্য ধর, তুমি ব্যাকুলা হলে, ঠাকুর-জামাইয়ের শোক নিবৃত্তি হবে কি রূপে?

সুলো। দেবি! এখন তুমি স্থির হয়ে, ঠাকুর জামাইকে শান্ত করিবার চেষ্টা দেখ, উনি নিতান্ত অন্যমনস্ক হয়েছেন।

হেম। মাসি! কেমন করে ধৈর্য্য হই বল। যাঁদের অদর্শনে এক মুহূর্ত্ত, বহু কালের ন্যায় বোধ হচ্ছে; আর্য্যা মেঘমালার স্নেহ, প্রিয়সখীর প্রেম, সখার সৌজন্য ও আর্য্যদেবের বাৎসল্য, ইহা কি শীঘ্রই বিস্মৃত হতে পারি! (পুনঃ ধীরে ধীরে) তখন প্রিয়সখী আমাকে, হাস্য মুখে কত কথাই বল্লেন, হা সখি! আমি কি তোমায় সহসা ভুলতে পারি? তুমি আমার অভিন্ন হৃদয়, তুমি আমার প্রাণ-তুল্য প্রিয়তমা, তুমি আমার ভগিনী, তুমি আমার প্রিয়সখী। সখি! এখন সে কথা তোমার সত্য হলো কই? সময়ান্তরেই কোথায় গমন কর্লে, আর দেখ্তে পেলেম না। সখি! এই কি তোমার উচিত? (রোদন)

সুলো। রাজনন্দিনি! শান্ত হও। ঐ যে মহারাজ অমাত্য-গণ সঙ্গে করে আগমন কচ্ছেন। এখন সুস্থচিত্তে, গুরু জনের সম্মান ও পিতার অভ্যর্থনা কর। আমি বিদায় হলেম। (স্বগত) স্বপ্নের গতি অতি চমৎকার! ইহা সিদ্ধলোকদিগেরও অজ্ঞেয়। আর স্বপ্নই বা সত্য হবে কেন? এ যে, রাজজামাতা ও রাজনন্দিনীর মহা-ভ্রম দেখ্ছি। যাহোক্, এখন যুবরাজ বিজয়কুমারকে এ ঘটনা বলি গে, তিনি যদি ইহার কোনরূপ প্রতিকার কর্তে পারেন। (প্রস্থান

(অমাত্যগণ সহ রাজা চন্দ্রকেতুর প্রবেশ)

হেম। (কর যোড়ে প্রণিপাত করিয়া পত্রলেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন)।

পত্রি। এই আমি আসন এনেছি।

মন্মো। (বধিবৎ সকলের সম্মান করিয়া। মহারাজ! উপবেশন করুন্।

সকলে। (উপবেশন করিয়া) কুমার! আপনাদের অবস্থা এখন কি রূপ?

চন্দ্র। বাপু মন্মোহন! বৎসা হেমলতে! তোমাদের মনের উদ্বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি হয়েছে, শুন্‌লেম। বল, এক্ষণে তোমাদের অবস্থা কি রূপ?

মন্মোহন ও হেমলতা। মহাশয় যেরূপ শুনেছেন, তাই সত্য। (চিন্তা)।

চন্দ্র। পত্রলেখে! তুমিই সকল বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

পত্র। (কর যোড়ে) মহারাজ! ওখন আপনি গেলে পর, ইহাঁরা কেবল অধোমুখে চিন্তা ও বসন দ্বারায় চক্ষের জল নিবারণ করে, মনের দুঃখ মনেই যাপ্য করেছিলেন। এখন আর সে অবস্থা নাই, এই কুসুমকাননে এসে, একেবারে মুক্তকণ্ঠে বিলাপ আরম্ভ করেছেন। হা আর্য্যে! হা সখি! হা সখা! হা দেব! একবার আগমন কর, প্রেমাধীন ও প্রেমাধীনাকে দেখা দাও। আবার কখন "রাক্ষস, হিংস্রক, বিকটাক্ষ, লোলজিহ্ব, শোণিতমাংসাহারী; তিনি আমাদের প্রিয় সুহৃদ্। আবার কখন,—

দস্যু সহ বনবাস, হায় এ কি জ্বালা।
প্রাণে তব কত সবে, দেবী মেঘমালা॥"

অবিরত এইরূপ বিলাপ কর্‌ছেন। আমরা কোন মতেই প্রবোধ

দিতে পারি নাই। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্বগত) রাজা কিম্বা বড় বড় ধনীদিগের পরিবারের মধ্যে, কোন প্রকার অসুস্থতা হলে, তখন একটী হুলুস্থূল পড়ে যায়; চৌদ্দ ভুবনের চতুর্দ্দশ প্রকার বৈদ্য আনয়ন করা হয়। মহারাজ চন্দ্রসেন আজ সেই দশায় পড়েছেন। কেহ বলেছেন, মহারাজ! দেখ্‌লেম, এঁদের ধাতুতে বায়ুর গতি অতি সতেজ, অতএব এটা বায়ু-সঞ্জাত ব্যারাম সন্দেহ নাই। আর একজন বলেছেন এটী ক্রূর বায়ু-সংঘটিত মনোবিকার। কেহ কেহ বলেছেন যে, কোন মায়াবীর মায়াপ্রভাবেই এরূপ হয়েছেন। আবার এক জন বলেছেন যে, ও সব কিছুই নয়, একটা অপদেবতার দৃষ্টি হয়েছে। এক কলসী জল, গোটা কতক সরিসা ও একটী জবা পুষ্প আনুন, আমি এঁদের ভাল করে দিব। প্রধান চিকিৎসকগণ বলেছেন। মহারাজ! এটা বাস্তবিক শারীরিক ব্যারাম নয়, মানসিক ব্যারামই ইহার মূল, তার সন্দেহ নাই। এই যে বিলাপাদি কর্‌তেছেন, অবশ্যই উহার কোন একটা গুরুতর কারণ আছে।

চন্দ্র। পত্রলেখে! তুমি ইহার কোন কারণ বুঝ্‌তে পেরেছ?

পত্র। মহারাজ! রাজজামাতা ও রাজনন্দিনী কি একটী স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই এ চিত্তবিকারের হেতু।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)।

প্রতি। জয় হোঁগা, মহারাজ! দক্ষিণ তুরগ্‌কা এঁকঠ দূত আয়া।

চন্দ্র। আস্‌তে বল।

প্রতি। যো হুকুম। (প্রস্থান ও দূতের প্রবেশ)।

দূত। (ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ) জয় হোক্, মহারাজ! মহারাজ!

চন্দ্র। কি হয়েছে?

দূত। (কিঞ্চিদ্বিলম্বে) মহারাজ! দক্ষিণ দিক্ হতে, কোন রাজা

এই কাঞ্চন নগরাভিমুখে আগমন কর্‌ছেন। অশ্ব ও মাতঙ্গগণের চীৎকার, শঙ্খনিস্বন, ধনুষ্টঙ্কার, রথনির্ঘোষ ও পাদচারি সৈন্যের মালসাট্, বাহ্বাস্ফোটন, ও হুহুঙ্কার শব্দে ধরা কম্পিত হচ্ছে। ধূলিজালে গগণমণ্ডল অন্ধকার হয়েছে। বিবিধ বাদ্যধ্বনি হচ্ছে। অতএব আপনাকে সংবাদ দিতে আমি আগমন করেছি।

(পুনঃ প্রতিহারির প্রবেশ)

প্রতি। মাহারাজ! পূরব দুরগ্‌ছে দূত আয়া।

চন্দ্র। আস্‌তে বল।

প্রতি। যো হুকুম, মহারাজ।

(প্রস্থান ও অন্য দূতের প্রবেশ)।

চন্দ্র। কি হে! পূর্ব্ব দুর্গের দূত কি নিমিত্তে?

পূ, দূ। জয় হোক্, মহারাজ! এক দল রাজসৈন্য দুর্গাভিমুখে আগমন কর্‌ছে দেখে, কোন্ রাজা কি জন্যে এখানে আস্‌ছেন; সবিশেষ জান্‌তে প্রধান চর তথায় গিয়েছেন। আমি আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি।

চন্দ্র। মন্ত্রিন্! তুমি শীঘ্র গমন কর। দেখ কোন্ কোন্ রাজা, শত্রুভাবে কি মিত্রভাবে আগমন কর্‌ছেন। ত্বরায় জেনে এস।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা।

(সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(রাজপথে কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)।

প্র, না। মহাশয় গো! লোকে আমাদের কি বিবেচনা কর্‌বে?

দ্বি, না। অন্যায় কি? কি জন্যে গোল হচ্ছে, তাই জান্‌তে এয়েছি। এতে আর দোষ কি?

তৃ, না। অবশ্য দোষ আছে। ইনি তো পূর্ব্বেই বলেছিলেন যে, মহারাজ আজ দীন দুঃখী ভিক্ষোপজীবীগণকে ভোজ দিয়েছেন, তাই সকলে, টাকা ও কাপড় বিদেয় পেয়ে, মহারাজের গুণকীর্ত্তন ও আশীর্ব্বাদ কর্‌তে কর্‌তে গমন কর্‌ছে। তা আপনারা তখন শুন্‌লেন না, কেবল ছেলেদের মত দৌড়িয়েই এলেন্।

দ্বি, না। মহারাজ দীনহীনদিগের প্রতি এত সদয় হয়েছেন যে! কারণ কি?

তৃ, না। বিলক্ষণ আর কি! যিনি পৃথিবীর রাজা, তিনি এই কয়েকটী লোক খাওয়াবেন, তার আবার কি কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়?

প্র, না। না ভাই! তোমরা জান না। আমি আজ সকালে রাজবাড়ীতে গিয়ে শুন্‌লুম, রাজজামাতা আর কন্যার কি অদ্ভুত ব্যারাম হয়েছে। রাজবৈদ্যগণ চিকিৎসায় পরাঙ্মুখ হয়েছেন। এই জন্য মহারাজ ও রাজ্ঞী সাতিশয় মনস্তাপিত হয়ে কন্যার অন্তঃপুরে গিয়েছেন।

চ, না। মনস্তাপিত না হবেন কেন? আহা! একটী মেয়ে ও জামাই বই তাঁদের অন্য সন্তান নাই, হায়! তাঁরাও আবার এই দশাগ্রস্ত, কি বিড়ম্বনা। ভাই! মহারাজ ও রাণী কেন? এ সংবাদ শুনে, আমাদেরও দুঃখ বোধ হচ্ছে।

তৃ, না। তার আর সন্দেহ কি। (প্রথমের প্রতি) মহাশয়! আর কি শুন্‌লেন?

প্র, না। তার পরে অনেক ডাক্তার বৈদ্য ও হাকিমগণ এয়েছিলেন, কিন্তু কেহই যশঃলাভ কর্‌ত্তে পারেন নি। পরে মহারাজ, জামাই ও কন্যার দুশ্চিন্তা নিবারণের জন্য এই ভোজের আয়োজন করেছেন। পীড়িত রাজজামাতা এবং রাজনন্দিনীও এই স্থানে উপস্থিত থাক্‌বেন।

দ্বি, না। হাঁ, অন্যমনস্ক থাক্‌লে দুশ্চিন্তার অনেক লাঘব হয় বটে,

(অন্যদিকে) কি গো, বিদূষক মহাশয় যে! দ্রুতপদে কোথায় যাচ্ছেন?

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। হা হা হা, তোমরা নিতান্ত মুর্খ হে! শাস্ত্রে বলে "অনুমানেচ বোদ্ধব্যং শিরশ্ছেদেনজীবতি।" তা তোমরা অনুমান শাস্ত্রই জান না, কিরূপে বুদ্ধির চিকনতা হবে।

প্র, না। শ্লোকের অর্থ এইতো। অনুমানে বোধ হয়, মস্তক ছেদন কর্‌লে জীবিত থাকবে না। হা হা, বেশ বলেছ! আমরা জিজ্ঞাসা কচ্চি যে, কোথায় যাচ্ছ? তার উত্তর বুঝি এই হলো!

বিদূ। তুমিও কি পাগল হলে। ওহে! তুমিতো পণ্ডিত মানুষ বটে, বলনা আমি কোথায় যাচ্ছি?

প্র, না। আপন আলয়ে।

বিদূ। হলো না।

প্র, না। ভাঁড়াম কর্‌তে।

বিদূ। তাও হয় নি।

প্র, না। ফলার কর্‌তে।

বিদূ। এই বারই ঠিক হয়েছে। ভাই হে! লোকের একাদশ বৃহস্পতি হলে সুখের সীমা থাকে না, আমার যে কতদশ বৃহস্পতি তার্‌তো ঠিক নাই। আমি যেখানে যাই, সেইখানেই বৃহস্পতির সঞ্চার! অর্থাৎ জলযোগ হয়।

(গণিকাদ্বয় সহ মন্ত্রীর প্রবেশ।)

বিদূ। এস এস মন্ত্রিবর! কোথায় গমন?

মন্ত্রী। যার দরশনে মোহে, যোগী ঋষি মন॥
পশ্চাতে দেখহ সখে! চন্দ্রনিভাননী।

বিদূ। পরমাত্মা দরশনে, মোহে যোগী মুনি॥

খঞ্জননয়নীদ্বয় কিসের কারণে ?

মন্ত্রী। বিশ্বামিত্র মোহে কেন মন্মথ-মোহনে ?
লইতে নর্ত্তকীদ্বয় রাজার আদেশ।

বিদূ। মানি হারি মন্ত্রিবর বল শুনি শেষ॥

মন্ত্রী। শাল্বদ্বীপের রাজা বীরসেন ও বিজয়পুরের রাজা শক্রজিত সেন অদ্য আমাদের রাজধানীতে এয়েছেন। মহারাজ চন্দ্রকেতুসেন, রাজাদ্বয়ের সমাগমে উল্লাসিত মনে সুসজ্জিত সভাগারে সমাজবদ্ধ হয়ে বসেছেন। উন্মাদক রাজজামাতা ও রাজনন্দিনীও এই স্থানে আগমন করেছেন।

প্র, না। সেই সভায় নৃত্য কর্‌বার জন্য বুঝি নর্ত্তকীর প্রয়োজন ?

বিদূ। প্রয়োজন না হলে কি কেউ কারো আদর করে থাকে? পূর্ব্ব পুরুষ উদ্ধারের নিমিত্তই গঙ্গা আন্‌তে ভগীরথের এত চেষ্টা হয়েছিল।

(দূরে সুলোচনার প্রবেশ)

সুলো। (স্বগত) কুমার বিজয়সেন আমাকে যেরূপ বলেছিলেন তা সমুদায়ই হয়েছে। এই যে রাজসভায়, সকল মহাত্মারাই উপস্থিত আছেন, রাজকন্যা হেমলতা এবং ঠাকুরজামাইও আছেন। আমি গিয়েই আমাদের মহারাজ বীরসেনের সম্মুখে পড়েছিলেম। তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন, বোধ করি চিনেও থাক্‌বেন। যা হোক্‌, আজ আমি সকলের কাছে আত্মপরিচয় দিব। এখন যাই, যুবরাজ বিজয়কুমারকে এই বৃত্তান্ত বলে আসি। তিনি বয়স্যের রোগ শান্তি কর্‌বার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন। (প্রস্থান)

মন্ত্রী। আমি এখন গমন করি।

বিদূ। তবে আমিও আসি।

প্র, না। বিদূষক মহাশয়! একটী কথা আছে।

বিদূ। ওহে! এখন কথা শুনার সময় নয়। দেখ, দেখ! তোমাদের মন্ত্রীর কর্ম্মটা দেখ। সগর রাজা পারেন নি, অসমঞ্জা, অংশুমান ও দিলীপ রাজা পারেন নি, গঙ্গা আন্‌তে কেবল এক মাত্র ভগীরথই কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। তা দেখ! আমি থাক্‌তে মন্ত্রী, বিদ্যাধরী লয়ে যায়, বড় দুঃখের কথা। (বেগে গমন করিয়া নর্ত্তকীদ্বয়ের কর ধারণ করতঃ) এস, তোমরা আমার সঙ্গে এস। আমি তোমাদের পরম যত্নে, হয় তো মাথায় করে লয়ে যাব।

মন্ত্রী। ওহে! বড় সাধাসাধি দেখি যে?

বিদূ। নয় কেন,—

যেখানে মদন, সেখানে রতি।
যেখানে শূলী, সেখানে পার্ব্বতী॥
যেখানে পৌলমী, সেখানে ইন্দ্র।
যেখানে রোহিণী, সেখানে চন্দ্র॥
যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানে রাধা।
যেখানে পিরীতি, সেখানে সাধা॥

না সাধ্‌লে কিছুই হয় না, সাধ্‌তে সাধ্‌তে গলার স্বর ভাল হয়।

নটী। আমরি আমরি তোর কথায় কি মিল!

বিদূ। যোগ্যতে যুবতী মন, তালে বলি তিল!

(ভঙ্গিক্রমে মুখ চুম্বন)।

নটী। দূর হও, গোল্লাই যাও।

বিদূ। গোল্লায় যাই, রসকরায় যাই, চিনি সন্দেসে যাই, আবার তোমাতেও যাই।

নাগরিক গণ। ভাঁড় বেটা যেন, একেবারে ষণ্ডামার্ক। হা হা হা!

(বস্ত্রাবৃত মুখে হাসিতে২ সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

(কাঞ্চন নগর রাজসভা)।

(রাজা শক্রজিত্ সেন, বীরসেন; চন্দ্রকেতুসেন, মন্মোহন; হেমলতা সখীগণ ও অমাত্য পরিচারক বর্গ এবং অন্যান্য ভদ্রবিশিষ্ট সমাজ)।

মন্মো। বহুদিনের পর পিতার শ্রীচরণ ও মহারাজ বিজয়পুরাধিপতি এবং বন্ধু বান্ধব গণকে দর্শন করে নয়ন সার্থক হলো।

হেম। আমিও গুরুতর ব্যক্তি গণের আশীর্ব্বাদে, ধন্যা ও কৃতার্থা হলেম। কিন্তু সেই প্রিয়তমদিগের বিচ্ছেদানলে আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হচ্ছে। (চিন্তা)

মন্মো। বিচ্ছেদ কিসে? আমার মত চক্ষু মুদিত করে দেখ, সকলি দেখ্‌তে পাবে।

হেমলতা। (চক্ষু মুদিত করিয়া)।

আহা! লো তোমার সহাস্য বদন।
হয় অভিলাষ হেরি অনুক্ষণ॥
ভুলিনাই সখি তব বচনকৌশল।

মন্মো। আবার বিলাপ?

হেম। অদর্শনে।

মন্মো। প্রিয়ে! দর্পণ মলিন হলে, যেমন কিছুই দেখা যায় না, স্বচ্ছ থাক্‌লে সকলি দেখা যায়। সেইরূপ তুমি মনকে পরিষ্কার কর; সখী, সখা, আর্য্যা মেঘমালা ও দেব অগ্রজ, সকলকেই দেখ্‌তে পাবে।

(সুলোচনার প্রবেশ)

সুলো। (স্বগত) যুবরাজ বিজয়কুমার আগতপ্রায়। তিনি কৌশল করে বয়স্যগণকে আরোগ্য কর্‌বেন, এই জন্যই আমাকে অগ্রে পাঠি-

য়েছেন। যা হোক্, আমি এখন এঁদের সান্ত্বনা করি। (প্রকাশ্যে মন্মোহন ও হেমলতার প্রতি) আপনারা আর বিলাপ কর্‌বেন না, চিন্তা দূর করুন, ঐ যে আপনাদের প্রিয়সখা ও সখী আগমন কর্‌ছেন।

চন্দ্র। কি বল্‌লে মালিনি! প্রিয়সখা কে?

সুলো। আজ্ঞে—

নেপথ্যে। ওহে! চুপকর। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে দুষ্ট দুরাচার!

সকলে। (আকাশে কর্ণ দিয়া) এ আবার কি!

পুনর্নেপথ্যে। অহে দুরাচার গন্ধর্ব্বতনয় ত্রয়! সুরলোকে জন্ম গ্রহণ করেও এত চপলতা! দেবলোক-বিহারির কি এই চরিত্র! অরে! আমি দুর্ব্বাসা মুনি, অহঙ্কার করে আমার অপমান কর্‌লি! যা, যা, পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে, মর্ত্ত্যলোকে গমন কর্।

মহাশয়! আমি চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের পুত্র, আমার নাম মহারথ। ইহাঁরা আমার পিতৃসখা হংস নামক গন্ধর্ব্বের উভয় পুত্র; মুদিরাক্ষ জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ পদ্মাপন। আমরা তিন সখা, অদ্য এই মানস সরোবরে জলক্রীড়া কর্‌তে এসেছিলেম। মহর্ষে! আপনি এ ভয়ানক শাপ দিলেন কেন? আপনার অভিসম্পাতে আমাদের হৃদয় কাঁপ্‌ছে। আমরা আর স্থির হতে পার্‌ছিনে, শোকাবেগে প্রাণ অধীর হয়ে উঠল। মহাশয়! আপনি সাম্যমূর্ত্তি, অথচ অনন্ততেজাঃ। আপনি ক্রোধ ক্‌রলে কে আমাদের রক্ষা কর্‌বে? ঋষে! সদয় হউন, শাপ বিমোচন করুন, শিশু সন্তান বধে পিতার অঙ্গীকৃত হওয়া কি উচিত?

মন্মো। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) একি আকাশবাণী! না আমার মন যা বল্‌ছে তারই প্রতিধ্বনি।

হেম। (সোৎকণ্ঠে) সখি! তুমি কোথায়? আর্য্যা মেঘমালা তো তাঁর পিতৃ শাপে বনবাস পেয়েছেন। এই যে সমূহ দুর্ঘটনা উপস্থিত, এ সময়ে তুমিও আমাকে পরিত্যাগ করে, সরসী-জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ কর্‌লে? এ অভাগিনীর কি কোন পথ হলো না!

নেপথ্যে। ওহে মহারথ! আমি তোমার বাক্যে পরম সন্তোষ হলেম। পূর্ব্বে যদি জানতেম যে তুমি এমন সৎস্বভাবাপন্ন ও বিনয়ী, তা হলে আমি কদাচ এমন নিষ্ঠুর অভিশাপ দিতেম না। 'বৎস! এখন উপায় নাই, অগ্রে শাপ দিয়েছি, এখন কোনরূপেই তার অন্যথা হবে না। আমি তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে, জলপান কর্‌তে এসেছিলেম? মুদিরাক্ষের পদোত্থিত বারিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হয়েছে। অতএব অবশ্যই উহাকে রাক্ষস-যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর্‌তে হবে, শাল্‌দ্বীপের সীমাবদ্ধ মহাবনে উহার বাসস্থান হবে। আর তোমরাও অহঙ্কার-বশে আমাকে উপহাস করেছ, সুতরাং মনুষ্য-যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর। অহে মহারথ! তুমি বিজয় পুরের রাজা শত্রুজিৎসেনের পুত্র হবে, এবং পদ্মাপন, শাল্‌দ্বীপের রাজা বীরসেনের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে, (মন্মোহন নামে) তোমার সহ সখ্য রূপে মিলিত হবে। অপিচ তোমাদিগের পত্নীদ্বয়, মহারাজ বীরসেন ও মহারাজ চন্দ্রকেতুর দুহিতা হয়ে জন্মগ্রহণ কর্‌বেন। মুদিরাক্ষ তোমার হস্তে নিধন হয়ে, নিজ স্থানে আস্‌বেন ও উহার পত্নী ও তৎ পিতৃ শাপে, তোমার দ্বারাই মুক্তি লাভ কর্‌বেন। এক্ষণে গমন কর, গিরিরাজপুত্রী, গণনায়ক জননী দেবী পার্ব্বতী তোমাদিগের রক্ষা সাধন কর্‌বেন।

(সখী বেষ্টিত বিজয়কুমার, কুমারী ও মেঘমালা, মুদিরাক্ষ এবং অবলার প্রবেশ)।

মুদি। (বিজয়কুমারের হস্ত ধরিয়া) প্রিয়সখে! আমি দুরূহ শাপে রাক্ষস হয়েছিলেম, তুমি আমাকে মুক্ত কর্‌লে। এখন আমি তোমার সখা সেই মুদিরাক্ষ, এস ভাই! বহুকাল পরে আজি প্রেমালিঙ্গন করি।

কুমারী। (মেঘমালার কর ধরিয়া) তুমি আমার সেই সখী মেঘ-

মালা। তুমি পিতৃশাপে মুক্ত হয়েছ শুনে, আমি বড় আহ্লাদিতা হলেম।

মন্মোহন ও হেমলতা। একি স্বপ্ন, না মোহে আচ্ছন্ন হলেম? না, তাই বা কেমন করে বল্‌বো; এই তো সেই সভামন্দির, এই তো সেই বিশিষ্টগণ সমাজে বশে আছি, এই তো আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়গণেরও বিলক্ষণ অনুধাবনীয় গতি আছে। তবে কি দেবমায়া!

চতুর্দ্দিকে। কি আশ্চর্য্য! এমন ঘটনা কোন দিনই আমাদের নয়নগোচর হয়নি। আর কি শুন্‌লেম? ইনি কি স্বর্ণদ্বীপের রাজনন্দন! তবে ব্রাহ্মণপুত্র হলেন কেমন করে?

বীরসেন। (মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিয়া) এই বটে আমার পুত্র, সেই মন্মোহন। আহা! বৎসের বদন-কমল এত দিনের পরে দেখেও চিনেছি, ঐতো ভ্রূমধ্যে একটী চিহ্ন আছে। যৌবন কালে বাল্যাবস্থার ভিন্নতর অবয়ব হয় বটে; তথাপি যে, এই আমার পুত্র, তার সন্দেহ নাই।

শক্র। এই যে আমার বিজয় এসেছে। আহা! বধূ মাতার কি চমৎকার মুখশ্রী! আজি আমি ধন্য হলেম। প্রিয়ে বিলাসবতি! এই তোমার পুত্রবধূর সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত মুখ-কমল একবার দেখ্‌লে না? যাঁরা দেব অবতার, উত্তর কালে যাঁদের শিরে বিজয়পুরের রাজমুকুট উঠ্‌বে, সেই পুত্র ও পুত্রবধূ আমার সম্মুখে আগমন কর্‌ছেন। আ, মন্দভাগিনি! এমন সময় তুমি কোথায়?

চতুর্দ্দিকে। রাজজামাতার রূপ গুণ ও অসম সাহস দেখে, আমরা উহাঁকে কখনই ব্রাহ্মণ পুত্র বিবেচনা কর্‌তেম না। তা আজ বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল।

সুলো। রাক্ষস, আমাকে ও রাজনন্দনকে, এক সঙ্গে হরণ করেছিল। তা ইনিই কি সেই কুমার মন্মোহন? ও! হয়েছে, আমি মনো-

যোগ করে পূর্ব্বে ইহাঁর বদন দেখিনি, এখন যে সকল লক্ষণই সেই মত দেখ্‌ছি।

নেপথ্যে। ওহে মিলন হও মিলন হও। একান্ত হর্ষে মোহ প্রাপ্ত হচ্ছ কেন!

মন্মো ও হেম। দেবমায়াই হোক্‌, বা যাই হোক্‌, অভিলাষ তো একবার পূর্ণ করি।

মন্মো। (দ্রুত গিয়া বিজয়কুমারীর ও মন্মোহনের কণ্ঠ ধরিয়া রোদন করিতে করিতে) প্রিয়! প্রিয়সখে! দেব! হে ভ্রাতঃ! আমায় ক্ষম, অপরাধ ক্ষমা কর। উদার স্বভাব গুণে মন্মোহনের অপরাধ কি ক্ষমা কর্‌বে? (অশ্রুপূর্ণ লোচনে উভয়ের বদন দর্শন)

হেম। (দ্রুত গিয়া এক করে কুমারীর কর, অপর করে মেঘমালার কর ধরিয়া) দেবি! প্রিয়সখি! আমি যে দুষ্কার্য্য করেছি, তা কি ক্ষমার যোগ্য? তোমরা যে আমার নগরে এয়েছ তা কি আমি শুনি নাই,—শুনেছি; বান্ধবের প্রতি কি ব্যবহার করা আবশ্যক, তাকি জানিনে,—জানি; তবে জেনেও এমন কর্‌লেম কেন? প্রিয়সখি! আমার কি ঐরূপ কণ্ঠ ধারণ কর্‌তে অভিলাষ ছিল না,—ছিল; তবে কেন হস্ত ধারণ কর্‌লেম! এ কার্য্য কি লজ্জার বশ হয়ে করেছি! লজ্জা স্ত্রীদিগের মিত্র, না, শত্রু? যদি শত্রু হয় তবে আমি তার বশীভূত হলেম কেন! প্রাণ যে যাই যাই করে, তথাপি আমি মনের ভাব প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ছিনে; এ কি আমি, দেবমায়ায় আচ্ছন্ন হলেম? না আবার সেই মোহই উপস্থিত হলো!

[প্রিয় সমাগমে একযোগে সকলেই নির্ব্বাক্য।]

(নেপথ্যে মঙ্গল ধ্বনি) (আকাশে কোমল বাদ্য)

চতুর্দ্দিকে। ওহে! আজ বড় সুখের দিন। বড় আশ্চর্য্য ঘটনা,—

সুলো। এমন আশ্চর্য্য ঘটনা কখন হয়নি ও হবে না।

(পুষ্প বর্ষণ)

(দ্রুতপদে, মহারাজ শক্রজিতসেন, বিজয়কুমারকে বাম অঙ্গে ও কুমারীকে দক্ষিণ অঙ্গে এবং রাজা বীরসেন, মন্মোহনকে বামক্রোড়ে ও হেমলতাকে দক্ষিণ ক্রোড়ে লইয়া) আজি আমি অবনী মণ্ডলে ধন্য, আজি আমি পুত্রবান্, আজি আমি সুখী, আজি আমি লোচনানন্দ দায়ক পুত্র ও পুত্র বধূ প্রাপ্ত হলেম।

[চতুর্দ্দিকে মঙ্গল ধ্বনি ও নেপথ্যে বাদ্য]

বিজয়কুমার, কুমারী, মন্মোহন ও হেমলতা। (জনক, শ্বশুর ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে প্রণাম ও বয়স্যাদিগকে কুশলপ্রশ্ন এবং দর্শকদিগকে আদর অভ্যর্থনা করিলেন।)

মুদি। (বীরসেনকে সম্বোধিয়া) মহারাজ! আমি রাক্ষসাবস্থায়, মাতা শাল্বদ্বীপেশ্বরীর ক্রোড়দেশ শূন্য করে, ভ্রাতা মন্মোহনকে হরণ করেছিলেম। আহা! শরচ্চন্দ্রমার তুল্য, ভ্রাতার বদনকান্তি দেখে আমার দয়া জন্মেছিল; সেই জন্যই ইহাকে আমি বনান্তরে পরিত্যাগ করি।

শক্র। বৈবাহিক মহাশয়! আমি দিগ্বিজয় করে প্রত্যাগমন কালে, সেই বনপ্রান্তে রোরুদ্যমান এই শিশু মন্মোহনকে পেয়েছিলেম। তখন আমি প্রথমে ইহাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার বাড়ী কোথায়? বালক আমার কথায় কিছুই উত্তর দিল না। আমি সান্ত্বনা করে পুনরায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, তুমি কার পুত্র? বালক আমার সে কথারও কিছুই উত্তর দিল না, কেবল আমার মা কৈ? বলে উচ্চস্বরে রোদন কর্‌তে লাগ্‌ল। আমি পুনশ্চ বিবিধ প্রবোধ দিয়ে, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম তোমার নাম কি? বালক রোদন কর্‌তে কর্‌তে 'মন্মোহন' এই একটী কথা মাত্র বলে, পুনরায় রোদন আরম্ভ কর্‌লে। আর কিছুই পরিচয় পেলেম না। কিন্তু কুমারের আকৃতি ও সৌন্দর্য্য এবং কণ্ঠে একটা স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কার দেখে, সামান্য বংশজ যে নহে, এইটীই

তখন স্থির অনুমান কর্‌লেম। আমার মন্ত্রী শুকনাস অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং মন্মোহনকে লয়ে, নিজ ভার্য্যাকে প্রদান করেন। সাধ্বী শুকনাস-বনিতা, আপনকার পুত্র মন্মোহনকে এতকাল পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেছেন।

হেম। (সলাজে) এই যে সেই স্বর্ণহার আমার কণ্ঠে আছে। প্রাণেশ্বর এই কণ্ঠভূষণটী আমাকে দিয়ে, যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর্‌তে বলেছেন।

বীর। বৎসে! ও ভূষণটী আমাকে দাও। (হার দেখিতে দে-খিতে * * * * *।)

কুমারী। ওকি? স্বর্ণহার দেখে যে, জনক মহাশয় রোদন কর্‌তে লাগ্‌লেন! (নিকটে গিয়া হার গ্রহণ করিয়া দেখিতে দেখিতে রোদন)

অবলা। হায়! শোক তাপ কি, সকল শরীরেই নিবিষ্ট আছে।

হেম। এ হারে যে এত শোক হবে, তা অগ্রে জান্‌লে আমি দিতেম না।

কুমারী। সখি! এ শোকাশ্রু নয়। চেয়ে দেখ, এ হারে কার নাম অঙ্কিত।

মন্মোহন ও হেমলতা। (সবিস্ময়ে) এ নাম কার?

সুলো। (নিকটে গমন করতঃ দেখিয়া) ঠাকুরজামাই! হারে যে নাম দেখ্‌ছেন, ইনিই আপনার প্রসূতি। এ অলঙ্কার তাঁরই কণ্ঠভূষণ ছিল।

বীর। (সুলোচনার বদন দেখিয়া) তুমি যেন আমার পরিচিত? কিন্তু চিন্‌তে পার্‌ছি'নে।

(দ্রুত প্রতিহারীর প্রবেশ)।

প্রতি। মহারাজ! বড়া বড়া দাড়ী ভয়া, বোধ হোয় উ সব মুনি লোক আওতা হৈ।

সকলে। তবে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য, অগ্রসর হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

মুদি। মহাশয়েরা সকলেই বসুন্। ও সব মুনি নয়। (প্রতিহারীর প্রতি) কেমন হে! তাদের কক্ষে মৃগচর্ম্ম বা কুশাসন আছে?

প্রতি। মৃগী-চরম্‌বি নেহী, ও কুশাসনবি নেহী। তিন চারঠ আদ্‌মি কো পাশ, তীর ধনুক হ্যায়, আওর উস্‌কো দাড়ীবি নেহী হ্যায়।

মুদি। (বীরসেনের প্রতি) মহারাজ! ও সকল আপনার প্রজা। নখ ও লোম বিহীন কয়েক জন, কে? জান্‌বেন! উহারাই অগ্রে কুমারীর প্রমোদ বন রক্ষক ছিল। এখন আমারই আদেশে আপনকার প্রজা সকল এস্থানে আগমন কর্‌ছে।

চন্দ্র। (প্রতিহারির প্রতি) তাদের লয়ে এস।

প্রতি। মহারাজকো যো হুকুম। (প্রস্থান)

শুকনাস। (মন্মোহন ও হেমলতার প্রতি) বৎস! তোমরা একবার আমার ক্রোড়ে এস। আমি তোমাদের বদন চন্দ্রমা দেখে, দুঃখিত চিত্ত প্রফুল্লিত করি। (উভয়কে অঙ্কে ধারণ করতঃ) আহা! আজ আমি যৎপরোনাস্তি সুখী হলেম। অয়ি সরলহৃদয়ে প্রেয়সি! তোমার মন্মোহন অমুদ্দেশ হয়েছে, বলে দুঃখিত হতেছ কেন? এখন অনায়াসে পুত্রবধূর কমল বদন দেখে, সংসারযাত্রার একমাত্র সুখলাভ কর্‌তে পার্‌বে।

মন্মো। পিতঃ! যিনি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসেন, যিনি আমাকে তিলার্দ্ধকাল না দেখ্‌লে অসুখী হন, আমি যাঁর সুস্নিগ্ধ ক্রোড়ে শয়ন করতঃ সুধাধার স্তন্য পান করে, গর্ভধারিণীকেও বিস্মৃত হয়েছি, যাঁর গুণে আমার জীবন রক্ষা হয়েছে, চরমে পরম সুখী হয়েছি, আহা! তিনি আমাকে হারা হয়ে এক্ষণে কি অবস্থায় দিনাতিপাত

কর্‌ছেন? হা মাতঃ! আমি এই অতুল ঐশ্বর্য্য লাভে তোমাকে বিস্মৃত হয়ে, কি নিষ্ঠুরের কার্য্যই করেছি!

শুক। (শিরোঘ্রাণ করতঃ) বৎস! আর বিলাপ করো না, অশ্রু সম্বরণ কর। (বীরসেনের প্রতি) মহারাজ! আমরা আপনার তনয় মন্মোহনকে এত কাল পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেছি। অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় বিদ্যাই শিক্ষা দিয়েছি। এক্ষণে কুমার, মহারাজ চন্দ্রসেনের তনয়ার পাণি গ্রহণ করেছেন। এই আমি আপনার পুত্র ও পুত্রবধূকে প্রদান করিতেছি, মহারাজ, গ্রহণ করুন্।

বীর। (পুত্র ও পুত্রবধূকে ক্রোড়ে লইয়া) আজ আমি আপনাদের প্রসাদে, ভাগ্যকে সার্থক বিবেচনা কর্‌লেম! আহা! পুত্র ও পুত্রবধুর বদনচন্দ্রিমা দেখে, আমি যে এমন সুখী হব, তা কার মনে ছিল!

কুমারী। (সজল নয়নে) দাদা! চিরদিনের পরে যে, আপনার দর্শন পাব ও আমাদের চিরন্তন দুঃখ যে, একেবারে সুখময় হবে, তা আমরা স্বপ্নেও অনুধ্যান করি নাই। (নিকটে গিয়া প্রণিপাত)

মন্মো। ভগিনি! চিরসুখী হও।

হেম। তোমরা আমার নগরে আগমন করেছ, তা শুনেও আমরা অভ্যর্থনার ত্রুটি করেছি। (কর ধরিয়া) ঠাকুর ঝি! তুমি ক্ষমাকর। তোমার প্রসাদেই আমরা সখার সন্তোষ জন্মাতে পার্‌ব।

কুমারী। সে কি! প্রিয়সখি! তুমি আমার প্রাণ তুল্য প্রিয় ভগিনী। এস একবার আলিঙ্গন করে সুখী হই।

বিজয়। দেবি! ক্ষমা প্রার্থনা কি জন্যে? মলয়ানিল, কুসুমের প্রতি কথনই কুপিত হয় না, সুযশ ঘোষণার ন্যায় সৌরভ বহন করে, জগতীস্থ লোকের আনন্দ বর্দ্ধন কার্য্যই তার প্রমাণ।

চন্দ্র। বৎস বিজয়কুমার! তুমি আমার নগরে আগমন করেছ,

ইহা আমি যে সময়ে শুনেছিলেম, তখন আমি জামাতা ও দুহিতার জন্য নিতান্ত চিন্তিত ছিলেম, সুতরাং তোমার আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করেও বিস্মৃত ছিলেম। উহা এক্ষণে স্মরণ করে, আমি লজ্জিত হচ্ছি। যে হউক্ বৎস! আমাকে ক্ষমা কর।

বিজয়। মহাশয়! ক্ষমা প্রার্থনা না করে, আমার প্রতি নিজ সন্তানের ন্যায় বাৎসল্য ভাব প্রকাশ কর্লে আমি পরম সন্তোষ হতেম।

চন্দ্র। কুমার! তোমার কথায় যে আমি কত সন্তোষ হলেম তা কথায় প্রকাশ করা কঠিন। (শিরোঘ্রাণ করতঃ আলিঙ্গন)।

মন্মোহন ও হেমলতা। (সবিনয়ে) হে দেব আর্য্য! দেবি মেঘমালে! আপনারাও আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

মুদিরাক্ষ ও মেঘমালা। বৎস! তোমরা আমার অভিন্ন হৃদয় ও পরমস্নেহপাত্র। অগ্রে চিন্বে না বলেই আমরা পরিচয় দিই নাই।

হেম। (কুমারী ও মেঘমালার কর ধরিয়া একাসনে উপবেশনান্তে) এই আমি বহুদিনের পরে, পূর্ব্বের ন্যায় সুখাসনে উপবিষ্টা হলেম!

(প্রতিহারীর সহ প্রজাগণের প্রবেশ)

প্রজাগণ। (অভিবাদন করিয়া, রাজা বীরসেনের প্রতি) মহারাজ! আমাদিগকে চিনেছেন তো?

মুদি। মহারাজ! এই সকল আপনার, রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃত প্রজা।

বীর। নখ ও লোমরাজী দীর্ঘ এবং শরীরের কৃশতায়, সহসা কে তোমাদিগকে চিন্তে সমর্থ!

সুলো। (রোদন করিতে করিতে) কেবল আমারই অদৃষ্ট অপ্রসন্ন! হায়! এই যে, দেবসভার তুল্য সভাতে আজ, সখা, বয়স্য, পিতা, প্রিয়পুত্র ও পুত্রবধূ; ভর্ত্তৃ-হীনা ভর্ত্তা ও ভ্রাতা; পুত্রহীনারা প্রিয়তর পুত্র ও ভ্রাতা প্রাপ্ত হলেন। রাক্ষস যাদের অপহরণ করে-

ছিল, সকলেই তো এই প্রত্যাগমন কল্লেন। তবে আমার পতি ও পুত্র, কেন দেখ্‌তে পাইনে?

বীর। তোমার পতি ও পুত্র কে এবং তাহারা কোথায় আছে? আর তোমারই বা পরিচয় কি? তাহা বল।

সুলো। মহারাজ! আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছেন! আর না হবেন কেন? সে যে বহুদিন হলো। তবে এখন আমার পরিচয় শ্রবণ করুন। আমি আপনকার প্রজা গোয়ালা জাতি। আমি হরি-ঘোষের পুত্রবধূ ও আমার পুত্রের নাম মোহন। সেই অত্যাচারী রাক্ষস, আমার প্রিয়তম পুত্র ও হৃদয়বল্লভকে যে কালে অপহরণ করে, আমি সেই সময়ে সহায় সম্পত্তি হীনা হয়ে, মহারাজের শরণাপন্না হই, আপনি আমাকে জ্যেষ্ঠা মহিষীর পরিচর্য্যা কার্য্যে, নিযুক্ত করেছিলেন। যে দিন কুমার মন্মোহনকে রাক্ষসে অপহরণ করে, সেই দিন আমি, কুমারের রক্ষা কর্‌বার মানসে দৌড়ে এলেম, রাক্ষস আমাকেও শূন্য পথে তুলে প্রস্থান কর্‌লো। পরে বহুদূর গিয়ে, আমাকে একটা নদীমধ্যে ফেলে দিল, কিন্তু কুমারকে লয়ে যে, কোন্‌ দিকে গমন কর্‌লো, তা নিশ্চয় জানিনে। আমি এই কাঞ্চননগরের চাঁপা মালিনীর আশ্রয়ে জীবন দান পেয়ে, কিছুকাল তার অধীনে ছিলেম। পরে তার পরলোক হলে, উত্তরাধিকারিণীর ন্যায়, আমিই এদেশের পরিচিত মালিনী হয়ে পড়েছি।

বীর। ও! তুমি কি সেই সুলোচনা? শুভে! বেঁচে আছ!

সুলো। আজ্ঞে, ঈশ্বর আমায় যেরূপে রেখেছেন, তা তো স্বচক্ষেই দেখ্‌ছেন। মহারাজ! রাক্ষসের দ্বারায় আপনার যে ক্ষতি হয়েছিল, তা পূরণ হলো। কৈ, আমার পতি ও পুত্র কোথায়?

মুদি। সুলোচনে! ভাল করে দেখ, এর মধ্যেই তোমার পতি ও পুত্র আছে। আমি সত্য বল্‌ছি, কেবল তুমি ও রাজপুত্র আর দুটী স্ত্রী ভিন্ন, অন্য কেহই মুক্তি পায় নাই। রাক্ষস সবাকেই একটী দুর্গ-

মধ্যে রুদ্ধ রেখেছিল; কিন্তু কাহারই বিনাশ হয় নাই। এই দেখ, আজ সকলেই মুক্তিলাভ কর্‌লো।

প্রী, প্রজা। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) সুলোচনে! দেখ দেখি, এই তোমার পতি ও এই তোমার পুত্র কি—না?

সুলো। (বিরক্তভাবে) ও কেন আমার পতি হবে? তিনি যে, দিব্য কালো-বর্ণ একটী সুচিক্কণ গোঁপ ধারণ কর্‌তেন, ও তাঁর মোহনীয়-কান্তি শরীর ছিল। আর এই কি আমার পুত্র? যার শ্মশ্রুরোম কটীদেশ আচ্ছাদন করে ঝুল্‌ছে! হায়! এই কি আমার সেই অপ্রাপ্তযৌবন, দুগ্ধপোষ্য বালক?

বীর। সুন্দরি! এই তোমার পতি ও পুত্র বটে, আমি চিনেছি।

দ্বি, প্রজা। মা! আমিই তোমার পুত্র ও ইনিই আমার পিতা বটেন। প্রায় বিশ একুশ বৎসর হলো, নখ ও লোমরাজি বৃদ্ধি হয়ে, আমাদের শরীরের অবয়ব অসদৃশ করেছে। সেই জন্যই তুমি আমাদিগকে চিন্‌তে পার্‌ছ না।

জয়া, বিজয়া, কামিনী ও মায়াবিনী। (এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করতঃ স্ব স্ব পতির চরণ ধরিয়া) প্রাণনাথ! (রোদন)

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রজা। দেখা যে হবে এমন ভরসা ছিল না। (রাজা বীরসেনের প্রতি) মহারাজ! আমরা চার জন আর কুলীনদের মেয়ে মল্লিকা ও কায়স্থদের মেয়ে বিমলা, এক রাত্রিতে আমরা এই ছয় জনে এককালে আপনার নগর ত্যাগ করি।

বীর। ওহে! লোকে তোমাদের ভয়ানক দুর্নাম ঘোষণা কর্‌ছে।

শুক। আহা! কেন রে, নির্ব্বাণ অগ্নি পুনরায় প্রজ্বলিত কর্‌লি? (রোদন)

শক্র। কেন মহাশয়! আপনি যে রোদন কর্‌ছেন?

শুক। আহা! আমার অন্তরের নির্ব্বাণ অগ্নি, পুনরায় প্রজ্ব-

লিত হয়েছে। আমার একটী ভাগিনেয় ছিল,—আহা! হৃদয় বিদীর্ণ হলো। (রোদন)

শক্র। হাঁ, আমার স্মরণ হয়েছে। শাল্‌দ্বীপের যশশ্চন্দ্র কুলী-নের মল্লিকা নামক মেয়েকে সে বিবাহ করে। যখন সেই ঘটনাটী হয়, তখন সে শ্বশুরালয়েই ছিল। সেইমাত্র স্ত্রীর অপহরণ বৃত্তান্ত শুনেছে, অমনি বিবাগী হয়ে যে কোথায় কোন্ দিকে চলে গেল, তার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেলনা।

শুক। আহা! একি সামান্য দুঃখের কথা। (রোদন)

মন্ত্রী। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া শুকনাসের পদধূলি গ্রহণ ও করপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া) আমার অপরাধ ক্ষমা করুন্।

সকলে। (স্বগত) এ কি! কাঞ্চন নগরের রাজমন্ত্রী আবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন কেন?

শুক। কি তোমার?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, এই অভাগাই আপনার সেই ভাগিনেয়, আমা-রই নাম মদন। আমি এত কাল মহারাজ চন্দ্রসেনের আশ্রয়ে, জীবন ধারণ করেছি।

শুক। (ক্রোড়ে লইয়া শিরশ্চুম্বন করতঃ) বৎস! জীবিত আছ! তোমাকে হারা হয়ে, তোমার জননী যে, কি অবস্থায় আছেন, তাহা কি এক দিনের তরেও তোমার মনে উদয় হয় নাই? (রোদন) আহা! তাঁর কেবল কয়খানি অস্থি মাত্র আছে।

চতুর্দ্দিকে। আজ কতই আশ্চর্য্য দেখ্‌লেম ও শুন্‌লেম।

মুদি। (শুকনাসের প্রতি) মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন্, আমিই এ সকল দুর্ঘটনার মূল। আমি এক রজনীতে শাল্‌দ্বীপের রাজ পথে, (প্রজাদিগের মধ্যে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ) এই চার জনকে ও সেই কুলীনের গৃহপ্রাঙ্গন হতে মল্লিলাকে এবং কায়স্থদের প্রাসাদ হতে বিমলাকে, হরণ করেছিলেম। কিন্তু তাঁদের প্রতি কোন

প্রকার অত্যাচার করি নাই। প্রজাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করি, কিন্তু অবলা দুটীকে পথমধ্যে যে, কোথায় পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেম, তা এখনো আমার ভালরূপ স্মরণ হচ্ছে না। মহাশয়! আমি রাক্ষসাবস্থায় যে, কি দুর্ম্মতি ছিলেম ও কত অসৎ কার্য্যই করেছি, তা স্মরণ করে এখন আমি লজ্জিত ও ব্যথিত হচ্ছি। আহা! সেই সময়ে আমি যে, কত মনুষ্যকে বৃথা কষ্ট দিয়েছি তার সীমা নাই। অতএব আমি এক্ষণে সকলের নিকটেই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আপনারা আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

চতুর্দ্দিকে। না না, আপনার কিছুমাত্র দোষ নাই। এ সকল দৈব-বিড়ম্বনা, নতুবা আপনাদেরই বা তেমন অভিশাপ হবে কেন?

বীর। ওহে লোক সকল! তোমরা শ্রবণ কর্‌লে? বিমলা আর মল্লিকার কিছু মাত্র দোষ নাই। তোমরা এখন ক্ষান্ত হও। আর সৎলোকের মিথ্যা দুর্ণাম করো না। এই চারজন প্রজা যে কেমন নির্দ্দোষি, তার প্রমান হলো? তবে আর কেন? এখন তোমরা ক্ষান্ত হও। চন্দ্র, সূর্য্য, অনিল, অনল, পৃথ্বী ও জল, ইহারা সাক্ষী স্বরূপ, সুতরাং সৎ ও অসৎ কোন কার্য্যই চিরদিন গোপন থাকে না; এক দিন না, এক দিন প্রকাশ হবেই, সন্দেহ নাই।

অবলা। (কর যোড়ে, সলাজ্জে, অধোবদনে) মহারাজ! আমিই সেই কায়স্থদের মেয়ে বিমলা।

সুলো। কি! তুমিই সেই বিমলা? তবে মল্লিকা কোথায়?

বিমলা। তা আমি জানিনে। সে সময়ে তাকে যে অবস্থায় দেখেছিলেম, বোধ করি তিনি বা রক্ষা পান নি। আমি যে প্রাণে বেঁচে আছি, সে কেবল করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় আর এই যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে। (রোদন)

সুলো। ধন্য মেয়ে! হবেই তো। আমি তোমার সৎচরিত্র দেখে আশ্চর্য্য মেনেছিলেম। ছোট লোকের ঘরে এমন মেয়ে কখনই জন্মে না। রূপেও যদি হয়, তবে এমন ধর্ম্মভীতা, এমন সবধানও এমন পবিত্রময়ী মেয়ে কখনই জন্মে না। আমি সর্ব্বদাই এইরূপ ভাবতেম। তা আজ আমর সে ভ্রান্তি দূর হলো। ভগিনি! তুমি এতকাল আমারই পরিচার্য্যা করেছ, তবে কেন পরিচয় দাও নাই? (আলিঙ্গন করিয়া) বিমলে! যদি আমি কোন দিন কোন অপরাধ করে থাকি, তা তুমি আমাকে ক্ষমা কর্‌বে?

বিমলা। দিদিগো! তোমার আশ্রয়ে আমি পরমসুখে ছিলেম, তোমারমুখে আমি অসন্তোষকর বাক্য কখনও শুনি নাই।

মুদি। তবে কি সত্যই সে মল্লিকা প্রাণত্যাগ করেছে! আজ এমন উৎসবের দিন, তা কেবল একমাত্র মল্লিকারজন্যই কি সকলের সন্তোষ লাভের ব্যাঘাত হলো। হায়! কি কুকর্ম্ম করেছিলেম।

মেঘ। (সহাস্যে) তবে আপনারা একবার মঙ্গলধ্বনি করুন, সভাস্থিত সকলকে আমিই আহ্লাদিত করিব। (প্রস্থান)

(আকাশে দুন্দুভি ধ্বনি। নেপথ্যে কোমল বাদ্য)।

পুনর্নেপথ্যে। আমি তখনও অচেতন ছিলেম। কখন যে ফেলে দিয়েছে, কতক্ষণ বন্যহস্তীর পিঠে ছিলেম, তা জানিনে সুতরাং কত দূরে গিয়েছিলেম তা কি রূপে জান্‌বো। পরে রজনী প্রভাত কালে, সুশীতল বায়ুর পরশে চৈতন্য হয়ে দেখি, করিবর মহাবেগে দৌড়িয়েছে। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, একটী বৃহৎ বৃক্ষের নীচে দিয়ে গমন কর্‌ছি দেখে, ঐ বৃক্ষডালে ভরকরে উপরে উঠ্‌লেম। দেখ্‌তেহ হস্তীটা কোথায় গমন কর্‌লো, আমিও গাছহতে নীচে নামলেম। তারপরে ভয়ে জড়সড় হয়ে কান্‌তে কান্‌তে যেই মাত্র কতক দূর গিয়েছি, অমনি তো তোমার সঙ্গেই দেখা হলো।

(পুরুষ বেষধারী মল্লিকা সহ মেঘমালার প্রবেশ)

মেঘ। এই ইঁহারই নাম মল্লিকা, ইনিই শাল্মদ্বীপের যশশ্চন্দ্র কুলীনের কন্যা।

চতুর্দ্দিক। বা বা বা !!!, এঁকে দিব্য যুবা পুরুষ দেখ্‌ছি, তুমি বল মেয়ে! এ আবার কোন দেশি মেয়ে? (উচ্চৈঃস্বরে হাস্য)

মেঘ। পিতার শাপে আমার বনবাস হলে, কিছু দিবস পর আমি ইঁহাকে প্রাপ্ত হই। তদবধি ইনি আমার নিকটেই ছিলেন। আমি ইঁহাকে মহা যত্নে রক্ষা করেছি। ইনি স্বইচ্ছায় পুরুষ বেষ ধারণ করে কাল হরণ করেছেন। (মল্লিকার প্রতি) সখি! (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ) ইনি তোমার পতি।

বিজয়পুরের বিদূষক। (জনান্তিকে) ভগীরথ যে জন্মাও নাই এ বিধাতার পরম ভাগ্যি। নতুবা আবার গঙ্গা সৃষ্টি কর্‌বার জন্য, তাঁকে উদ্বিগ্ন থাক্‌তে হতো।

মল্লিকা। (পুরুষবেশ ত্যাগ করিয়া পতির বদনে একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করতঃ রোদন)।

মদন। প্রিয়ে! এস, তুমি আমার সেই পুষ্প-মল্লিকা।

মল্লিকা। (সলাজে) বল দেখি, পুষ্পের মধ্যে কি ছিল?

মদন। (স্বগত) আমি তোমাকে দেখ্‌বামাত্রেই চিন্‌লেম, তুমি কি আমাকে চিন্‌তে পার্‌লে না? কি আশ্চর্য্য! (প্রকাশ্য) ইহা আমাদের এক্‌দিনের রহস্য। সেই যে কুলীন আমাকে বহুতর প্রলোভনের দ্বারায় তাঁর কন্যা গ্রহণ কর্‌তে স্বীকার করায়ে ছিলেন, তুমি তাহা জান্‌তে পেরে আমাকে একটী মল্লিকা পুষ্পের হার প্রদান করেছিলে। সেই পুষ্পমালার মধ্যে একখণ্ড কাগজ, কাগজের মধ্যে একটী কৃত্রিম মল্লিকা পুষ্প ছিল। কাগজে এই প্রকার লেখা ছিল যে "কাগজ, বহু সৌরভযুক্ত মল্লিকা হার পরিত্যাগ করেও কি নিমিত্তে একটী তুচ্ছ

মল্লিকাকে আবরণ করে আছে? ইহা তোমার বিবেচনা করা উচিত।” আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পেরে, দ্বিতীয় বিবাহের বাসনা পরিত্যাগ ও তোমাকেই সন্তোষ কর্‌লেম।

মল্লিকা। প্রাণনাথ! আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি যখন পুষ্পা-মল্লিকা বলে আমাকে সম্বোধন করেছেন, তখনি আমি আপনাকে চিন্‌তে পেরেছি। কিন্তু লোকলজ্জা নিবারণের জন্যই আমি আপনার এ পরীক্ষা কর্‌লেম। (পতির চরণধরিয়া রোদন)।

চতুর্দ্দিকে। সাবাশ মেয়ে মল্লিকা! বৎসে! ইহাতে তোমার কিছু-মাত্র দোষ নাই। পতিকে চিন্‌তে পারি নাই বলে যে, পরীক্ষা কর্‌লে, ইহা অতি প্রশংসার কার্য্যই হয়েছে।

মদন। (কর ধরিয়া) প্রিয়ে! উঠ, আমি তোমার পরীক্ষায় পরম সন্তোষ হলেম।

চন্দ্র। ওহে! এই প্রজাদিগের ক্ষৌর কার্য্য ও অঙ্গ পরিস্কার এবং যথাযোগ্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করে, এই স্থানে আনয়ন কর।

যে আজ্ঞা। (প্রজাগণকে লইয়া কর্ম্মচারির প্রস্থান)।

স্থলো। (সাহ্লাদে) আহা! এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড কেহ কখন দেখেন নি, বা কখন কাহার কর্ণগোচরও হয় নি। আজ আমি জান্‌লেম যে, ব্রতানুষ্ঠানের ফল দুর্নিরীক্ষ নহে; আজ জান্‌লেম, জগৎ-পাতা জগদীশ্বরের নামের মহৎ গুণ আছে; আজ জান্‌লেম, কালের গতিই সতসৎ ক্রিয়ার নিদান; আজ জান্‌লেম, দৈবকে কেহই অতিক্রম কর্‌তে পারেন না। আজ আমি ধন্য; আজ আমি শাল্ব-দ্বীপের রাজলক্ষ্মী পুত্র-বৎসলা রাজ্ঞীর নয়নের প্রীতিবর্দ্ধক কুমার মন্মো-হনকে পুনরায় দেখ্‌তে পেলেম। আজ আমি পুত্রবতী, আজ আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, আজ সভাস্থিত তিন মহারাজের নিকটেই আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। আমি তিন মহারাজেরই দাসী, তিনের কৃপাতেই আমার জীবন রক্ষা ও সুখলাভ হলো। এখন আমি কখন শাল্বদ্বীপে,

কখন কাঞ্চননগরে ও কখন বিজয় পুরে বাস করে, জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন কর্‌ব। আমি ইহাঁদের অনুগ্রহেই পতি ও পুত্র সহ পুনঃ মিলিত হয়ে সংসারধর্ম্মে রত হলেম। যাই, এখন অন্তঃপুরে মহারাণীকে এই সকল শুভ সংবাদ দিইগে। (প্রস্থান।)

চন্দ্র। মহারাজ শত্রুজিত সেন ও মহারাজ বীর সেন! আজ আপনাদের সহিত আমার পরম সখ্যতা জন্মিল।

বিজয়পুরের বিদূষক। (কাঞ্চননগরের বিদূষকের নয়তি) বৈবাহিক মহাশয়! নমস্কার। আজ আপনার সঙ্গেও আমার পরম সখ্যতা জন্মিল। দেখুন, আমাদের মহারাজের বৈবাহিকের বৈবাহিক, সুতরাং মহারাজ চন্দ্রসেন যেমন আমাদের মহারাজের, আপনিও তেমনি আমার, মহা বৈবাহিক হলেন।

শাল্মদ্বীপের বিদূষক। (জনান্তিকে) বৈবাহিক না—মাস্‌তুতো ভাই।

বিজয়পুরের বিদূষক। (সহাস্যে) নব বিবাহিতা স্ত্রীর মত, উনি আবার চুপে চুপে কি বল্‌ছেন?

চন্দ্র। (রাজাদ্বয়ের প্রতি) মহাশয়! আপনারা স্বগণসহ অদ্য আমার অতিথি হউন? তা হলে আমি আমাকে কৃতার্থ বোধ কর্‌ব।

শত্রুজিতসেন ও বীরসেন। আজ আমাদের পরস্পরে যে, প্রণয় জন্মিল, ইহা চিরস্মরণীয়, সুতরাং আমরা অবশ্যই অদ্য আপনার আতিথ্য স্বীকার কর্‌ব।

চন্দ্র। (মুদিরাক্ষ ও মেঘ মালার প্রতি) আপনারাও আমার এই অনুরোধটী রক্ষা করুন্।

মেঘমালা ও মুদিরাক্ষ। মহারাজ! আমরা আপনার সন্তানের তুল্য, অবশ্য আপনার অনুরোধ রক্ষা কর্‌ব।

মদন। এখন মন্ত্রনা গৃহে প্রবেশ করা আবশ্যক। যাহাতে এই

মহৎ কার্য্যটী অবাধে সুসম্পন্ন হয় ও উৎযোগের কিছু মান ক্রটী ন
হয়, আমার এরূপ মন্ত্রনা করা কর্ত্তব্য। (প্রস্থান)

(চতুর্দ্দিকে সুমধুর বাদ্য ও মঙ্গল ধ্বনী)

অপার ঈশ্বর লীলা কে বুঝিতে পারে,
যাঁর মায়া বশে জীব ভ্রমিছে সংসারে॥
নট যেন নাট্য সূত্রে করিয়া বন্ধন।
অপূর্ব্ব নর্ত্তক ছবি করায় নর্ত্তন॥
জগদীশ নট রূপে মায়া নাট্য সূত্রে।
জীবেরে বন্ধন করি ভ্রমান সর্ব্বত্রে॥
ওহে ভাই সাধু জন প্রশংসা ভাজন।
এমন বিভুরে কর সতত অর্চ্চন॥

ইতি।

বিজয়-কুমারী

নাটক।

—•—

জেলা পাবনান্তর্গত চিথলিয়া নিবাসী

শ্রী শ্রীনাথ কুণ্ডী

প্রণীত।

শ্রীযুক্ত গিরিশ-চন্দ্র বিদ্যারত্ন

মহোদয়ের দ্বারায় পরিশোধিত।

কলিকাতা।

মৃজাপুর অপর সরকিউলার রোড নং ৫৮।৫

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮০ সাল, বৈশাখ।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আমি বহুতর পরিশ্রম সহকারে "বিজয়কুমারী" নামক অভিনব এই নাটক রচনা করিয়াছি। প্রাচীন প্রথানুসারে বহূপদেশ সংযুক্ত অভূতপূর্ব্ব উপাখ্যান ইহাতে বর্ণিত হইল। দেশীয় কতিপয় বান্ধব মহোদয়ের উৎসাহে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। পাঠক মহাশয়গণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র সন্তোষ প্রকাশ করিলেই আমি যত্ন ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে বান্ধব মহাশয়গণের সকাশে ইহা প্রকাশ করিতেছি যে, কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশ-চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া আমার বিজয়কুমারীকে যত্নের সহিত যথোচিত শোধন করিয়া দিয়াছেন।

বিজয়-কুমারীর প্রথম ও শেষ রচনায় কোন কোন ক্রিয়াপদের রূপান্তর ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার কারণ, "যত দিন ভিন্ন ভিন্ন দেশের সদসৎ ভাষা (কি রীতি, নীতি) জানা না যায়, তত দিন বাক্যের (ও রীতি নীতির) সুসংস্কার সাধন হয় না।" বিজয়-কুমার ও মন্মোহনের দ্বারায় ঐ মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করা হয় নাই। অতএব পাঠক মহাশয়গণের প্রতি নিবেদন এই যে, গ্রন্থের যাহা কিছু ত্রুটি দেখিবেন তাহা শোধন করিয়া উৎসাহ দান করিলে আমি যাহার পর নাই সন্তোষ লাভ করিব।

১২৮০ সাল বৈশাখ।
চিথলিয়া। } শ্রীশ্রী-নাথ কুণ্ডী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম।

শত্রুজিৎ সেন	বিজয়পুরের রাজা।
চন্দ্রকেতু সেন	কাঞ্চননগরের রাজা
বীর সেন	শাল্মদ্বীপের রাজা।
বিজয়কুমার	বিজয়পুরের রাজপুত্র।
মন্মোহন	বিজয় কুমারের [illegible]
মুদিরাক্ষ	গন্ধর্ব্ব।
শুকনাস	বিজয়পুরের রাজমন্ত্রী
মন্ত্রী (নাম মদন)	কাঞ্চননগরের রাজমন্ত্রী
কালঞ্জর, কালকেতু }	ব্যাধদ্বয়।

পণ্ডিত, মন্ত্রী, বিদূষক, ভাট, নট, অনুচর, রাক্ষস, দস্যুগণ প্রজাগণ, ক্লীবগণ, নাগরিকগণ ইত্যাদি।

কুসুমকুমারী	রাজা বীরসেনের কন্যা।
হেমলতা	রাজা চন্দ্রকেতু সেনের দুহিতা
মেঘমালা	গন্ধর্ব্বী।
সুলোচনা	মালিনী।
পত্রলেখা, বিনোদিনী ও শোনা }	হেমলতার দাসী।
জয়া, বিজয়া, কামিনী, মায়াবিনী }	কুমারীর দাসী।

রাজ্ঞীগণ, বিমলা, মল্লিকা, স্বর্ণলতা, অবলাগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি